# ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি এবং বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ

M.Phil.

রোকিয়া আখতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RR
332.17
AKI
C-3

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

382753

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি এবং বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ

## এম. ফিল. থিসিস

রোজিনা আখতার
রেজিঃ ৯৮/৯৫-৯৬
ইসলামী ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নভেম্বর, ২০০০ ইং

Dhaka University Institutional Repository

# "ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি এবং বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ"

শিরোনামের থিসিসটি এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত থিসিস যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে পেশ করা হল।


তত্ত্বাবধানে

ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

উপস্থাপনায়

রোজিনা আখতার
রেজিঃ ৯৮/৯৫-৯৬
ইসলামী ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা


382753

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রোজিনা আখতারের এম.ফিল.থিসিসটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানামতে এ থিসিসটি তার নিজস্ব গবেষনার ফল। আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ থিসিসটি জমা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত সে পূরণ করেছে।

তত্ত্বাবধানে

( ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন )
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি এবং বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ" গবেষণামূলক প্রবন্ধটি শেষ করতে পেরে সর্ব প্রথম পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় গাইড জনাব ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি সবসময়ই মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন এ কাজে, আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এছাড়া আরও অনেকে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব তারা হলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম জোনাল প্রধান জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীর কর্মকর্তাগণ বিশেষ ভাবে ডঃ মাহমুদ আহমদ যিনি বর্তমানে এই একাডেমীর ভাইস প্রেসিডেন্ট রিসার্চ, ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম পথিকৃত ও সাবেক উপদেষ্টা, জনাব এম, আযীযুল হক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কনসালট্যান্ট মোঃ মইনুল হক। তারা আমাকে বই -পত্র, বিভিন্ন থিসিস পেপার, জার্নাল, ইসলামী ব্যাংকের এ্যানুয়াল রিপোর্ট ইত্যাদি দিয়ে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন, আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে আমার শ্রদ্ধেয় বাবা, মা এবং পরিবারের আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাবে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, উৎসাহ দান, কল্যাণ কামনা ও দোয়া করেছেন যার ফলে থিসিসটি শেষ করা সম্ভব হয়েছে আমি তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন।

রোজিনা আখতার

Dhaka University Institutional Repository

# প্রসঙ্গ কথা

প্রচলিত সুদ নির্ভর ব্যাংক ব্যবস্হাকে চ্যালেঞ্জ করে সমসাময়িক বিশ্বে অভূতপূর্ব সাফল্যের সোপান রচনা করতে সক্ষম হয়েছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হা। চলতি শতকের মধ্যবর্তী অবস্হা পর্যন্ত যা ছিল শুধু মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে স্বপ্ন আজ তা শুধু বাস্তবই নয় , প্রচলিত সুদী ব্যবস্হা থেকে অনেক দিক দিয়েই অগ্রসর এবং সাফল্যের দাবীদার। মানব মনে প্রশ্ন ছিল কিভাবে লাভজনক উপায়ে চলবে ? কিভাবে সুদ ভিত্তিক ও সনাতনী ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে ? কিভাবে মুনাফা অর্জন করে জনসাধারনকে আকৃষ্ট করতে পারবে ? কেননা ইসলামী ব্যাংক বলতে এমন এক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান বুঝায় যা তার আইন কানুন, কর্মপদ্ধতি ও বৈশিষ্টের মধ্য দিয়ে ইসলামী নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোন রকম কার্যক্রমেই সুদের সংশ্রব থাকে না। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চালু ও সফল প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকে থাকতে এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চাইলে ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সমূহকে যথেস্ট পরিমান মুনাফা অর্জন করতে হবে। এ থেকে তার নিজস্ব পরিচালনা, ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ মেটানো ছাড়াও শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের সন্তোষজনক হারে ডিভিডেন্ড ও মুনাফা দিতে হবে এবং এ সমস্ত কাজই হবে শরীয়ত সম্মত উপায়ে।

আমার এ থিসিসে প্রথমেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে কেননা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হা ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান বিধায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র মোটেও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এরপরে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হার ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হার মৌলিক ভিত্তি, এই ব্যাংক ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে আমাদের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রতিষ্ঠা ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চলতি শতকের ৬০ দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুদমুক্ত ইসলামী শারিয়াহ্‌ সম্মত ব্যাংকিং ব্যবস্হার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। তবে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ঘটনা হচ্ছে ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় "ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক" এর প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠার পেছনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহতভাবে আর্থিক, প্রতিষ্ঠানিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠার দুই দশকও এখন পার হয়নি। ১৯৮৩ সালে ১৩ই মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানী আইনের আওতায় নিবন্ধিত হয়। একই সালের ৩০শে মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের ২০ই মে আল-বারাকা ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৯৯৫ সালের ২২শে নভেম্বর সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহারাইন, ই.সি, ঢাকা ১৯৯৭ সালের ১১ই আগষ্ট তার কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়া বাংলাদেশে দুইটি সুদী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রয়েছে। এ ব্যাংক দুটি হচ্ছে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ও ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড। প্রাইম ব্যাংক একটি মাত্র ব্যাংক যারা শাখা গুলি সুদী ব্যবস্হা ও মাত্র দুটি শাখা ইসলামী শারীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত হয়। একটি ঢাকায় ১৯৯৫ সালে ১৪ই ডিসেম্বর এবং অপরটি সিলেটে আম্বরখানায় ১৯৯৭ সালে ১৭ই ডিসেম্বর কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা ব্যাংক একটি ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিট কাউন্টার খুলেছে তাদের প্রধান অফিসে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে। দু দশকের কম সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্হানে ইসলামী ব্যাংকগুলির শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মোট শাখা ১১০টি, আল-বারাকা ব্যাংকের মোট শাখা ৩৪টি, আল-আরাফাহ ব্যাংকের মোট শাখা ৩৫টি এবং সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের মোট শাখা ১৪টি।

আমার থিসিসে পরবর্তীতে আমি ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী কাঠামোতে উপার্জন কৌশল বিশেষ করে আমানত গ্রহন ও বিনিয়োগ পদ্ধতি, কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সাথে সাথে বাংলাদেশে অবস্হিত সমস্ত ইসলামী ব্যাংকগুলির সঞ্চয় সমাবেশ, বিনিয়োগ পদ্ধতি, প্রকল্প সাফল্য ইত্যাদির উপর আলোচনা করেছি।

সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু লাভ লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ শরীয়াহ সম্মত। ইসলামী ব্যাংক সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে উপার্জনের চেষ্টা করে। ইসলামী ব্যাংকের সকল ধরনের আর্থিক সহযোগিতাই বিনিয়োগমূলক, সুদী ব্যাংকের মতো ঋনমূলক নয়। এভাবে বিনিয়োজিত অর্থ হতে প্রাপ্ত মুনাফা থেকেই ইসলামী ব্যাংক তার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের মুনাফা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র ব্যবসা ও মুনাফা অর্জনকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারন করেনি। সমাজের প্রতি এর দায়বদ্ধতার উপরও যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্হার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও বানিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা। এ ব্যাংক ব্যবস্হার বৈশিষ্ট হচ্ছে সুদের বিলোপ সাধন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা।

আমার থিসিসের পরবর্তীতে আমি ইসলামী ব্যাংকগুলির শরীয়াহ বোর্ড গঠনের উপর আলোচনা করেছি এবং পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংকের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক অবস্হার সমস্যাবলী, মধ্য অবস্হার সমস্যাবলী ও বর্তমান অবস্হার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সর্বশেষে সারনীতে ইসলামী ব্যাংক গুলির অগ্রগতির খতিয়ান ও পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই প্রচলিত ব্যাংকগুলি যেখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যাংকগুলি সেখানে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যোগফল। শুধুমাত্র সুদের উচ্ছেদ ও বিলোপ করেই ইসলামী ব্যাংক ক্ষান্ত হয়না বরং ইসলামী দৃষ্টিকোন হতে মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং হালাল হারামের বাছ বিচার করেই ব্যবসা বানিজ্যে অংশগ্রহন করে। তাছাড়া শরীয়াহ্ বোর্ডের নিয়ন্ত্রন থাকার ফলে অনৈসলামী কাজ করার সুযোগও থাকেনা। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন, শোষনের অবসান, আর্থ-সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব।

- রোজিনা আখতার

Dhaka University Institutional Repository

# সূচীপত্র


প্রথম অধ্যায় ১২-৩৬

১। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ১২

* ভূমিকা ১৩
* মূলনীতি

২। অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ ব্যাংক ব্যবস্থা ১৫

৩। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি ১৮

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইতিহাস এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ। ২২

৫। ইসলামী ব্যাংকিং একটি আন্দোলন ৩৫

৬। ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয়তা ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৭-৪৮

১। ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ৩৭

২। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি ৩৮

৩। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ৩৯

৪। ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ৪১

তৃতীয় অধ্যায় ৪৯-৬৪

১। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রতিষ্ঠা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ৪৯

* ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ৫০
* আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ৫৬
* আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ ৫৭
* সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ ৬০
* ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, ই,সি ৬৩
* অন্যান্য বৈদেশিক ইসলামী ব্যাংকের শাখা ৬৪
* সুদী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং ৬৪

Dhaka University Institutional Repository


চতুর্থ অধ্যায় ৬৫-৯৭

১। ইসলামী কাঠামোতে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও উপার্জন কৌশল ৬৫

২। সঞ্চয় সমাবেশ ৬৭

* আল ওয়াদিয়াহ হিসাব ৬৭
* সাধারণ মুদারাবাহ হিসাব ৬৮
* মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব ৭০
* বিশেষ মুদারাবাহ হিসাব ৭১
* বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব ৭২

৩। বিনিয়োগ ৭৩

* মুদারাবাহ বিনিয়োগ ৭৫
* মুশারাকাহ বিনিয়োগ ৭৭
* শেয়ার বিনিয়োগ ৮৩
* মুরাবাহা ৮৪
* বাই মোয়াজ্জাল ৮৫
* বাই সালাম ৮৭
* ইজারা ৯০
* ইজারা বিল বাই ৯১
* বিনিয়োগ নিলাম ৯৩
* স্বাভাবিক মুনাফার হার ৯৪
* বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয় বিক্রয় ৯৫
* নিজস্ব প্রকল্প ৯৫

পঞ্চম অধ্যায় ৯৮-১১০

১। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির সঞ্চয় সমাবেশ ৯৮

* ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সঞ্চয় সমাবেশ ৯৮
* আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর সঞ্চয় সমাবেশ ১০১
* আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় হিসাব ১০৪
* সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের সঞ্চয় সেবা ১০৬
* ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, ই,সি -এর সঞ্চয় হিসাব ১০৯
* প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের জমা হিসাব ১১০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ১১১-১২২

১। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রকল্প সাফল্য ১১১

* ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর প্রকল্প ১১১
ক) সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প ১১২
খ) ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী ১১৮
* আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বিশেষ প্রকল্প ১১৯
* আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প ১২০
* সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প ১২১
* প্রাইম ব্যাংক লিঃ এর বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প ১২২

সপ্তম অধ্যায় ১২৩-১২৮

১। শরীয়াহ্ বোর্ড ১২৩

২। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকগুলির শরীয়াহ্ বোর্ড গঠন ১২৩

৩। বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় ১২৭

অষ্টম অধ্যায় ১২৯-১৪১

১। ইসলামী ব্যাংকের সমস্যাবলী ১২৯

* প্রাথমিক অবস্থার সমস্যাবলী ১২৯
* মধ্য অবস্থার সমস্যাবলী ১৩১
* বর্তমান সমস্যাবলী ১৩৩

উপসংহার ১৪২-১৪৪

তথ্যপঞ্জী ১৪৫-১৫০

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ


| | | |
|---|---|---|
| সারণী ১: | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শাখাপিছু আমানত বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান | ১৫১ |
| সারণী ২: | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এ আমানতকারীগনকে প্রদত্ত লাভ | ১৫২ |
| সারণী ৩: | আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বছরওয়ারী মুনাফার হার | ১৫৩ |
| সারণী ৪: | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর দশ বছরের অগ্রগতির খতিয়ান | ১৫৪ |
| সারণী ৫: | আল-বারাকা ইসলামী ব্যাংকের দশ বছরের অগ্রগতির খতিয়ান | ১৫৫ |
| সারণী ৬: | অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলির অগ্রগতির খতিয়ান | ১৫৬ |
| সারণী ৭: | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ | ১৫৭ |
| সারণী ৮: | আল-বারাকা ব্যাংকের পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ | ১৫৮ |
| সারণী ৯: | আল-আরাফাহ্ ও সোসাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ | ১৫৯ |
| সারণী ১০: | ইসলামী ব্যাংকগুলির লাভের অনুপাত | ১৬০ |

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

## (১) ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি

### ভূমিকাঃ

প্রত্যেক জাতি বা সমাজের একটি জীবন দর্শন আছে। সেই জীবন দর্শন অনুসারে তার জীবন তথা জাগতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। মুসলমানদের জীবনের সেই দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত অর্থাৎ মুসলমানদের সমগ্র জীবন তথা জাগতিক কর্মকান্ড যে দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, আবর্তিত হবে, গতিশীল হয়ে উঠবে, সেই দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। বস্তুতঃ এই সামষ্টিক বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের পূর্ণতা দান করে। এর ব্যতিক্রম শুধু তার ঈমান নয়, তার সমগ্র কর্মজীবনকেই ধ্বংস করে সমস্ত কর্মকান্ড নিষ্ফল করে দেয়।

অর্থনীতি যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারীদের জন্যও একথা সত্য। যেহেতু ইসলাম একটা পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু এর অনুসারীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তিজীবন, গোষ্ঠীজীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা। অর্থনীতি যেহেতু মানুষের জীবন ও কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে সেহেতু তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী মুসলিম জীবনের সঠিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম আবর্তিত হওয়া উচিত। তবেই হবে ঈমানের সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

## মূলনীতি

এদেশে দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের ফলে এবং পরবর্তী শাসকদের অবহেলা, গাফলতির জন্য ইসলামী অর্থনীতি তার নিজস্ব দর্শন, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসার লাভ করতে পারেনি।সকল নৈতিকতা বিবর্জিত এবং 'আদল ও ইহ্সান বিরোধী পুঁজিবাদ আপন বিষে জর্জরিত এবং মানবতা বিরোধী সমাজতন্ত্র আজ কফিনে শায়িত। সত্যসন্ধানী মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন ধারাকে সবল ও অর্থবহ করে তোলার জন্য পুনরায় আল কুরআনের দিকেই আসছে। মানবতার মুক্তির পয়গাম ইসলামের আলোকে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা আজ সময়ের দাবী। আর ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে এরই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য দিক। বলাবাহুল্য এই অর্থনীতি রাসূলে করীমের (সাঃ) মদীনা জীবন থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ত বিশ্বের এক বিশাল ভূখন্ডে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী ছিল।

ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে কিছু অনন্যধর্মী, কালজয়ী মূলনীতি। এই মূলনীতির নিরিখেই ইসলামী অর্থনীতির সমগ্র কর্মকৌশল, কর্ম পদ্ধতি ও কর্মদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে । এগুলি হচ্ছে ঃ

* সকল ক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নিহী আনিল মুনকার এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাযকিয়া ও তাকওয়া অর্জন।
* সকল কর্মকান্ডেই শরীয়ার বিধান মান্য করা ।
* 'আদল (ন্যায়বিচার) ও ইহ্সান (কল্যাণ) এর প্রয়োগ।
* ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা।
* ভারসাম্যপূর্ন জীবন যাপনের প্রয়াস।

* মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরন নিশ্চিত করা ।

* যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন (১)।

Nabil Nassief, তার Key note paper: Islamic Banking Around the world –এ লিখেছেনঃ-

Islamic Economic System is based on equitable treatment of assets. Islamic Sharia prevents injustice in the acquisition and disposal of material resources and requires full utilisation of these resources in order to allow satisfaction of worldly needs of human beings in the optimal manners, thus avoiding wastage and enabling human beings to perform their obligations to Allah and the society.

Islamic economic model has got the following broad features :-

1. Fairness and just treatment of other's property.
2. Earning of profit by using fair means.
3. Disclosure of all relevant information pertaining to a transaction and
4. Respect for free enterprise and private ownership (2).

Dhaka University Institutional Repository

# (২) অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ ব্যাংক ব্যবস্থা

আজকের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। এই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে এবং সুদই হচ্ছে এর প্রধান চালিকা শক্তি। আর সুদ হচ্ছে সমাজ শোষণের নীরব অথচ বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুদের মারাত্মক যেসব অর্থনৈতিক কুফল ইতিমধ্যেই মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সে সব রীতিমত ভীতিপ্রদ। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

* সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।
* সামাজিক শোষণ বিস্তৃত, ব্যাপক ও অব্যাহত থাকে।
* ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়।
* সম্পন্ন ও সচ্ছল কৃষকেরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে পরিণামে ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হয়।
* এক চেটিয়া কারবারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা দুর্বল ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।
* সুদের হার কখনও স্থির থাকে না। ক্রমেই এর হার বেড়ে যায়। ফলে শোষণের মাত্রাও বাড়ে।
* ব্যবসায় চক্র সুদেরই সৃষ্টি। এর ফলে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ও সুস্থ বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

* সমাজে বিলাসপ্রিয়, অকর্মণ্য ও ভোগী লোকের সৃষ্টি হয়।

* কর্মসংস্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয় । সুলভে মুলধন না পাওয়ায় বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগে ভাটা পড়ে।

* মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদ অন্যতম প্রতিবন্ধক।

* সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলাপী ঋণের বিপুল বোঝা শেষ অবধি চাপে জনসাধারণের কাঁধেই।

* জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।

* বৈদেশিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পায় সুদের কারণেই।

* সুদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মুখ্য কারণ।

* অর্থনীতির কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এই সুদ (৩)।

এসব কারণেই রাসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় ইসলামীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুদ উচ্ছেদের জন্য জিহাদ করে গেছেন। বর্তমান সময়ে সুদ উচ্ছেদ করতে অন্যতম প্রধান কাজ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। বিগত কুড়ি বছরের বেশী সময় ধরে পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশে এমনকি অমুসলিম দেশেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা সফলতার সাথে চালু হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলির বিপরীতে এই ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কাজ করে চলছে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন একেবারে অপরিহার্য কর্মসূচীর পর্যায়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের অংশীদারীত্বমূলক অংশগ্রহণ শরীয়াহ্ বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, যাকাত আদায় করা। লাভক্ষতি

Dhaka University Institutional Repository

অংশীদারীত্বের শর্তে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা এই ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে পৃথিবীর নানা দেশে আড়াই শতেরও বেশী ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ কোম্পানী সফলতার সাথে কাজ করে চলেছে।

Nabil Nassief তার Key Note paper: Islamic Banking Around the world – এ লিখেছেনঃ The banking system within the Islamic discipline lays emphasis on, but not confines itself only to, the elimination of fixed pre-determined rate of interest. It allows for the replacement of interest by return obtained from investment activities and operations that actually generate extra wealth.

তিনি আরও লিখেছেন Accordingly under Islamic Banking, all banking activities are necessarily related to movement of or investment in goods, equipments, projects and other tangible business activities, etc, as opposed to conventional banking where interest is considered to be the return on money irrespective of the utilisation and generation of any effective and real growth of capital through investment (৪).

Dhaka University Institutional Repository

# (৩) ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি

বস্তুতঃ ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস আমাদের সেই অতীতে নিয়ে যায় ইসলামের সেই শুভ জন্মলগ্নে যখন নবী করিম (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে এজেন্ট হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) ছিলেন মুদারিব।

ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে মুদারিবাহ (অংশীদারিত্ব) অন্যতম। তাইতো দেখা যায় রাসূলে করীমের (সাঃ) মদীনা জীবন থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরে সুদীর্ঘ তিনশত বছরেরও বেশী সময় ধরে ইসলামী সমাজে মুদারিবাহ যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ এই অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি।

মুদারিবাহ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির এক অনন্য অবদান এই মুদারিবাতে তিনটি জিনিস একান্ত প্রয়োজন সম্পদ, শ্রম ও উদ্যোগ। শেষোক্ত জিনিস দুটি সাধারনতঃ একজনের মধ্যে থাকে (৫)।

আজকের ইসলামী ব্যাংককে দ্বিস্তর বিশিষ্ট মুদারাবাহ ব্যাংকও বলা হয় (৬)।

ইসলামী ব্যাংক মুদারাবাহ ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে এবং মুদারাবাহ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। আমানত গ্রহনকালে আমানতকারী সাহিব- আল-মাল আর ব্যাংক হয় মুদারিব। বিনিয়োগকালে ব্যাংক হয় সাহিব -আল-মাল এবং গ্রাহক বা

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগকারী হয় মুদারিব, অর্থাৎ সাহিব -আল-মাল অর্থ যোগান দিবে এবং গ্রাহক তার সময় ও শ্রম ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করবে। বিনিয়োগের পূর্বেই উভয়ের মধ্যে লাভ বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। মুদারিবাতের গুরুত্ব এজন্য যে, এপদ্ধতিতে ব্যবসায় বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হতে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পূর্ব নির্ধারিত অংশ বা হার অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে কিন্তু মুনাফা না হলে কেউ কিছু পাবেনা। যদি কোন করণে লোকসান হয় তাহলে তা বহন করবে সাহিব-আল-মাল বা মূলধন বিনিয়োগকারী। ফলে তার নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। ঋণ দিয়েই খালাস হতে পারেনা, ব্যবসায়ের উন্নতি অবনতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। উপরন্তু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যদি ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়, কল কারখানা গড়ে উঠে তাহলে মুলধনের সংকট হ্রাস পাবে। ফলে সুদী ব্যাংক ও পুঁজিপতির অত্যাচার হতেও রেহাই পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে মুসলিম, এমন কি অমুসলিম দেশে পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি সপ্তম শতাব্দীতে ইরাক থেকে ট্যাক্স রেভিনিউ পাঠানো হয়েছিল মদীনায় মুদারাবাহ্ পদ্ধতির মাধ্যমে। এছাড়াও খলীফা ওমর এতিম ও অনাথের টাকা পয়সা ব্যবসায়ীদের কাছে বিনিয়োগ করতেন যারা মদীনা এবং ইরাকের মধ্যে ব্যবসা করত (৭)।

এ উদাহরণ অতীতে আরব ভূভাগে মুদারাবাহ্ পদ্ধতির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কথাই বলে। জিওটিন যিনি কায়রোর জেনিজা আরকাইভের উপর ভিত্তি করে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পশ্চিমে মিসর এবং

তিউনিসিয়ায় মুদারাবাহ্ পদ্ধতি চালু ছিল। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, উত্তর দক্ষিণে মিসর ও সিরিয়া এবং মিসর জেদ্দার মধ্যে মুশারাকাহ্ অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা চালু ছিল একাদশ শতাব্দীতে (৮)।

ফায়ারষ্টোন আবিস্কার করেন যে, ক্রাইমিন যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ্ পদ্ধতি সফলভাবে চালু ছিল। ফায়ারষ্টোন আরও জানান যে, একই সময় তিউনিসিয়ায় মুদারাবাহ পদ্ধতি চালু ছিল (৯)।

এ তথ্য তিনি তার Production and trade in an Islamic context, International Journal of Middle East Studies vol 6 No –2 গবেষণা প্রবন্ধে দিয়েছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে জাহাজ ব্যবসা চালু ছিল। যাকে আমরা যৌথ মুদারাবাহ বলতে পারি। সেখানে দেখা যায় জাহাজের ক্যাপ্টেন কোন বেতন নিতেন না। তেমনিভাবে অন্যান্য ক্রুরা বেতন বা পারিশ্রমিক নিতনা ও তারা ব্যবসার মুনাফায় অংশীদার হত। এখানে দেখা যায়, ক্যাপ্টেন, নাবিক ক্রুরা প্রত্যেকেই মুদারিব এবং তারা মুনাফার মধ্যে অংশীদার। তারা পূর্বনির্ধারিত অনুপাত অনুযায়ী মুনাফার অংশ ভোগ করত (১০)।

এইচ. গারবার উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর কাদী রেকর্ডে তুর্কী শহর বার্সাতে নব্বই বা এমন সংখ্যক অংশীদারের কথা জানা যায়। তাদের মধ্যে বত্রিশ জন মুদারাবাহ্ পদ্ধতি, দশ জন মুফাবাদা পদ্ধতি, ছয় জন ইনান এবং দুই জন সানাই পদ্ধতি এবং দুই জন উজুহ্ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন (১১)।

Dhaka University Institutional Repository

দশম শতাব্দীতে ইউরোপে অংশীদারী ব্যবসা শুরু হয়েছিল তা ছিল মুসলমানদের থেকে ধার করা পদ্ধতি। কিন্তু মুসলমানদের অংশীদারী ব্যবসা এবং মুদারাবা গুটিকতক শরীকদের মধ্যে সীমাবদ্ধছিল কিন্তু ইউরোপিয়ানরা এর পরিধি বৃদ্ধি করে এবং বৃহৎ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। বৃহৎ প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য তারা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় বিনিয়োগ করে (১২)।

ইতিহাস হতে জানা যায়, শুধু খুলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) সময়েই নয়, আব্বাসীয় খিলাফত যুগের পরবর্তীকালেও মুসলিম জাহানের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কোথাও সুদের সংশ্রব ছিলনা। দীর্ঘ নয় শত বছরের বেশী বিশ্বের এক বিশাল ভূখন্ডে ইসলামী অর্থনীতি কার্যকর ছিল সাফল্যজনকভাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামী হুকুমতের পতন দশা শুরু হওয়ার পর যখন খৃষ্টান শাসকগোষ্ঠী তথা পুঁজিবাদী শক্তি একের পর এক মুসলিম দেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শুরু করে তখন তাদের সহযোগিতায় ও তাদের তৈরী আইনের আওতায় সুদভিত্তিক লেনদেন শুরু হয়। সুদ নির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে । বাংলাদেশেও মুসলিম শাসন আমলে মুসলমানদের মধ্যে সুদের প্রচলন ছিল ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয়না। এটা প্রবর্তন হয় ইংরেজ শাসন আমলে।

# (৪) বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইতিহাস এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উৎপত্তি খুব পুরাতন নয়। প্রায় সোয়া দুইশত বছর পূর্বে বস্তুবাদী সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় এবং এর সমসাময়িক কালে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করে। শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বিভিন্ন উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিলনা তারা বিভিন্ন উপায় পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করে কিভাবে অন্যদের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় কাজে লাগানো যায় এবং এ সঞ্চয় ব্যবসা বাণিজ্যে খাটিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠা যায়। এভাবে অর্থনৈতিক মধ্যস্থতার প্রয়োজনেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উৎপত্তি। অল্প দিনের ব্যবধানেই আধুনিক শিল্প ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান মেরুদন্ড হিসাবে এই বাণিজ্যিক ব্যাংক অবস্থান গ্রহণ করে। যে কোন সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশেষ করে আর্থিক মধ্যস্ততাকারী হিসাবে। আজ ব্যাংকিং আধুনিক সভ্যতা লালিত বহুবিধ বস্তুর মধ্যে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ন ও উপকারী বস্তু। এই বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থা যার ভিত্তিই হচ্ছে সুদ।

ইউরোপের রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাও ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি মুসলিম দেশ গুলোতেও সুদী ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি পায়নি। এমনকি এই সুদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা জনগণের প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক জীবনে এতটা জড়িত হয়ে পড়ে যে অন্যের কথা বাদ দিলেও ইসলামী শরীয়ায় বিশ্বাসী বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের কাছে সুদমুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রায় অচিন্তনীয় ও অকার্যকর বলে মনে হয়।

কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণ সুদী ব্যাংকের বিষময় পরিণাম সম্পর্কে কখনো নীরব থাকেননি। প্রথম থেকেই তাঁরা সুদের বিরোধিতা করে আসছেন এবং ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে লেনদেন ও কায়কারবার পরিচালনার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। সুদের জন্য কুরআন মজীদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'রিবা'। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর রিবাকে করেছেন হারাম" (১৩)। আরবী 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ। কিন্তু উপরের আয়াত থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে, সকল প্রকার বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়নি এবং হারামও করা হয়নি বরং আল্লাহ ব্যবসা ও ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজির যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে সম্পূর্ন হালাল করেছেন। ইসলামে সেই বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়েছে যা প্রদত্ত ঋণের উপর শর্ত হিসাবে আদায় করা হয়। জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে অর্থ ধার দেওয়া হলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আসলের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতো অনেক দ্রব্য সামগ্রী ও শস্য ধার দিত এবং শর্ত অনুসারে অতিরিক্ত পণ্য ও শস্য ফেরত দিত। তদানীন্তন আরবে ঋণের আসলের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থ এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হতো রিবা। সুদ বা রিবা এর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে ইসলাম যত কঠোর অন্য কোন ব্যাপারে ততটা নয়। কুরআন ও হাদীসে এমন কঠোর ভাষা আর কোন ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়নি। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ" (১৪)। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন- তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তারা সবাই সমান পাপী (১৫)।

আল কোরআনে সুদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে কোন বিশেষ ধরণের সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে একথা বলার কোন অবকাশ নেই। রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ থেকেও এর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়না। তাই ইসলাম উচ্চহার, নিম্নহার, উৎপাদনশীল, অনুৎপাদনশীল, ব্যাংক ও মহাজনী সুদ নির্বিশেষে সকল সুদকেই হারাম করেছে। কোন সুদকে জায়েজ বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখেনি।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনভাবেই সুদকে অনুমোদন করেনা। কারণ সুদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুদী ব্যবস্থায় মানুষ তার আয় উপার্জন ও পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। যে কোন উপায়ে অর্থ বৃদ্ধি করতেও পারে এবং যে কোন পথে অর্থ ব্যয় ও ভোগ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অন্যের স্বার্থ দেখার কোন প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ মানুষের জন্য যে সব নীতি, নৈতিকতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুদী ব্যবস্থা তার কোন পরোয়া করেনা। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যে পরস্পর আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, সহযোগিতামূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর উপার্জনের ক্ষেত্রে সততা,

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা উল্লেখ করেছেন, সুদী ব্যবস্থা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনা, শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক। এসব কারণে ইসলাম সুদ ও সুদী ব্যবস্থাকে আদৌ সমর্থন করতে পারেনা।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা প্রভাবিত, পুঁজিবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মুসলিম পন্ডিত মনে করেন যে, আজকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদ, উৎপাদনশীল ঋনের সুদ, নিম্নহারের সরল সুদ এসব সুদ জাহেলিয়াতের যুগে ছিলনা। কুরআনের সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আধুনিক কালের এসব সুদের উপর প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এ ধরনের মানসিকতা খুব অল্প সংখ্যক মুসলিম পন্ডিতের, বেশীর ভাগ আলেম, ফকীহ্, ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে, সব ধরনের সুদই অবৈধ ও নিষিদ্ধ - তা জাহেলিয়াতের যুগের সুদ হোক বা আধুনিককালের নতুনভাবে উদ্ভাবিত সুদই হোক যতক্ষণ কোন লেনদেন, বিনিময় বা চুক্তির মধ্যে সুদী কারবারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, ততক্ষণই তা সুদ।

এজন্য দেখা যায় যে, আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে ভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এমনকি এশিয়ান দেশগুলোতে উন্নতি অগ্রগতি হয়েছে সে তুলনায় খুব কম সংখ্যক মুসলিম দেশগুলোতে হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রধানতঃ যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির শিকড় গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সীমানা নির্দিষ্ট। তারপরও দেখা যায়, শহরে উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আল-কুরআনের হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে, ধর্মীয় কারণে এর থেকে দূরে থেকেছে, অনেকে বাধ্য হয়ে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে ব্যবসায়িক কাজকর্মে জড়িত হলেও তারা সুদ ব্যাংকে ছেড়ে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে বা অন্য কোথাও দিয়ে এসেছে। কিন্তু নিজেরা গ্রহণ করেনি। মুসলিম চিন্তাবিদরা দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামীকরণের কথা বলে এসেছেন কিন্তু ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, ইসলামী আইন কানুন, কর্মপদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সফল ভাবে চালু রাখতে হলে যে ধরনের অব কাঠামো প্রয়োজন, তা এ দীর্ঘদিন ধরে সম্ভব হয়নি। এ শতকের ত্রিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদগণ গুরুত্বপুর্ণ বইপত্র প্রকাশিত করে। এ বিষয়ে আরও চিন্তাভাবনা ও গবেষণা ব্যপকতা লাভ করে এবং বহু সংখ্যক বই পুস্তক প্রকাশিত হয়। অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে এ আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে। এ সময়ে বেশ ক'টি মুসলিম দেশ দীর্ঘ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়। এসব দেশে মুসলমানদের নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে অর্থনীতি, ব্যাংকিং তথা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দাবী উঠতে থাকে এবং ক্রমে এ দাবী জোরদার হয়। বর্তমান শতাব্দীতে মিসরেই ১৯৬৩ সালে পুরাপুরি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে এমন একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ বছরই মিসরের মিটগামার নামক স্থানে, ইসলামী সেভিংস ব্যাংক, নামে আধুনিক কালের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানী নগরী থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে মিটগামার নামক স্থানে এ ব্যাংক কাজ শুরু করে। ডাঃ আহমদ আল নাজ্জার ছিলেন এ ব্যাংকের চিন্তানায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা।

মিটগামারের এ প্রজেক্টে তিন ধরনের একাউন্ট খোলা হয়েছিল, যথা সেভিংস একাউন্ট, বিনিয়োগ একাউন্ট ও যাকাত একাউন্ট (১৬)। সঞ্চয় হিসাবে আমানতকারীদের কোন সুদ দেওয়া হতনা, কিন্তু তারা তাদের তহবিল প্রত্যাহার করতে পারত। তারা সুদ বিহীন ঋণ অল্প মেয়াদে নিতে পারত কোন উৎপাদন মূলক কাজে। বিনিয়োগ হিসাবে যে ফান্ড থাকত তা লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হত। যাকাত হিসাবের টাকা গরীবদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হত।

এই মিট গামারের প্রজেক্ট অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। জনগণের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে। ১৯৬৩ হতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে সঞ্চয় ডিপোজিট অনেক বেড়ে যায়। সাথে সাথে বিনিয়োগ ডিপোজিট ৩৫,০০০ মিসরীয় পাউন্ড হতে ৭৫,০০০ মিসরীয় পাউন্ড হয় (১৭)।

কিন্তু সাফল্যই ছিল ব্যাংকটির বড় শত্রু, রাজনৈতিক কারণে সে সময়কার সরকার এটি বন্ধ করে দেয়। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিই ছিল প্রথম পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান যেটি সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং প্রমাণিত করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সুদ ছাড়াও ইসলামী শরীয়ার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম চালাতে পারে।

আধুনিক বিশ্বে সরকারী উদ্যোগে প্রথম ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয় মালয়েশিয়ায়। ১৯৬৯ সালে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক কায়েম করা হয়। হজ্ব পালনেচ্ছু লোকদের আমানত গ্রহন ও হাজীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করাই হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

'তাবুং হাজী' লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সঞ্চয়গুলো শিল্প, ব্যবসায়, রিয়েল এষ্টেট ইত্যাদি বিনিয়োগে ইসলামী নীতি অনুযায়ী অংশগ্রহণ করানো (১৮)।

"তাবুং হাজী ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে নিবন্ধিত হয়। ১৯৬৩ সালে 'তাবুং হাজী' ১২৮১ জন আমানতকারী এবং ৪৬,৬০০ মালয়েশিয়ান ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৫ সালে সারা দেশে ৬৫টি শাখায় সম্প্রসারিত হয় এবং আমানতকারীর সংখ্যা ৮৬৭,২২০ এ পৌঁছে এবং মোট আমানত এক বিলিয়ন মালয়েশিয়ান ডলার অতিক্রম করে (১৯)।

'তাবুং হাজী' বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতি অনুসরণ করত এবং মুদারাবা, মুশারাকা এবং ইজারা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল 'তাবুং হাজী' যদিও প্রকৃত একটি ব্যাংক ছিলনা তবুও এটা ব্যাংকিং কার্যক্রমের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করত। যেমন আমানত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ। 'তাবুং হাজী' একটি সফল উদাহরণ যে কিভাবে একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে চলতে পারে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জেদ্দায়, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৭০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও আই সি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সৌদী আরবের তদানীন্তন বাদশাহ ফয়সল মুসলিম দেশগুলোর ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে পুনর্গঠিত করার আহবান জানান ১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ও আই সির অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আই ডি বি) নামে মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে ইসলামী অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ ব্যাংকের সনদ স্বাক্ষর করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর, ১৩৯৫ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল জেদ্দা নগরীতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক কাজ শুরু করে (২০)।

মিসরের মিটগামারে ইসলামী সেভিংস ব্যাংক সরকার কর্তৃক বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রায় এক দশক পরে সে দেশে ১৯৭২ সালে, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক নামে আর একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছর থেকেই ব্যাংকটি সাফল্যের মুখ দেখে। ১৯৭৫ সালে সুদানে ফায়সাল ইসলামী ব্যাংক সংযুক্ত আরব আমীরাতে দুবাই ইসলামী ব্যাংক, ১৯৭৭ কুয়েতে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মিশরে ফয়সল ইসলামী ব্যাংক, এবং ১৯৭৮ সালে জর্দানে জর্দান ইসলামী ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের সমন্বয়ে, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন এব ইসলামিক ব্যাংকার্স (আই এ আই বি) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের নীতিমালা ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। পাকিস্তান ও ইরানের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা এ সময়ই দেয়া হয়। ১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের পূর্নাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান মুসলমানদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েমের প্রস্তাব করেন।

বাংলাদেশের জনসমষ্টির শতকরা ৯০ জন ইসলামের অনুসারী। তাই সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির আত্মিক সংযোগ ঘটেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে তাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। এ ব্যাপারে সরকার যে ভূমিকা পালন করে তা হলো ঃ

* ১৯৭৮ সালে ডাকারে ও ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করে এবং মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার জন্য গৃহীত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে।

* ১৯৮১ সালে ঐতিহাসিক মক্কা সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম দেশসমূহে তাদের নিজস্ব ধ্যান ধারণার আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এজন্যে বেসরকারী খাত ও যৌথ উদ্যোগে ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এর মাধ্যমে ইসলামী দেশসমূহের বিনিয়োগকে ফলপ্রসূ করে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* ১৯৮১ সালের ১৩ই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত দেশের সকল রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তাদের এক সভায় অবিলম্বে দেশের সকল জেলা সদরে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের একাধিক ইসলামী শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বেসরকারী পর্যায়ে এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গণসচেতনতা ও প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় ১৯৭৯ সালের শুরু থেকে। এ বছর জুলাই মাসে ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর (আই,ই, আর, বি) উদ্যোগে ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির উপর তিনদিনব্যাপী এক সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সেমিনারে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে আই,ই,আর,বি এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশী বিদেশী গবেষক, অধ্যাপক ও চিন্তাবিদগণ অংশ গ্রহণ করে। ঢাকার মুসলিম বিজিনেসমেনস সোসাইটির সদস্যগণও সেমিনারের সুপারিশমালার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখান। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সোসাইটির সদস্যগণ এদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত চেষ্টা চালানোর জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তারা "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ" নামে একটা কোম্পানীও গঠন করেন।

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইনসিটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বি,আই,বি,এম) এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর দু'দিন ব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সেমিনারেই সর্বস্তরের জনগণ বিপুল উৎসাহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৮১ সালের অক্টোবর - নভেম্বর মাসে সোনালী ব্যাংক ষ্টাফ কলেজ ইসলামী ব্যাংকের উপর একমাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে। পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ও বি, আই,বি, এম এবং বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এইসব প্রশিক্ষন কোর্সে দেশের সিনিয়র ব্যাংকার সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ ও অংশ গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ করা হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত সকল বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকরী খাতে যৌথ উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কে অনুমতি দেয়। সেই অনুসারে ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক তার কাজ শুরু ১৯৮৩ সালের ১২ই আগষ্ট।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ক্ষান্ত হয়নি। দেশের আপামর জনগণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল, উপার্জন পদ্ধতি, বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রভৃত বিষয়ে প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাংকটি ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্যে নিজ উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ১১-১২ই মার্চ ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার। প্রসংগত উল্লেখ্য এই সেমিনারের পরেই ১৯৮৭ সালের মে মাসে আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপের সহযোগীতায় ঢাকাতে, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ, প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক। ইতিমধ্যে ইসলামিক ইকনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরোর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ আয়োজিত দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে সেমিনার ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি জনমানসে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতেই ২৭শে সেপ্টেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এবং দু'মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক ( ২২ নভেম্বর, ১৯৯৫) (২১) ।

যে কোন সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃত । বিশেষ করে আর্থিক মধ্যস্ততাকারী হিসাবে । আধুনিক সভ্যতা লালিত বহুবিধ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাংকিং অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী । এ ব্যবস্থাটি বর্তমান যুগে মানবতার বহুবিধ সেবা করে যাচ্ছে । বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য । যেমন অর্থ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করা, বিদেশের সাথে লেনদেনের সুযোগ সুবিধা দান করা, মূল্যবান বস্তু সংরক্ষণ করা, ঋণপত্র, ট্রাভেলারস চেক, ড্রাফট প্রভৃতি জারি করা, কোম্পানীর অংশ বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং বহুবিধ এজেন্সি সার্ভিস চালু করা । যার ফলে ব্যাংকে সামান্যতম কমিশন নেয়ার ব্যবস্থা করে আজকের যুগের একজন অতিব্যস্ত ব্যক্তি এ রকমের ঝামেলা থেকে মুক্তি পায় । কিন্তু ব্যাংকিং এর সমস্ত কল্যাণ ও সুফলকে মানবতার জন্য কল্যাণ, অন্যায়, অনিষ্ট, বিপর্যয়ে পরিণত করেছে যে বস্তুটি, তা হচ্ছে সুদ । সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ধর্মীয় নীতিমালা বর্জিত বলে তা প্রায়ই অনেকের ক্ষতিকর কাজের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । এ ক্ষতিকর দিকগুলো হচ্ছে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা, ক্ষতিকর পণ্য ও সেবার উৎপাদন এবং এ ধরণের আরো অনেক কিছু । মুসলমানরা বিশ্বাস করে শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করে অথবা অন্ততপক্ষে উল্লেখিত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিধ্বংসী জুলুমকারী এবং শোষণের সকল মাধ্যম এ সুদের হাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের। বিশ্বের বেশ কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশে স্বদেশের চিন্তাশীল ও ইসলাম প্রিয় উদ্যোগী লোকদের চেষ্টায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও,আ,সি) জেনারেল সেক্রেটারিয়েট ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছে এ ভাবে "ইসলামী ব্যাংক এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইনকানুন ও কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরীয়াহের নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোন প্রকার কার্যক্রমেই সুদের কোন রকম লেনদেন করে না" (২২)।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসার অর্থ হচ্ছে সেই ধরণের ব্যবসা যার লক্ষ্য ও পরিচালনার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না এমন কোন বিষয় জড়িত নয়। তাই কেবল মাত্র সুদমুক্ত হলেও সেই ব্যাংক ইসলামী নাও হতে পারে।

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়। এ আইনে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছেঃ "ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারে নিয়োজিত। আর ইসলামী ব্যাংকিং কারবার হলো এমন কারবার যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনা (২৩)।"

Dhaka University Institutional Repository

# (৫) ইসলামী ব্যাংকিং একটি আন্দোলন

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন কিছু নয়। অতীতে ব্যাংক ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকলেও মুসলমানগণ আল্লাহর বিধান অনুসারে তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালীন সমাজের 'বায়তুল মাল' মুসলমানদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পুরণ ও অর্থ সরবরাহ করত। এসব কাজে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও মহানবী (সাঃ) এর সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

বর্তমানকালের অর্থের ব্যবহার ও প্রচলন জটিল রূপ ধারণ করার ফলে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থ যোগানের জন্য সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ আত্মপ্রকাশ করেছে। শুরুতে ইহুদীরাই এসব সুদী প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক ছিল। পরবর্তী সময়ে খৃষ্টানরা তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরকালে মুসলমানরাও সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু মুসলিম চিন্তাবিদগণ কখনও এ ব্যাপারে নীরব থাকেননি। প্রথম থেকেই তারা ইসলামী পদ্ধতির ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে এসেছেন। তবে গত যাট দশকের পুর্বে এ ব্যাপারে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

# (৬) ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী ব্যাংকিং কেবলমাত্র পূর্বনির্ধারিত সুদের হার নির্মূলেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী নিয়মনীতির মধ্যে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরও গুরুত্বারোপ করে থাকে। এ ব্যবস্থা সুদের পরিবর্তে বিনিয়োগ তৎপরতা ও পরিচালনা থেকে উদ্ভূত প্রকৃত সম্পদের আয় থেকে লাভ গ্রহণ অনুমোদন করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সকল ব্যাংকিং তৎরপতা ও অন্যান্য ব্যবসায়িক তৎপরতা বিনিয়োগের সাথে যুক্ত হতে হবে। এটা হচ্ছে প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কারণ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যবহার ও বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজির প্রবৃদ্ধি নির্বেশেষে সুদকেই অর্থের লাভ হিসাবে গণ্য করা হয়। মুসলিম জাহানে বিগত দু'শো বছর ধরে যে ব্যাংক ব্যবস্থা চালু আছে তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান বিশ্বে দরিদ্রতা, সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আয় ও বন্টন অসমতা প্রভৃতির ন্যায় অর্থনৈতিক সমস্যাবলী প্রকট।

পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতার দরুণ মুসলিম বিশ্ব এ সব সমস্যায় জর্জরিত। বলা বাহুল্য প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাই এ সকল সমস্যা অনেকাংশে জন্ম দিয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের যে পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার সাথে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের তাগিদ অনুভব করা যাচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট পন্ডিতগন ইসলামী জীবন পদ্ধতির পুনর্জাগরণ ও ইসলামী শরীয়া অনুয়ায়ী তাদের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ ধরনের একটি পদক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## (১) ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী সম্মেলন সংস্হা (ও.আই.সি) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা নিরূপন করেছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। সংজ্ঞাটি হলোঃ

> "Islami bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of islamic shariah and to the banking of the receipt and payment of interest on any of its operations".

> "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ন বর্জন করে"।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়, এ আইনে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ঃ

"ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারে নিয়োজিত, আর ইসলামী ব্যাংকিং কারবার হলো এমন কারবার যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি"।

## (২) ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি

বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কোন না কোন বিশ্বাস বা দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। উদাহরণস্বরূপ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুবাদ অবাধ ব্যক্তি মালিকানা এবং নিরংকুশ ব্যক্তি স্বাধীনতাই অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি-এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদের মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অপরদিকে ব্যক্তি মালিকানাই যাবতীয় জুলুম, শোষণ ও বৈষম্যের মূল,তাই ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নতি ও মুক্তি নিহিত-এ বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। একইভাবে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের পৌত্তলিক ও গোষ্ঠীবাদী সমাজ যখন বিশ্বাস করলো যে এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক, বিধান দাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের (সাঃ) মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন ও সুন্নাহ্ই হচ্ছে মানুষের উন্নতি, শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ, তখন এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক ব্যবস্থা এ দর্শন থেকেই উৎসারিত। ইসলামে মানব জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগকে অপরাপর দিক ও বিভাগ থেকে পৃথক দেখা হয় না। বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে একই সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ এবং পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং এর মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

## (৩) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম এবং এ ক্ষেত্রে বিরাজমান হারাম থেকে ইসলামী সমাজকে মুক্ত করা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, এতদুদ্দেশে বিভিন্ন উপায় উপকরণের ব্যবহার এবং এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান এবং সমাজের উন্নয়ন সাধন হবে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লেখ যোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলোঃ

* অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা।
* অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পূর্নকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা।
* আর্থ সামাজিক ন্যায় বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।
* মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা (২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

Nabil Nassief তার Key Note paper: Islamic Banking Around the world – এ লিখেছেনঃ

The objectives of Islamic Banking may be outlined as below:-

1. to offer contemporary finacial services in conformity with shariah.
2. to contribute towards economic development and prosperity within the principles of Islamic justice.
3. to undertake financial activities which are ethical, socially desirable and profitable and
4. to serve ummat al Islam and other nations having Muslim population (২৫).

Dhaka University Institutional Repository

# (৪) ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

* রিবা বা সুদের বিলোপ সাধন।
* শুধু বিনিয়োগ নয় সাথে উন্নয়ন তৎপরতা ।
* অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন (২৬)।
* ব্যবসা বাণিজ্যে হালাল হারামের পার্থক্য।
* ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড।
* যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।
* করযে হাসানা (২৭)।

## ** রিবা বা সুদের বিলোপ সাধন

ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি। সুদ পরিহার না করতে পারলে ব্যাংক আর যাই হোক ইসলামী হওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। সুদ পরিহার করে চলা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজ যে ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে ইসলামী সমাজে যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাও একই ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। তাই ইসলামী সমাজের অবকাঠামোর সাথে ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্যের কোন বিরোধ থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

## ** শুধু বিনিয়োগ নয় সাথে উন্নয়ন তৎপরতা

ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে। এ লগ্নি বা ঋণের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সুদ। যে ধ্যানধারণার উপর পুঁজিবাদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এর কার্যক্রম সে ধ্যানধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক। পুঁজিবাদী ধ্যান- ধারণায় হারাম হালালের প্রশ্ন অবান্তর। সমাজের সাধারণ স্বার্থ ও কল্যাণ সেখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। ব্যক্তিকে সেখানে অবাধ ও নিরংকুশ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাই স্বার্থ সংরক্ষণ ও হাসিলের জন্য ব্যক্তি তার সকল শক্তি ও কর্ম প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। পুঁজিবাদী ব্যাংক যে সব প্রকল্পে অর্থ লগ্ন করে সে সব প্রকল্পের কাজের ধরণ সমাজের উপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন বিচার বিবেচনা করেনা। সকল ক্ষেত্রে ব্যাংক কেবল একটি বিষয়ই বিবেচনা করে। তা হচ্ছে সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা অর্থাৎ যতক্ষণ কোন প্রকল্পে লাভ হতে থাকে এবং ব্যাংক তার প্রাপ্য সুদ যথারীতি পেয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত প্রকল্পে অর্থলগ্নি করতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই সুদ ভিত্তিক ঋণ মানবতার জন্য কল্যাণকর প্রকল্পে বিনিয়োগ হয় না । মুনাফার দিকে খেয়াল রেখে সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে এ অর্থ খাটানো হয়। এতে সমাজের ক্ষতি হলে বা এর নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে গেলেও বিনিয়োগকারীর কোন কিছু আসে যায় না, একমাত্র মুনাফার প্রতিই তার লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের ধ্যান ধারণা সুদী ব্যাংকের ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম ও ইসলামের নিজস্ব জীবন দর্শনই হচ্ছে এ ব্যাংকের বুনিয়াদ। এ ব্যবস্থায় সুদী লেনদেনের কোন অবকাশ নেই। ইসলামী আইনবেত্তাগণ ব্যাংকের জন্য সুদের বিকল্প হিসাবে দুটি পন্থা অনুমোদন করেছেন। সুদ পরিহার করে ইসলামী ব্যাংক দু'উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ বা লেনদেন করতে পারে যথা ঃ-

১। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

২। অংশীদারী বিনিয়োগ।

১। **প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ** -এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক নিজেই কোন প্রকল্পে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পে অর্জিত সাকুল্য মুনাফা ব্যাংকেরই থাকবে। আর এতে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক নিজে বহন করবে।

২। **অংশীদারী বিনিয়োগ** - এ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পে মুলধনে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রকল্পের মালিকানায় অংশীদার হয়। এ ক্ষেত্রে সহ-অংশীদার হিসাবে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা , পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ অংশ থাকবে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পের লাভ ক্ষতির অংশীদার হবে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। এখানে সুদরূপী পূর্ব নির্ধারিত সুনিশ্চিত আয়ের মাধ্যমে শোষণের কোন অবকাশ নেই। সুদী ব্যবস্থায় মূলধন নিরাপদ। উপরন্তু সুদের মাধ্যমে আসলের বৃদ্ধিও সুনিশ্চিত। ফলে সুদী ব্যাংক প্রকল্পের লাভ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতির দিকে আদৌ কোন নজর দেয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় অংশীদারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক মুনাফা ও লোকসানের অংশ গ্রহণ করার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শর্তে কারবারে অর্থ যোগান দেয়। সুতরাং এতে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই, উপরন্তু লোকসানের ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব রয়েছে।

ইসলামী ধ্যানধারণা ও ইসলামী জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। তাই শরীয়তের আলোকে বৈধ এবং সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হলেই কেবল কোন ব্যাংক কোন প্রকল্পে সরাসরি ও অংশীদারী ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। কোন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা অংশ গ্রহণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

* সরাসরি বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও সেবা মানুষের বৈধ প্রয়োজন পূরণ করবে কিনা।
* উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্তরসমূহ (অর্থ সংগ্রহ , শিল্পায়ন, ক্রয় বিক্রয়) হালাল কিনা।
* উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ, কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, মজুরী ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈধ নির্দেশের সাথে সংগতিশীল কিনা।
* সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভ দেখার সাথে সাথে সমাজের সাধারণ কল্যাণ এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি যথাযথ নজর রাখা হয়েছে কিনা।

Dhaka University Institutional Repository

## ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন

ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ইসলামের মৌলিক আকিদা -বিশ্বাস এবং মানব জীবন সম্পর্কে এর নিজস্ব ধারণা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্য উৎসারিত হয়েছে। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক করা অসম্ভব।

সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ইসলামের নীতি ও রীতি। ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাইলে তা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ হবেনা, কারণ পৃথকভাবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি নজর দিতে গেলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে ব্যক্তিস্বার্থের ফাঁদে পড়া অসম্ভব নয়। ব্যক্তিগত লাভ অনেক সময়ই সামাজিক ও নৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করে।

সামাজিক লাভের ব্যাপারে সুদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক থেকে সম্পূর্ন পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। সুদী ব্যাংক সামাজিক উন্নয়ন উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত লাভকেই সর্বপেক্ষা গুরুত্ব দেয় এবং এ লক্ষ্য সামনে রেখে অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক শুধু মাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয় এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। তাই সামাজিক স্বার্থ, ন্যায়বিচার ইত্যাদির সাথে সংগতি রেখেই বিনিয়োগ করে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করে।

## ** ব্যবসা বাণিজ্যে হালাল হারামের পার্থক্য

ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য করার সময় অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ বা ঋণ মঞ্জুরীর সময় ইসলামী শরীয়ার বিচারে হালাল না হারাম তাও ইসলামী ব্যাংক বিচার করে থাকে। এটিও ইসলামী ব্যাংকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় কোন ঋণ দেওয়ার সময় এটা আদৌ বিচার করা হয়না যে, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেই কাজটি সমাজের জন্য কল্যাণকর না ক্ষতিকর। সমাজের তাতে মঙ্গল হবে না সর্বনাশ ডেকে আনবে? সমাজের বিপর্যয় ও সর্বনাশ সৃষ্টিকারী মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা চরিত্র বিধ্বংসী নানা ধরণের উপকরণসহ সিনেমা, নাচ- গান, তামাক ও সিগেরেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন মজুতদারী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি নানা কাজে সুদী ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সমাজে সর্বনাশ বেশী করে ডেকে আনে। সমাজ থেকে অনাচার, পাপাচার, অশ্লীলতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করাতো দূরে থাক, সুদী ব্যাংকগুলি নির্বিচারে ঋণ দেওয়ার ফলে এসব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এর প্রতিরোধ করতে চায়। এ জন্যেই শুধু শরীয়াহসম্মত শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে এই ব্যাংক সহযোগিতা করে।

Dhaka University Institutional Repository

## ** ইসলামী শরীয়াহ্‌ বোর্ড

ইসলামী ব্যাংক সমূহের একটি প্রধান ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর শরীয়াহ্‌ বোর্ড। ব্যাংকের লেন দেন, ব্যবসা বাণিজ্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদি কোন কিছুতেই যেন সুদের স্পর্শমাত্র না থাকে, কোন কাজই যেন ইসলামী শরীয়াহ্‌র বরখেলাপ না হয় তা দেখার জন্য প্রতিটি
ইসলামী ব্যাংক তার প্রতিষ্ঠার শুরুতেই গঠন করে ইসলামী শরীয়াহ্‌ বোর্ড। এ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সাধারণত পাঁচজন হয়ে থাকে। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন হচ্ছে সুবিজ্ঞ আলেম ও ফকিহগণ। বাকী দু'জন থাকেন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী আইনবিদ। এরা শুধু যে ব্যাংককে শরীয়াহ্‌ সম্মত ভাবে চলতে পরামর্শই দেন তা নয়, ব্যাংক ভুল পথে চলতে চাইলে তাতে বাধা দেবার ক্ষমতাও এই বোর্ডের রয়েছে। ব্যাংকের আর্টিকেলস্‌ অব এগ্রিমেন্টেই এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

## ** যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল এবং অর্জিত মুনাফা হতে যাকাত তহবিল গঠন করে। ব্যাংক তার গ্রাহকদের থেকেও যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। যাকাত তহবিলের টাকা ব্যাংক শরীয়াহ্ সম্মত খাতে ব্যয় করে। আজকের সমাজে মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে যাকাত প্রদান করে থাকে। এতে সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন হয় না। দরিদ্র ও সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই ইসলামী ব্যাংক চেষ্টা করে যাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে কুটির শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করা ফলে বর্ধিত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে একই সঙ্গে কর্মসংস্থান ও নিয়মিত উপার্জনের নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংক বদ্ধপরিকর।

## ** করযে হাসানা

দুনিয়ার কোন সুদভিত্তিক ব্যাংকে এই ধরনের তহবিল কল্পনাতীত ব্যাপার। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহক বা মক্কেলদের জরুরী ও স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য এই তহবিল থেকে ঋণ দেয়। করযে হাসানার সুযোগ না থাকলে অনেক সময় মানুষ নিরুপায় হয়ে সহায় সম্বল যা আছে সব বিক্রি করে অথবা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয়। ইসলামী ব্যাংক এ উপায়ে মানুষকে সাহায্য করার মাধ্যমে সমাজ সেবা করে।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## (১) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রতিষ্ঠা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

সুদী ব্যাংকগুলি দীর্ঘ কয়েকশ বছর ধরে ব্যাংকিং কর্যক্রম চালিয়ে আসছে। বিশ্বের সকল দেশে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এসব ব্যাংকের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত রয়েছে। অপর দিকে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের বয়স এখনো চার দশক পূর্ণ হয়নি। তদুপরি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক এখনও সুদী ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় এক ও অর্ধ  দশকের কিছু বেশী সময় ধরে ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পাশাপাশি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ৩৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে মাত্র ৫টি ইসলামী ব্যাংক (একটি বৈদেশিক ইসলামী ব্যাংকের শাখা সহ) এবং প্রাইম ব্যাংকের (বানিজ্যিক ব্যাংক) দুইটি শাখা ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুদী ব্যাংকগুলির ন্যায় ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে অর্থ জমা নেয়া এবং বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক থেকে উভয় ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও  বিনিয়োগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যাহোক যে পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে  সেগুলো হচ্ছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

২। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

৩। আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৪। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

৫। ফায়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, ই,সি

এই পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও উল্লেখ্য যে, প্রাইম ব্যাংক দুটি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে যথাক্রমে ১৯৯৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এবং ১৯৯৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। এছাড়া ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড তাদের প্রধান অফিসে একটি ইসলামিক কাউন্টার খুলেছে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে (২৮)।

## ** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশে সুদমুক্ত এবং ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত প্রথম ব্যাংক হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে এই ব্যাংক ব্যাংকিং ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ১৯৮৩ সালের ১৩ই মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানী আইনের আওতায় নিবন্ধিত হয়। একই সালের ৩০শে মার্চ এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর ১২ই আগষ্ট এর প্রধান শাখা আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু করে (২৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ব্যাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুজাতিক ব্যাংক। ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মহান লক্ষ্যে এদেশের কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সৌদী আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল-খাতিব। সৌদী আরবের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শেখ আহমদ বাজী আল ইয়াসীন. রিয়াদের আল-রাজী কোম্পানীর শেখ সোলাইমান আল-রাজীর মতো আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। এছাড়া মুসলিম দেশ সমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের পাবলিক ইন্সটিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কাতারের ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং, লুক্সেমবার্গ, জর্দান ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, কুয়েতের ডিপার্টমেন্ট অব মাইনরস এ্যাফেয়ার্স, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো এসব ইসলামী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মুলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। ফলে এটি একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও আকাংখা বাস্তবায়িত হয়েছে (৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

# ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন -এ উল্লেখিত ব্যাংকের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

* সুদমুক্ত এবং শরীয়াহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

* ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ঋণদাতা -ঋণগ্রহীতা নয়, বরং অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা ।

* অংশীদারী এবং ঝুঁকি বহন ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা ।

* বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যাংক ও মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা ।

* কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক কায়কারবারের সকল পর্যায়ে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করা ।

* বিশেষ করে পল্লী এলাকার দরিদ্র, অসহায় ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহযোগিতা করা ।

* বেকার যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

* জনকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং অনুরূপ কাজে সহায়তা দান করা ।

* ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করা (৩১) ।

Dhaka University Institutional Repository

## ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বৈশিষ্ট্য ঃ-

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী সুদমুক্ত পন্থায় লাভ লোকসানের ভিত্তিতে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাংক ইতিমধ্যেই দেশের বিরাট সংখ্যক সচেতন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাতে এবং তাদের মনে আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোই অন্যান্য প্রচলিত ধারার ব্যাংক থেকে এ ব্যাংককে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ

* ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবিক পরিচালিত হয়।

* ইসলামী শরীয়াহ্ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্থানীয় আলেম আইনজীবি এবং অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শরীয়াহ্ কাউন্সিল ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের ইসলামী যথার্থতা সম্পর্কে পরামর্শ দান করে।

* এ ব্যাংকের সকল অর্থনৈতিক লেনদেন ও কার্যক্রম সম্পুর্ণ সুদমুক্ত। এ ব্যাংক হালাল বিনিয়োগের ইসলামী বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

* সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (৩২)।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমান ৫০.০০ কোটি টাকা। ১৯৮৩ সালে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৬.৭৫ কোটি টাকা এবং ১৯৮৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৭.১৫ কোটি টাকা। ১৯৮৫ সালে জনগনের মধ্যে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে আরো ৮০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার পর পরিশোধিত মূলধন দাঁড়ায় ৭.৯৫ কোটি টাকা। অতঃপর ১৯৯০ সালে ৮.০০ কোটি টাকার রাইট শেয়ার ইস্যু করার ফলে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ১৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকের রিজার্ভ তহবিলও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩.৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৯৮ সালে রিজার্ভ তহবিল হয় ১০১.১৮ কোটি টাকা (৩৩)।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সঞ্চয় সমাবেশ, বিনিয়োগ, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক অর্থ হস্তান্তরসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী আর্দশের মহান লক্ষ্য হাসিলের জন্য নানাবিধ সমাজ সেবামূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত ও গঠিত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এ ১৪ জন স্থানীয় এবং ৯ জন বিদেশী পরিচালক রয়েছেন। স্থানীয় ১৪ জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি। আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের বিধি অনুসারে ব্যাংকের পরিচালকগণ প্রতি বছর দেশী পরিচালকদের মধ্যে থেকে একজন পরিচালককে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য নির্বাহী কমিটি নামে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি রয়েছে। বর্তমানে নির্বাহী কমিটিতে ৮ জন সদস্য রয়েছেন। তারা সকলেই পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত। এছাড়া ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে আরো একটি কমিটি রয়েছে। ব্যাংকের কার্যক্রম যথার্থভাবে শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে চলছে কিনা তা দেখা এবং ব্যাংককে শরয়ী ব্যপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও ব্যাংকারদের সমন্বয়ে একটি শরীয়াহ্ কাউন্সিল আছে। বর্তমানে (মে,২০০০) এই ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ১১০টি। ১১০টি শাখার মধ্যে ৮৩টি শাখা (অর্থাৎ ৭৫%) শহর অঞ্চলে এবং ২৭টি শাখা (অর্থাৎ ২৫%) গ্রামাঞ্চলে অবস্হিত।

প্রধান কার্যালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন শাখাসমূহ ৩টি, ঢাকা উত্তর জোনে ১৮টি, ঢাকা দক্ষিন জোনে ১৮টি, চট্টগ্রাম জোনে ১৬টি, খুলনা জোনে ১৮টি, বগুরা জোনে ২০টি এবং কুমিল্লা জোনে ১৭টি শাখা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

## ** আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এই ব্যাংক ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৭ সালের ২০ই মে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী যা সৌদী আরবের জেদ্দায় অবস্থিত, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশী বেশ কিছু উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশের সরকার এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হল ৬০ কোটি টাকা। যা প্রতিটি ১০০০ টাকা মুল্যের ৬০০.০০০টি সাধারন শেয়ারে ভাগ করা হয়। পরিশোধিত মূলধন ছিল ১৫ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধন বাড়ানোর জন্য ১৯৯২ সালের ১লা আগষ্ট এই ব্যাংক ১:১ অনুপাতে রাইট শেয়ার ইস্যু করে। ফলে পরিশোধিত মূলধন দাঁড়ায় ২৫.৯ কোটি টাকা।

**আল বারাকা ব্যাংকে বিভিন্ন গ্রুপের শেয়ার**

| | |
|---|---|
| ১। আল-বারাকা গ্রুপ | ৬০% |
| ২। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক | ১০% |
| ৩। বাংলাদেশী উদ্যোক্তা | ১২.৫% |
| ৪। বাংলাদেশী সাধারন শোয়ার হোল্ডার | ১২.৫% |
| ৫। বাংলাদেশ সরকার | ৫% |
| মোট = | ১০০% |

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে (মে,২০০০) এই ব্যাংকের সারা দেশে ৩৪টির মত শাখা আছে। শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য হতে ১৫জন বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ নির্বাচিত হন। ৭ জন ডিরেক্টরস্ মিলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল তৈরী করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ন্যায় এই ব্যাংকেও শরীয়াহ্ কাউন্সিল আছে। যারা শরীয়াহ্ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত দেন (৩৪)।

## ** আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১৮ই জুন নিবন্ধিত হয় এবং একই সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাইভেট সেক্টরে বাংলাদেশে তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২৫.৩ কোটি টাকা। বোর্ড অব ডিরেক্টরস ২৩ জন মেম্বার নিয়ে গঠিত। শরীয়াহ্ ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য আলেম, ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদদের মধ্য হতে ৭ জন সদস্য নিয়ে শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠিত। ব্যাংক যাতে শরীয়াহ্ পরিপন্থী কার্যক্রমে জড়িত হতে না পারে এ ব্যাপারে শরীয়াহ্ বোর্ড পরামর্শ দেয়। ১৯৯৮ সালের আগষ্ট মাসে এই ব্যাংকের ২১টি শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাতে শুরু করে (৩৫)।

বর্তমান (মে,২০০০) এই ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৩৫টি। ঢাকা বিভাগে ১৬টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬টি, সিলেট বিভাগে ৪টি, রাজশাহী বিভাগে ৪টি, খুলনা বিভাগে ৪টি এবং বরিশাল বিভাগে ১টি শাখা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

* ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত ও ইসলামী শরীয়ার বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়।

* হালাল পণ্য ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও ব্যাংক বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বিনিয়োগ আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

* ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর সর্বদা পর্যাপ্ত তদারকি অব্যাহত রাখা হয় যাতে কোন বিনিয়োগ খেলাপী হয়ে গিয়ে পরবর্তীকালে বিনিয়োগ আয়ের ব্যত্যয় ঘটাতে না পারে।

* যেহেতু ব্যাংক সার্বিকভাবে বিনিয়োগ তত্ত্বাবধান করে এবং মুদারাবা ও আল-ওয়াদিয়া নীতিমালার অধীন জমা গ্রহণ করে, সেহেতু গ্রাহকগণ ব্যাংকের সাথে একাত্মতা অনুভব করে এবং তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

* ইসলামী ব্যাংকিং মূলত একটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক দুঃস্থ, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহায়তা দিয়ে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়নে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

* ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা / কর্মচারীকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে অনুসরণ করে চলতে হয়। এ কারণে স্বাভাবিক নিয়মে তারা গ্রাহকদের উন্নততর সেবা প্রদান করে থাকেন (৩৬)।

আল- আরাফাহ্ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* সেবার মাধ্যমে আখিরাতে নাজাত ও জান্নাত প্রাপ্তি।
* শরীয়াহ্ সম্মত উপায়ে ব্যাংক পরিচালনা।
* সুদমুক্ত আধুনিক ব্যাংকিং ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন।
* ছোট বড় সকল শ্রেণীর গ্রাহক ও ব্যবসায়ীকে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং সহ সকল প্রকার ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও উদ্যোক্তা গড়ে তোলা।
* বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ খাত যেমন কৃষি, শিল্প, আবাসন/ রিয়েল এষ্টেট, আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদিকে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।
* মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখা।
* সীমিত ও স্বল্প আয়ের চকুরীবিজীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কাঙ্খিত সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ প্রদান।
* দেশের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও অনুন্নত বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কীমের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান।
* হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান (৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এর লক্ষ্য কর্মসূচী শুধু পারলৌকিক সফলতার নিরিখে প্রবর্তিত নয়। ইহলৌকিক জীবনের আর্থ সামাজিক উন্নতি বিধানে অংগীকারাবদ্ধ। এই ব্যাংক তার গতিশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সর্বোপরি এই ব্যাংক আপামর জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করে এক নিরাপদ জীবন যাপনে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে চেষ্টা করে। ইসলামী ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যাংকিং এর সমন্বয় সাধন করে এক স্বতন্ত্র কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ সমাজ গঠন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

## ** সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক। এই ব্যাংক ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই নিবন্ধিত হয় এবং ২২শে নভেম্বর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এটা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যেমন ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড এবং এর একটি বহু জাতিক ব্যাংক। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওয়াক্ফ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অরগ্যানাইজেশন, সৌদী আরব, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন সৌদী আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতিব, সৌদী আরবের কনসাল্টেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি স্পীকার ডঃ আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ, সৌদী আরবের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ্ জামজুম, বাংলাদেশের বিভিন্ন নামকরা বিশিষ্ট উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব

করেন। ব্যাংকটি কার্যক্রমে অর্থনীতির তিনটি সেক্টরের মধ্যে সংযুক্ত করার কথা ঘোষণা দেয়। যথাঃ- ফরমাল সেক্টর, ইন-ফরমাল সেক্টর, ইসলামিক ভলান্টারী সেক্টর।

এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা। প্রতিটি ১০০০ টাকা মূল্যের ১,০০০,০০০টি সাধারণ শেয়ারে ভাগ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালের জুন পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধন হচ্ছে ১২কোটি টাকা। শেয়ার হোল্ডারদের বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে এই শেয়ার ভাগ করা হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| ১। বাংলাদেশী স্পন্সর | | ৪৩% |
| ২। বিদেশী স্পন্সর | | ২০% |
| ৩। মিনিস্ট্রি অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স, জিও বি | | ৫% |
| ৪। সাধারণ পাবলিক গ্রুপ | | ৩২% |
| | মোট | ১০০% (৩৮) |

এই ব্যাংক পরিচালনায় তিন জন বিদেশী ডাইরেক্টর সহ মোট ২৪ জন ডিরেক্টর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এ আছেন। ব্যাংককে শরীয়াহ্ ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য আলেম, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ সমম্বয়ে একটি শরয়ী কাউন্সিল গঠিত। এই শরীয়াহ্ কাউন্সিল ৮ জন মেম্বার নিয়ে গঠিত। ১৯৯৮ সালের এই ব্যাংকের মোট ১০টি শাখা খোলা হয়। বর্তমানে (মে,২০০০) এর শাখা সংখ্যা ১৪টি।

Dhaka University Institutional Repository

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের তিনটি সেক্টরের কার্যক্রম তাদের এনুয়াল রিপোর্ট ১৯৯৮ হতে ঃ

In the formal corporate sector, this bank would, among others, offer the most up to date banking services through opening of various types of deposit and investment accounts, financing trade, providing letters of gurantee, opening letters of credit, collection of bills, effecting domestic and international transfer, leasing of equipment and consumers durable, hire purchase and installment sale for capital goods, investment in low-cost housing and management of real estates, participatory investment in various industrial, agricultural, transport, educational and health project and so on.

In the in-formal corporate sector, it would, among others, involve in opening and introducing various savings and micro-credit investment and custom tailored group programs designed for small entrepreneurs, marginal farmers, land less labouers, unemployed educated youth/ semi skilled people, etc.

In the voluntary/ third sector, it would, among others involve in the development and management of WAQF and MOSQUE properties, management of inheritance properties, joint venture projects for management of Hajj affairs, development and management of non-profit foundations, charitable trusts and organizations, development and management of funds involving welfare of women and non muslim minorities and so on.

Dhaka University Institutional Repository

In addition, SIBL offers Special services for the Bangladeshi expatriates which include managing their foreign currency accounts providing express home remittance services, introducing co-operative investment schemes, Foreign Wage Earners Rehabilitation Scheme, etc. (৩৯)

## ** ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, ই,সি, ঢাকা

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, ই,সি, ঢাকা ১৯৯৭ সালের ৬ই মার্চ বাংলাদেশের একটি শাখা খোলার অনুমতি পায়। এই ব্যাংক ১৯৮২ সালের ১৪ই জুলাই বাহরাইনে Exempt Joint Stock Company (E.C) হিসাবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৯৭ সালের ১১ই আগষ্ট ব্যাংকটি তার কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়াহ্ নীতি অনুযায়ী কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। রিলিজিয়াস সুপারভাইজারী বোর্ড ব্যাংকের কার্যক্রম শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা চেক ও মনিটর করে। এই সুপার ভাইজারী বোর্ডটিই বাংলাদেশে ব্যাংকটির যে শাখা অবস্থিত তার মনিটরিং করে।

ব্যাংকটি নিম্নলিখিত সব ধরণের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু এ কাজটি দেশ ভেদে পরিবর্তিত হয়।

অর্থনৈতিক স্কীমগুলোর মধ্যে ট্রেড ফিনেন্সিং,কেপিট্যাল ফিনেন্সিং ইজারা ফিনেন্সিং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সেবা, বৈদেশিক বানিজ্য ঋণপত্র খোলা, গ্যারান্টি লেটার, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত (৪০)।

Dhaka University Institutional Repository

## ** অন্যান্য বৈদেশিক ইসলামী ব্যাংকের শাখা

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, (ই,সি) ছাড়া তিনটি পাকিস্তানী ব্যাংকের তিনটি শাখা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলি হল, হাবীব ব্যাংক, পাকিস্তানের ন্যাশনাল ব্যাংক, মসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই ব্যাংকগুলি পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হয় কিন্তু বাংলাদেশে এদের শাখা সুদী ব্যাংকের ন্যায় পরিচালিত হয় (৪১)।

## *** সুদী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশে দুইটি সুদী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রয়েছে। এ ব্যাংক দুটি হচ্ছে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ও ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড। প্রাইম ব্যাংক দুইটি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। একটি ঢাকায় ১৯৯৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর অপরটি সিলেটে আম্বর খানায় ১৯৯৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড একটি ইসলামী ব্যাংকিং ডেপোজিট কাউন্টার খুলেছে তাদের প্রধান অফিসে। প্রাইম ব্যাংক একটি মাত্র ব্যাংক যার শাখাগুলি সুদী ব্যবস্থা ও মাত্র দুটি শাখা ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত হয়। ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলির হিসাব সম্পূর্নভাবে সুদী ব্যাংকিং এর হিসাব থেকে আলাদা রাখা হয়। একটি শরীয়াহ্ বোর্ড ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে গাইড ও পরামর্শ দান করে। সুদমুক্ত থাকার জন্য প্রাইম ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখার আলাদা হিসাব রাখা হয় (৪২)।

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

## (১) ইসলামী কাঠামোতে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও উপার্জন কৌশল

সুদী ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকেরও প্রধান কাজ হচ্ছে সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে অর্থ জমা নেওয়া এবং বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহযোগিতা দান করা। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক থেকে উভয় ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সুদী ব্যাংকে অর্থ রেখে সঞ্চয়কারীগন পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ পায় অপরদিকে বিনেয়োগকারীগণ তাদের গৃহীত ঋণের উপর পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ দেয়। এভাবে জমাকারী, ঋণ গ্রহীতা এবং ব্যাংক সকলেই সুদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। অপর দিকে ইসলামী ব্যাংক সুদ নেয় না এবং সুদ দেয় না। ব্যাংক এভাবে সঞ্চয়কারী, ঋণ গ্রহীতা, বিনিয়োগকারী সকলকেই সুদের লেনদেন থেকে মুক্ত রাখে। ইসলামী ব্যাংক শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় লাভ-ক্ষতিতে অংশ গ্রহণের শর্তে সঞ্চয়করীদের অর্থ জমা নেয়। অতঃপর ব্যাংক হালাল ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা তথা উৎপাদনশীল কারবারে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়ার শর্তে এ অর্থ বিনিয়োগ করে। এভাবে বিনিয়োগ থেকে ব্যাংক যে লাভ করে অথবা লোকসান দেয়, পূর্বশর্ত অনুসারে আমানতকরীদের তারই অংশ প্রদান করে। এভাবে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী সকলেই সুদের পাপ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করে এবং অর্থনীতিও সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

পায়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক জনগণের জন্য কল্যাণমুখী আরো কিছু কাজ আঞ্জামদেয়। ইসলামী ব্যাংকের এ কাজগুলি হচ্ছে ঃ

১) সঞ্চয় সমাবেশ, (২)বিনিয়োগ করা, (৩) রেমিট্যান্স, (৪) কালেকশন, (৫) ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, (৬) আভ্যন্তরীন এল সি খোলা. (৭) লকার ভাড়া দান (৮) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় ইত্যাদি (৪৩)।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সঞ্চয়কারীর পক্ষে তার সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা সম্ভব লাভ হতে পারে কিন্তু অনেকের একত্রিত সঞ্চয়কে কোন বড় উৎপাদনে খাটানো সম্ভব হয়। ইসলামী ব্যাংক এ কাজটি আঞ্জাম দেয়। ইসলামী ব্যাংক শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় জনগণের অলস সঞ্চয় সমাবেশ করে। ইসলামী- ব্যাংকের সঞ্চয় সমাবেশ করার পদ্ধতিগুলি হচ্ছে ঃ

১) আল ওয়াদিয়াহ হিসাব

২) সাধারণ মুদারাবাহ হিসাব

৩) মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব

৪) বিশেষ মুদারাবাহ হিসাব

৫) বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ্ হিসাব।

Dhaka University Institutional Repository

# (২) সঞ্চয় সমাবেশ

## * আল ওয়াদিয়াহ্ হিসাব

ইসলামী ব্যাংক এর আল ওয়াদিয়াহ হিসাবে গ্রাহকদের অর্থ আমানত রাখে। আল ওয়াদিয়াহ্ হচ্ছে ব্যবহারের অনুমতিসহ আমানত রাখা। সুদী ব্যাংকের চলতি হিসাবের সাথে এ হিসাবের কিছুটা মিল আছে। সুদী ব্যাংক যেমন এ ধরণের আমানতের উপর জমাকারীদের কোন সুদ দেয় না এবং জমাকারীগণ যে কোন সময়ে তাদের জমাকৃত অর্থের যে কোন অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ তুলে নিতে পারে। ইসলামী ব্যাংক আল ওয়াদিয়াহ্ নীতির ভিত্তিতে জমাকারীর অর্থ জমা রাখে এবং চাহিবামাত্র আমানতকারীকে ফেরত দেবার নিশ্চয়তা দেয়।

এ ধরণের হিসাব খোলার সময় ব্যাংক আমানত কারীর কাছ থেকে আমানতি অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি নেয় কিন্তু অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক যদি কোন লোকসান দেয়, তাহলে সম্পূর্ণ লোকসানের দায়িত্ব ব্যাংকই বহন করে। আমানতকারীগণ এ লোকসানের দায়িত্ব নেয় না। যেহেতু আমানতকারীগণ লোকসানের ঝুঁকি নেয় না, সেজন্য তারা মুনাফার কোন অংশও দাবী করতে পারে না। ব্যাংক এ ধরণের আমানতের উপর আমানতকারীদের কোন মুনাফা দেয় না। যেহেতু ব্যাংক একাই এ ঝুঁকি বহন করে অতএব লাভ হলে তা সম্পূর্ণ ব্যাংকই পায় (৪৪)।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরণের আমানত খুব স্বল্পকালীন এবং অনিশ্চিত। সেজন্য ব্যাংককে বিশেষ সতর্কতার সাথে এ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়।

## * সাধারণ মুদারাবাহ্ হিসাব

সুদী ব্যাংকগুলো তাদের সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহকদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে সুদ দেবার শর্তে অর্থ জমা দেয়। এই জমাকে জমাকারীর নিকট থেকে ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ব্যাংক এর উপর দৈনিক প্রোডাক্ট হিসাব করে পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দেয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবাহ হিসাবে সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সম্পূর্ন আলাদা, মুদারাবাহ হচ্ছে এক ধরণের কারবার চুক্তি যেখানে এক পক্ষ অর্থের যোগান দেয় এবং আরেক পক্ষ শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করে কারবার পরিচালনা করে। কারবারে লাভ হলে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে উভয়ে তা ভাগ করে নেয় কিন্তু লোকসান হলে পুঁজির মালিককে সম্পূর্ণ লোকসান বহন করতে হয়। এরূপ কারবারে অর্থ যোগানদাতাকে বলা হয় সাহিব আল-মাল, রাব্বুল মাল বা পুঁজির মালিক, আর কারবার পরিচালককে বলা হয় মুদারিব বা উদ্যোক্তা। সাধারণ মুদারাবাহ চুক্তিতে ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে কিন্তু এ হিসাবের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না। ব্যাংক শরীয়ত সম্মত যে কোন লাভজনক কারবারে এবং যে কোন জায়েয পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার শর্তে এ ধরণের আমানত গ্রহণ করে। আমানতকারী হয় সাহিব আল মাল এবং ব্যাংক হয় মুদারিব। হিসাব খোলার সময়ে উভয়ের মধ্যে মুনাফা বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করে নেয়া হয়। যেমন অর্জিত মুনাফা ৫০,৬০,৭০ বা ৭৫ ভাগ হিসাব আল মাল পাবে এবং বাকী অংশ পাবে ব্যাংক (৪৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সুদী ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় ঋণ গ্রহীতা ও ঋণদাতার। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে, ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় অংশীদারিত্বের।

ইসলামী ব্যাংক সাধারণ মুদারাবাহ হিসাবে জমাকৃত অর্থ কারবারে খাটানোর জন্য আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যাংক নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে এ অর্থ লাভজনক কারবারে খাটায়। এতে ব্যাংক যে মুনাফা পায়, পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারে সে মুনাফার অংশ মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং বাকী অংশ ব্যাংক নেয়। এ অর্থ খাটিয়ে যদি লোকসান হয়, তাহলে শরীয়াহ্ অনুসারে আর্থিক লোকসানের সম্পূর্ণ অংশ মুদারাবাহ আমানতকারীদের তাদের জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আমানতকারীদের দায়িত্ব তাদের জমাকৃত অর্থের সমান, এর বেশী দায়িত্ব তাদের উপর চাপানো যাবে না। তবে মুদারিব হিসাবে ব্যাংক এর কোন কর্মকর্তা, কর্মচারীর ত্রুটি, অবহেলা বা শর্ত ভঙ্গের কারণে লোকসান হলে সে লোকসানের দায়িত্ব ব্যাংককেই বহন করতে হবে। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে মুদারাবাহ আমানতকারীগণ লাভ-ক্ষতিতে অংশীদার হলেও তারা শেয়ার হোল্ডারদের ন্যায় ব্যাংকের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির অংশীদার নন বরং মুদারাবাহ আমানতে জমাকৃত অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক যে লাভ পায় বা লোকসান দেয়, মুদারাবাহ আমানতকারীগণ কেবল সেই লাভের অংশ পায় এবং কেবল সেই ক্ষতিরই সম্পূর্ণ অংশ বহন করে।

মুদারাবাহ জমাকারীগণ শরীয়তের শর্ত মোতাবেক ব্যাংকের কারবারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারেনা এবং ব্যাংক পরিচালনায় অংশ নেয়ার অধিকারও তাদের থাকে না ।

## * মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব

সুদী ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে বিভিন্ন মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে। যেমন ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১ বছর, ২ বছর, ৩বছর ইত্যাদি মেয়াদের জন্য । এসব জমার উপর ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ দিয়ে থাকে। মেয়াদ যত দীর্ঘ হয়, সুদের হার তত বেশী হয়। মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে আমানতকারীগণ তাদের অর্থ তুলে নিতে পারে না। মেয়াদ পূর্ণ হবার পর নির্ধারিত সুদসহ সাকুল্য অর্থ উঠিয়ে নিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে নতুন চুক্তির অধীনে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আবার জমা রাখতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক ও তার গ্রাহকদের কাছ থেকে মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে। চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে মুদারিব হিসাবে এ অর্থ খাটিয়ে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে তার নির্ধারিত অংশ আমানতকারীদেরকে দেয় এবং বাকী অংশ ব্যাংক নেয়। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদে এ অর্থ খাটিয়ে যদি ব্যাংকের লোকসান হয় তাহলে আমানতকারীগণ তাদের হিসাবে রক্ষিত অর্থের আনুপাতিক হারে সে লোকসান বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদী মুদারাবাহ্ হিসাব এবং সাধারন মুদারাবাহ হিসাবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে সাধারণ মুদারাবাহ হিসাবে কোন নির্ধারিত মেয়াদ থাকে না এবং মেয়াদী মুদারাবাহ আমানতে মেয়াদ নির্ধারিত থাকে।

সাধারণ মুদারাবাহ আমানত অপেক্ষা মেয়াদী মুদারাবাহ আমানতের উপর ব্যাংক অধিক হারে মুনাফা দেয় এবং মেয়াদ যত দীর্ঘ হয় মুনাফার হারও তত বেশী হয়। অর্জিত মুনাফা বন্টন করার সময় ব্যাংক ওয়েটেজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে মুনাফার হার স্থির করে যাতে সাধারণ মুদারাবাহ্ হিসাবে রক্ষিত অর্থের তুলনায় ৩ মাসের মেয়াদী আমানত বেশী হারে, ৬ মাসের মেয়াদী আমানত তার চেয়ে বেশী হারে এবং এভাবে দীর্ঘতর মেয়াদের আমানত যেন অধিকতর হারে মুনাফা পায় (৪৬)।

## * বিশেষ মুদারাবাহ হিসাব

ইসলামী ব্যাংক যখন কোন নির্দিষ্ট কোন কারবার, বিশেষ কোন খাতে বিনিয়োগ অথবা বিশেষ কোন প্রকল্পে খাটানোর চুক্তিতে গ্রাহকদের কাছ থেকে মুদারাবাহ ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে তখন সে আমানতকে বলা হয় বিশেষ মুদারাবাহ্ আমানত। এক্ষেত্রে আমানত গ্রহণকালে আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি করা হয় যে ব্যাংক এ অর্থ কোন নির্ধারিত কারবার যেমন- সারের ব্যবসা, লবণের ব্যবসা ইত্যাদি অথবা বিশেষ কোন খাত যেমন শিল্প খাত, বস্ত্র খাত অথবা বিশেষ কোন প্রকল্প যেমন রিয়েল এস্টেট, জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদিতে খাটাবে। মুনাফা অর্জন করলে নির্ধারিত অংশ আমানতকারীকে দেওয়া হবে বাকী অংশ ব্যাংক পাবে। বিশেষ কারবার, খাত বা প্রকল্পে যদি লোকসান হয়, তাহলে বিশেষ মুদারাবাহ

Dhaka University Institutional Repository

আমানতকারীগণ তাদের জমাকৃত অর্থের অনুপাতে সেই লোকসান বহন করবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যয়িত শ্রম ও সময় বৃথা। বিশেষ মুদারাবাহ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদের শর্ত থাকে না। তবে কারবারের শর্ত করা হয় (৪৭)।

কারবার শেষ হলে লাভসহ বা লোকসান বাদে বাকী অর্থ ফেরত দিতে হয়। বিশেষ মুদারাবাহ্ আমানতের বেলায় আমানতকারীগণ যে কারবার, খাত বা প্রকল্পে খাটানোর জন্য আমানত রাখে, তারা কেবল সেই কারবার, খাত বা প্রকল্পের লাভ ক্ষতির অংশীদার হয়। ব্যাংকের সামগ্রিক লাভ ক্ষতি বা অন্যান্য মুদারাবাহ কারবারের লাভ ক্ষতিতে তাদের কোন দায় দায়িত্ব থাকেনা।

## * বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ হিসাব

বিশেষ মেয়াদী মুদারাবাহ চুক্তিতে বিশেষ কারবার, ব্যবসা, শিল্প নির্দিষ্ট করার সাথে সাথে কারবারের মেয়াদও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। মুদারিব নির্দিষ্ট কারবারে মুদারাবাহ অর্থ বিনিয়োগ করে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কারবার পরিচালনা করে। মেয়াদ এবং কারবার শেষ হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় (৪৮)।

ডঃ মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকি তার

Issues in Islamic Banking (selected papers) (Islamic Econmics series –4) chapter 4-এ লিখেছেন ঃ Islam abhors injustice and exploitation and seeks to forge human relationships on the basis of justice and cooperation. A replacement of the unjust and exploitative instiution of interest by the just and cooperative arrangement of profit sharing

Dhaka University Institutional Repository

(mudaraba) is therefore a socio- economic as well as a moral and spiritual imperative. All men being equal brethren in the community of Allah. Let them face the uncertainties of life equitably and share the consequences, good or bad" (৪৯).

ডঃ মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী একই Paper- এ উল্লেখ করেছেন ঃ

"The chief alternative to interest, on the commercial level, can only be profit sharing (Mudaraba) in accordance with the relevant Islamic rules."

ডঃ মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী একই Paper- এ উল্লেখ করেছেন "Islamic banking is based on two cardinal principles laid down in the sharia; prohibition of interest and its replacement by profit sharing wherever feasible and desirable".

## (৩) বিনিয়োগ

সঞ্চয় সমাবেশ করার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে সঞ্চিত অর্থ লাভজনক কারবারে বিনিয়োগ করা। ইসলামী ব্যাংক শরীয়তসম্মত কারবারে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগ করে।

প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলি এমন অনেক উপায়ে উপার্জন করে যেগুলো ইসলামী শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু যেহেতু এই আয় পৃথক করে রাখা হয় না বরং অন্যান্য সুদীআয়ের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয় সেহেতু তা শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে আর হালাল বা বৈধ থাকে না। সুদী ব্যাংক নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে জনসাধারণের জন্য নানা

Dhaka University Institutional Repository

ধরণের সেবামূলক কাজ করে যেমন ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড, বিভিন্ন বিলের অর্থ প্রদান, অর্থ সম্পদ হস্তান্তর, লকার সার্ভিস, প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মোট আয়ের ৩০% এরও বেশী এ ধরণের সেবামূলক কাজ হতে আয় করে। ইসলামী ব্যাংকও তাদের মোট আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এ ধরণের হালাল উপায়ে উপার্জন করে। বাকী অংশ সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বোর ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেই উপার্জনের চেষ্টা করে। সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ কিন্তু লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ শরীয়াহ্ সম্মত। ইসলামী ব্যাংকের সকল ধরণের আর্থিক সহযোগিতা বিনিয়োগমূলক। সুদী ব্যাংকের মতো ঋণমূলক নয়। এভাবে বিনিয়োজিত অর্থের প্রাপ্ত মুনাফা থেকে ইসলামী ব্যাংক তার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের মুনাফা দেয়। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। পদক্ষেপ হিসাবে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং তারা সফলও হয়েছে। এ পদ্ধতিগুলি শরীয়াহ সম্মত। সফলতার দরুণ ইসলামী ব্যাংকগুলি আজ শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নয়, বরং উত্তরোত্তর শাখা বৃদ্ধি করে চলেছে এবং এদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধু মুসলিম দেশসমূহই নয়, অমুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

## * মুদারাবাহ্ বিনিয়োগ

মুদারাবাহ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের আসল বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবাহ্ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে এবং মুদারাবাহ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। আমানত গ্রহণকালে আমানতকারী সাহিব-আল-মাল এবং ব্যাংক হয় মুদারিব। বিনিয়োগকালে ব্যাংক হয় সাহিব-আল-মাল এবং গ্রাহক বা বিনিয়োগকারী হয় মুদারিব। এজন্য ইসলামী ব্যাংককে দ্বিস্তর বিশিষ্ট মুদারাবাহ্ ব্যাংকও বলা হয়। মুদারাবাহ্ বিনিয়োগে সাহিব-আল-মাল হিসাবে ব্যাংক অর্থ। যোগান দেয় এবং বিনিয়োগকারী গ্রাহক তার শ্রম বা সময় ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করে। বিনিয়োগের পূর্বেই উভয়ের মধ্যে লাভ-বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। কারবারে লাভ হলে সেই নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে তা বন্টন করা হয়। কিন্তু কারবারে লোকসান হলে সে লোকসানের সাকুল্য অংশ সাহিব-আল-মাল হিসাবে ব্যাংককেই বহন করতে হবে। তবে মুদারিব বা কারবার পরিচালকের কোন প্রকার ইচ্ছাকৃত গাফেলতি, ত্রুটি বা চুক্তিভঙ্গের জন্য লোকসান হলে তার দায়িত্ব ব্যাংক গ্রহণ করেনা, তবে চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংকের অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারক করতে পারে। মুদারিব কারবারের মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা নিতে পারেনা এবং নিজস্ব কোন খরচও কারবার থেকে বহন করতে পারে না। তবে কারবারের সাথে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ব্যয় কারবার থেকে নিতে পারে (৫০)।

মুদারাবাহ আমানতের ন্যায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সাধারণ মুদারাবাহ বিনিয়োগ, মেয়াদী মুদারাবাহ্ বিনিয়োগ এবং বিশেষ মুদারাবাহ বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মুদারাবাহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিতে কারবারের ধরণ, প্রকৃতি, মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে কোন শর্ত থাকে না। মুদারিব স্বাধীনভাবে যে কোন কারবারে যে কোন মেয়াদের জন্য এ বিনিয়োগ করতে পারে। তদ্রূপ মেয়াদী মুদারাবাহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই চুক্তিতে মেয়াদ উল্লেখ থাকবে এবং বিশেষ মুদারাবাহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে বিশেষ খাত বা বিশেষ প্রকল্প উল্লেখ থাকবে। মেয়াদী মুদারাবার ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হলে এবং বিশেষ মুদারাবাহ্‌র ক্ষেত্রে কারবার বা প্রকল্প শেষ হলে কারবারের লাভ লোকসান হিসাব, বন্টন চূড়ান্ত করে কারবার শেষ করতে হয়।

মুদারাবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ শর্তাবলী হচ্ছেঃ

* সাহিব-আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে লিখিত চুক্তি হতে হবে। চুক্তিতে মূলধনের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
* মূলধন নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। সামগ্রীকে মূলধন হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।
* সমুদয় মূলধন মুদারিবের কাছে হস্তান্তর করতে হবে যেন মুদারিব নিজেই তা বিনিয়োগ করতে পারে।
* যদি সাহিব-আল-মাল মুদারিবের সাথে সরাসরি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।
* কারবারের মুনাফায় মুদারিবের সুনির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ থাকবে। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট অংকের উল্লেখ থাকবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

* মুদারিব কারবারের মুনাফা হতে তার অংশ পাবে, মূলধন হতে নয়। যদি কারবারে লোকসান হয় তবে কোন অবস্থাতেই মুদারিব মূলধন থেকে কিছু দাবী করতে পারবেনা (৫১)।

এ পদ্ধতি বেকার জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত করার সুযোগ দেয়। সমাজে অনেক দক্ষ কিন্তু অসচ্ছল ব্যক্তি আছে। তারা টাকার অভাবে তাদের দক্ষতা প্রকাশ করতে পারেনা । কিন্তু মুদারাবাহ্ পদ্ধতিতে তারা কর্মসংস্থান করে দক্ষতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উপকার করতে পারে। ব্যাংক বিনা ঝামেলায় পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। তাই দেখা যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও আজ মুদারাবা বিনিয়োগ কোম্পানী গড়ে উঠেছে।

## * মুশারাকাহ্ বিনিয়োগ

মুশারাকাহ্ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি। শিরক হচ্ছে অংশীদারীত্ব। মুশারাকাহ্ হচ্ছে এমন অংশীদারী কারবার যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কারবার করার জন্য পুঁজি যোগান দেয়, কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ ক্ষতিতে অংশ নেয়। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়, আর লোকসান হলে প্রত্যেক অংশীদার তার পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে।

মুশারাকাহ্ কারবারে গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়েই প্রয়োজনীয় মূলধন যোগানদেয়। এখানে কে কত পুঁজির অংশ দিবে তাতে কোন বাধা-ধরা নিয়ম নেই। ব্যাংক ও

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোক্তা উভয়ের পুঁজি সমান হতে পারে অথবা কম বেশীও হতে পারে। সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং উভয় পক্ষ একে অপরের প্রতিনিধি ও ট্রাষ্টী হিসাবে কাজ করে। ব্যাংকসহ সকল অংশীদার তাদের অংশ অনুপাতে মুনাফা ভাগ করে নেয় অথবা লোকসান হলে তাও ভাগ করে নেয়। কারবারের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ কারবার থেকে বহন করা হয়। কেবলনীট লাভ বা নীট লোকসান অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয় (৫২)।

**পুঁজির প্রকৃতি অনুসারে মুশারাকাহ্ চার ধরনের হয়ে থাকে যথাঃ-**

* শিরকাত আল-মুফাবাদাহ
* শিরকাত আল-ইনান
* শিরকাত আল-সানায়ী
* শিরকাত আল-উজুহ্ (৫৩)

**শিরকাতুল মুফাবাদাহ্ঃ**

কোন মুশারাকাহ্ কারবারের অংশীদারগণ যখন সকলেই পূর্ণবয়স্ক হয়, প্রত্যেকেই সম-পরিমান পুঁজি যোগান দেয়, ব্যবস্থাপনায় সমভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং লাভ লোকসানে সমান অংশীদার হয়, তখন সেই মুশারাকাহ্ কারবারকে বলা হয় শিরকাতুল মুফাবাদাহ্। এ ধরনের মুশারাকাহ্ কারবারে অংশীদারগণ পরস্পর পরস্পরের এবং প্রত্যেকে অন্য সকলের আমানতদার ও প্রতিনিধি। এরূপ কারবারে অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

**শিরকাতুল ইনানঃ**

শিরকাতুল ইনান হচ্ছে শিরকাতুল মুফাবাদাহর বিপরীত। এখানে সকল অংশীদার পূর্ণবয়স্ক হওয়া জরুরী নয়, সমপরিমান পুঁজি হওয়া শর্ত নয়, ব্যবস্থাপনায় সমভাবে অংশগ্রহণ করা শর্ত নয়। কারবারে লাভ হলে পুঁজি অনুপাতে ভাগ করে নিবে এবং লোকসান হলে পুঁজি অনুপাতে লোকসানের বোঝা বহন করবে।

**শিরকাতুল আবাদান বা সানাই ঃ**

শিরকাতুল সানাই-এ অংশীদারগণ কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করে না বরং তাদের দক্ষতা ও শ্রমের ভিত্তিতে কারবারে অংশ নেয়। যেমন দু'জন ভিন্ন পেশার লোক যদি এই শর্তে কারবার শুরু করে যে তারা নিজ নিজ পেশার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নিকট থেকে কাজ গ্রহণ করবে এবং কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় সকলে ভাগ করে নেবে, তাহলে সে কারবারই হবে শিরকাতে আবদান।

**শিরকাতুল উজুহ্ ঃ**

যখন অংশীদারগণ কেবল মাত্র বাকীতে পণ্য ক্রয় করে এবং তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন ও তা ভাগাভাগি করার শর্তে কারবার শুরু করে, তখন সে কারবারকে শিরকাতুল উজুহ্ বলে। এ ধরনের কারবারে অংশীদারদের সুনাম, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের পুঁজি হিসাবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

চার রকম মুশারাকার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বত্র প্রচলিত মুশারাকা'হ্ হচ্ছে শিরকতে ইনান। সকল মাযহাবে এ ধরণের মুশারাকাহ্ কারবারকে বৈধ বলা হয়েছে।

## মুশারাকাহ কারবারের শর্ত ঃ

* মুশারাকাহ কারবার শুরু হবার পূর্বে অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া দরকার এবং এ চুক্তি হবে লিখিত। কারণ আলকুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, চুক্তিপত্রে প্রত্যেক অংশীদারদের মূলধনের পরিমাণ, মুনাফার অংশ এবং কারবারের যাবতীয় শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
* চুক্তিপত্রে প্রত্যেক অংশীদার কত অংশ পাবে, তা অনুপাত হিসাবে বা মুনাফার শতকরা হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন অংশীদারকে নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা প্রদানের শর্ত করা যাবেনা। মুনাফার অংশ নির্ধারণকালে প্রত্যেক অংশীদারকে তার পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফা দিতে হবে শরীয়তে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু লোকসানের অংশ পুঁজির অনুপাত অনুযায়ী হতে হবে।

এটা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবে মুশারাকাহ্ কারবারে অংশীদারদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মুনাফার অংশ নির্ধারণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। অংশীদারদের পুঁজি, দক্ষতা, গুরুত্ব, অবদান ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে পুঁজির আনুপাতিক হারে অথবা অনুপাতের চেয়ে কম হারে মুনাফার অংশ নির্ধারণ করা হয়। মুশারাকাহ্ কারবারে সর্বদাই নীট মুনাফা বা নীট লোকসান বন্টন করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকাহ্ কারবারে প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে একে অপরের আমানতদার ও প্রতিনিধি। তাই নীতিগতভাবে মুশারাকাহ্ কারবারে সকল অংশীদারের কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার আছে। তবে প্রত্যেক অংশীদারকে বাস্তবকাজে অংশ নিতেই হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যে কোন অংশীদার ইচ্ছা করলে কারবার ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরতও থাকতে পারে। কারবারের মুনাফার অংশ প্রদানের শর্তে বা নির্ধারিত বেতন ভাতার বিনিময়ে লোক নিয়োগ করেও কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। মুশারাকাহ্ কারবারের কোন অংশীদার তার নিজস্ব কোন খরচ কারাবার থেকে বহন করতে পারেনা তবে কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় কারবার থেকে বহন করতে পারে।

* মুশারাকাহ কারবারের অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে মুদারাবাহ ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এক্ষেত্রে মুশারাকাহ প্রতিষ্ঠান হবে মুদারিব এবং চুক্তিবদ্ধ অর্থ যোগানদাতা হবে সাহিব-আল-মাল।

মুদারাবাহ চুক্তিতে সংগৃহীত অর্থ খাটিয়ে মুদারিব যে লাভ করবে, তা চুক্তিতে নির্ধারিত শর্ত অনুসারে সাহিবআল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অতঃপর মুদারিব হিসাবে মুশারাকাহ্ প্রতিষ্ঠান লাভের যে অংশ পাবে, তা মুশারাকাহ চুক্তিবদ্ধ অংশীদারদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হারে বন্টন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* মুশারাকাহ কারবারে কোন অংশীদারের আর্থিক দায় বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে অংশীদারদের অনুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করা হলে বা ধারে মাল ক্রয় করা হলে এ দায়ের সীমা ও বেড়ে যায়।

* কোন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য মুশারাকাহ্ চুক্তি করা হলে সেই মেয়াদ শেষে অংশীদারগণ এ চুক্তি নবায়ন করার সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কোন অংশীদারের মৃত্যু হলেও মুশারাকাহ্ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তবে অবশিষ্ট অংশীদারগণ কারবার চালু রাখাতে পারে। মুশারাকাহ্ পদ্ধতিটি মধ্যম শ্রেণীর বিত্তবান লোকদের জন্য খুবই সহায়ক পদ্ধতি। কেননা এ পদ্ধতিতে তারা ব্যাংকের সহায়তা লাভের সুযোগ পায় এবং ব্যাংক ও বিস্তৃত পরিসরে বিনিয়োগের সুযোগ পায়। ফলে দেশের অর্থনীতি সচল হয়ে উঠে কর্মোদ্যোগের পরিমাণ বাড়ার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

## * শেয়ার বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকের আসল বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ। কিন্তু উপযুক্ত আইন কাঠামোর অভাব, কর ব্যবস্থার ত্রুটি, যথাযথ হিসাবপত্র সংরক্ষণের ত্রুটি সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংককে অনৈসলামী পরিবেশে সুদী ব্যবস্থার পাশাপাশি কাজ করতে হচ্ছে বলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গঠিত যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠান, কোম্পানীর স্টক এবং শেয়ারে বিনিয়োগ করা। সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে এ ধরনের বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটা উত্তম বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত। সুদী ব্যাংকগুলো তাদের পুঁজির এক বিরাট অংশ সরকারী সিকিউরিটি অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সুদ ভিত্তিক বন্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বিনিয়োগ করে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে এসব সুদ ভিত্তিক সিকিউরিটি, বন্ড বা ডিবেঞ্চারে অর্থ খাটানো সম্ভব নয়। দেশে শেয়ার বাজার সুসংগঠিত থাকলে ইসলামী ব্যাংক যে কোন সময়ে ক্রীত শেয়ার ও বন্ড বিক্রি করে নগদ অর্থ পেতে পারে। তবে যে সমস্ত কারবার প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত এবং যাদের কারবার শরীয়ত নির্ধারিত পন্থা-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সে সব কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও স্টক ক্রয় করা ইসলামী ব্যাংকের জন্য বৈধ হতে পারে না (৫৪)।

Dhaka University Institutional Repository

# * মুরাবাহা

ইসলামী বা অনৈসলামী অর্থনীতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। ব্যাংক বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে আগ্রহী ক্রেতার কাছে লাভের ভিত্তিতে সেটি পুনরায় বিক্রয় করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ বৈধ (৫৫)। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে পণ্য ক্রয় করার পর ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিক্রমে মুনাফা ধার্য করে গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রয় করে। গ্রাহক নগদ মূল্য পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ নিতে পারে অথবা কোন নির্ধারিত সময়ে এক সাথে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। এ পদ্ধতিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

* ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই দ্রব্য সামগ্রীর মূল ক্রয়মূল্য সম্বন্ধে অবহিত থাকবে।

* উভয়পক্ষই বিক্রয়মূল্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত মুনাফার পরিমাণ বা হার সম্বন্ধে অবহিত থাকবে।

* ক্রেতার কাছে বিক্রি করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংকের মালিকানা ও দখলে থাকতে হবে।

* মাল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত মালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংককে

Dhaka University Institutional Repository

বহন করতে হবে। শরীয়তের বিধান অনুসারে যা নিজের মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা যায় না এবং ঝুঁকি বহন না করে মুনাফা করাও বৈধ নয়।

* এ পদ্ধতিতে একবার পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেলে তা আর পরিবর্তন করা যায় না।

* ব্যাংক বিক্রেতা ও ক্রেতার সাথে যে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে তাতে মালের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ, মাল সরবরাহের সময়, মূল্য পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি , পরিবহন খরচ, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি কে বহন করবে ইত্যাদি সকল শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

## * বাই মোয়াজ্জাল

বিক্রয় যখন বাকীতে করা হয় তখন হয় বাই মোয়াজ্জাল। আজল অর্থ হচ্ছে মুলতবী রাখা। ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই মোয়াজ্জাল পদ্ধতি বলা হয়। ইসলামী ব্যাংকের কোন গ্রাহক যদি ব্যাংকের কাছে থেকে কোন বিশেষ পণ্য ক্রয় করতে চায়, কিন্তু উক্ত পণ্যের দাম নগদ পরিশোধ না করে ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে কিস্তিতে পরিশোধ করার প্রস্তাব দেয় তাহলে ব্যাংক বাজার থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে। পরস্পরে সম্মতিক্রমে মূল্য নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে গ্রাহককে সরবরাহ দেয়। বাই মোয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের ক্রয় মূল্য এবং মুনাফা পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করার দরকার

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ বাই মোয়াজ্জালের বেলায় ব্যাংক ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য জানাতে বাধ্য নয়।

**বাই মোয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য ঃ**

* মাল ক্রেতার কাছে বিক্রির পূর্বে মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

* মুরাবাহার ন্যায় ব্যাংক ক্রেতার নিকট আলাদা আলাদা ভাবে পণ্যের ক্রয়মূল্য ও মুনাফা জানাতে বাধ্য নয়।

- বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তা আর পরিবর্তন করা যায় না। ক্রেতা যদি শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করে, তবে অতিরিক্ত সময়ের জন্য লাভের হার বা দাম বৃদ্ধি করতে পারবে না। তবে ক্রেতাকেও মনে রাখতে হবে যে, ওয়াদা পালন এবং সময় মত ঋণ পরিশোধ করা তার জন্য ফরয। ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াদা খেলাপ এবং ঋণ পরিশোধে গাফেলতিকে শরীয়তে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাই মোয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় অতি সহজ। এতে ঝুঁকি কম অথচ মুনাফা অর্জনের দিক থেকে এ পদ্ধতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। ক্রেতা যদি ওয়াদা খেলাপ না করে অথবা যদি দেউলিয়া হয়ে না যায় তাহলে এরূপ কারবারে লোকসান হবার তেমন কোন আশংকা নেই। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতি অপেক্ষা বাই মোয়াজ্জাল

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বিনিয়োগের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। প্রয়োজনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

* গ্রাহকের প্রয়োজনীয় চাহিদা এবং তার ব্যবসায়িক দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য ব্যাংক প্রাথমিকভাবে গ্রাহকের সাথে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারে।

* ব্যাংক গ্রাহকের পূর্বের পারফরমেন্স দেখতে পারে এবং বর্তমান বিনিয়োগ পলিসি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

* গ্রাহক যে সমস্ত পণ্য বিনিয়োগ করবে সে সমস্ত জিনিসের পর্যাপ্ত এবং অবারিত চাহিদা থাকতে হবে যাতে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট তার পণ্য ক্রয়ের দায় শোধ করতে পারে। কোন কারণে গ্রাহক যদি নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের অর্থ পরিশোধ করতে অকৃতকার্য হয় তবে ব্যাংক ঐ পণ্য অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারে।

## * বাই সালাম

বাই সালাম ইসলামী ব্যাংকের আর একটি শরীয়ত সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি আসলে আগাম ক্রয়ের একটা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন পণ্য ক্রয় করার শর্তে দাম নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেয়। অতঃপর বিক্রেতা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময় বা সময়ের মধ্যে শর্ত অনুসারে এ পণ্য ব্যাংকের কাছে সরবরাহ করে। ব্যাংক পুনরায় পণ্যটি আভ্যন্তরীণ বাজার বা বিদেশের বাজারে নিজের পছন্দমতো সময়ে ও মূল্যে বিক্রয় করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

* চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, দামাদ্দাম, পরিশোধের সময়, পণ্য সরবরাহের সময়, স্থান, পরিবহন খরচ, গুদাম ভাড়া, ইত্যাদি যাবতীয় শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

* চুক্তি স্বাক্ষরের পর অনতিবিলম্বে মালের ক্রয়মূল্য পরিশোধ করতে হবে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালের সরবরাহ পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যাবে।

* ক্রেতা যে পরিমাণ পণ্যের দাম পরিশোধ করবে বিক্রেতা যদি সে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করতে না পারে তাহলে যতটুকু মাল কম হবে বিক্রেতা ততটুকু মালের মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর বিক্রেতার সরবরাহকৃত মালের পরিমাণ যদি বেশী হয়, তাহলে ক্রেতাকে অতিরিক্ত মালের দামে পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক যদি চুক্তিতে উল্লেখিত বিবরণ ও পরিমাণ অনুযায়ী মাল সময়মত সরবরাহে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি মালের যে অগ্রিম দাম গ্রহণ করেছেন তা ফেরত দিবেন।

* বাই সালাম পণ্যের খরচমূল্য এবং লাভ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করা জরুরী নয়। বরং বিক্রেতা ক্রেতার পরস্পর সম্মতিতে বিক্রয়মুল্য নির্ধারণ করা হয়।

* যেখানে সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায় যেমন উৎপাদিত হয়নি এমন পণ্য সামগ্রী আগাম ক্রয় বিক্রয়, এক্ষেত্রে শরীয়াহ্ বাই সালাম পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সে উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

* মালের সরবরাহ গ্রহণের পর ব্যাংক মালের মালিকানা লাভ করবে এবং এ সময় হতে তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে মাল বিক্রয় করা না পর্যন্ত মালের যাবতীয় দায় দায়িত্ব ব্যাংককে বহন করতে হবে (৫৭)।

## * ইজারা

যে পদ্ধতিতে স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ও সম্পত্তি ক্রয় বা তৈরী করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ভোগ বা ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাকে ইজারা বলে। মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ইজারা একটি বিশেষ কৌশল। এই পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা ইজারাদারের (এক্ষেত্রে ব্যাংকের) থাকে। ইজারা গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের চুক্তিতে ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগ দখল করে।

ইজারা গ্রহীতা সম্পদ ব্যবহার করে উপকৃত হয় এবং এর বিনিময়ে সে ভাড়া দেয়। অপরপক্ষে ইজারাদাতা প্রাপ্ত ভাড়া থেকে তার মূলধন ব্যয় উসুল করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। ইসলামী ব্যাংক সমূহ বিশেষ সাফল্যের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। বাড়ী, যানবাহন, জমি, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ধরণের যে সব সম্পত্তি, একবার-দুবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না, তা সবই ভাড়ায় খাটানো যেতে পারে। শরীয়তে এরূপ ভাড়া দেয়ার অনুমতি রয়েছে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অথবা নতুন চুক্তির অধীনে আবার ইজারা দিতে পারে। ইজারার মেয়াদ শেষে ইজারা গ্রহীতা নিজেও উপযুক্ত দাম দিয়ে উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

## * ইজারা বিল বাই

ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া ইসলামী ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগের শরীয়াহ্‌সম্মত আর একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি। এতে দুই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যায় যার একটি হলো ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি এবং অপরটি হলে ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতি।

*** ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব ঃ** এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক কোন আগ্রহী গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ যোগান দিয়ে কোন প্রকল্প চালু করে অথবা স্থায়ী প্রকৃতির কোন সম্পদ বা সম্পত্তি ক্রয় করে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক তার অপর অংশীদার মালিকানার অনুপাত অনুসারে ভাড়া ভাগ করে নেয় এবং ব্যাংক তার মালিকানাভুক্ত অংশ তার অংশীদারের কাছে ভাড়া দেয়। গ্রাহক যাতে ভবিষ্যতে উক্ত প্রকল্প বা সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে পারে, সেজন্য তাকে এক সাথে বা কিস্তিতে ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়। কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে ব্যাংকের মালিকানা অংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং সে অনুপাতে ভাড়ার অংশও কমতে থাকে। অবশেষে কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে গ্রাহক উক্ত প্রকল্প বা সম্পদের পূর্ণ মালিক হয় এবং ভাড়া প্রদান থেকে মুক্ত হয়।

*** ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতি ঃ** এ পদ্ধতিতে ব্যাংক নিজেই সম্পূর্ণ অর্থ যোগান দিয়ে প্রকল্প, বাড়ী বা স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়। অতঃপর উক্ত প্রকল্প, বাড়ী বা সম্পদ গ্রাহকের কাছে ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দেয়। গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া এবং ব্যাংকের নিয়োজিত পুঁজির কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে প্রকল্প, বাড়ী বা সম্পদ দখল

Dhaka University Institutional Repository

ও ভোগ ব্যবহার করে। ব্যাংকের পুঁজি যত পরিশোধ হয় সে অনুসারে সম্পদের ভাড়ার পরিমাণ কমতে যাকে। কিস্তি সম্পূর্ণ পরিশোধ হলে গ্রাহক সম্পদের মালিকানা পায় এবং ভাড়া প্রদান থেকে মুক্ত হয়। কিস্তি ও ভাড়া সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকই সম্পদের মালিক থাকে। মধ্যম ও স্বল্প বিত্তদের পক্ষে বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য এটা একটা উত্তম পদ্ধতি (৫৮)।

Dhaka University Institutional Repository

# * বিনিয়োগ নিলাম

বিনিয়োগ নিলাম সুদমুক্ত পদ্ধতিতে বিনিয়োগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক একা অথবা অন্যের সাথে যৌথভাবে কোন প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ যোগান দেয়ার শর্তে উক্ত পরিকল্পনা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে। এবং একে বিনিয়োগ নিলাম বলা হয়। অবশ্য এ পদ্ধতিতে প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করে অথবা যাবতীয় কাজ শেষ করে উৎপাদন শুরু করার পূর্বে অথবা পরে অথবা প্রকল্পের যে কোন স্তরে তা নিলাম দিতে পারে। যুক্তি সঙ্গত হারে লাভ ধরেই ব্যাংক প্রকল্পটির বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যে কোন দরপত্র বা নিলাম ডাক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও ব্যাংকের আছে। ক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক সম্পূর্ণ মূল্য নগদে গ্রহণ করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে পারে।

সমাজে এমন বহু লোক আছে যারা কারবারের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ যেমন-পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রয়োজনীয় স্থান যোগাড় করা, সরকারের অনুমোদন নেয়া, যন্ত্রপাতি আমদানি, ইত্যাদি কাজকে অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ মনে করে, তারা যদি কখনো এসব ঝামেলামুক্ত কোন তৈরী প্রকল্প পায়, তবে অধিক মূল্যে কিনতে তা দ্বিধা করে না। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিলাম এ শ্রেণীর লোকদের জন্য বিরাট সুযোগ। দ্রুত শিল্পায়নও কর্মসংস্থানের জন্যেও পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহায়ক(৫৯)।

Dhaka University Institutional Repository

### * স্বাভাবিক মুনাফার হার

চায়ের দোকান ফেরীওয়ালা, কামার, নাপিত, মুদীওয়ালা প্রভৃতি নানা ধরণের ছোট ছোট দোকানদার রয়েছে যাদের পুঁজির প্রয়োজন। তারা ব্যবসায়ের দৈনন্দিন হিসাবপত্র রাখতে পারেনা। এজন্য উপরের পদ্ধতিগুলির কোন একটির মাধ্যমেও এদের আর্থিক সহযোগিতা করা সম্ভব হয়না। অথচ সমীক্ষায় দেখা গেছে এদেরকে পুঁজি দিয়ে সহযোগিতা করতে পারলে কর্মসংস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ ফেরত দেয়।তাই নির্ধারিত স্বাভাবিক হার নির্ধারণের পুর্বে ইসলামী ব্যাংকসমুহ এই ধরণের ব্যবসা সমূহের কমপক্ষে এক বছরের লেন-দেনের হিসাব নেবে এবং লাভ লোকসানের হিসাব করবে এবং এর গড় হারের ভিত্তিতেই মুনাফার স্বাভাবিক হার নির্ধারিত হবে। সুদের হারের মতো এই হার স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্য বিনিয়োগের সময় চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, যদি প্রকৃত লাভ স্বাভাবিক মুনাফার হারের চেয়ে বেশী হয় তবে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত লাভের অংশ ব্যাংককে প্রদান করবে অপর পক্ষে যদি অর্জিত মুনাফা নির্ধারিত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয় কিংবা লোকসান হয় এবং তার যথার্থতা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে ব্যাংক মুনাফার ঐ নিম্ন হার বা লোকসানই মেনে নেবে। সুতরাং মুনাফার স্বাভাবিক হার আসলে একটা নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল মাত্র (৬০)।

Dhaka University Institutional Repository

## * বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়

ইসলামী ব্যাংক খোলা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা কিনে আবার তা খোলা বাজারেই বিক্রয় করতে পারে এবং এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জনও করতে পারে। তবে শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হলে বৈদেশিক মুদ্রা উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে এবং অবশ্যই তা নগদ মূল্যে হতে হবে। আমাদের দেশে যদিও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কিন্তু অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সে সব দেশের ইসলামী ব্যাংক এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করছে এবং এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। কোন কোন ব্যাংকের মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্জিত হয় এই একটি মাত্র পদ্ধতি হতে (৬১)।

## * নিজস্ব প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক নিজেই কোন লাভজনক প্রকল্প বা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নানা ধরণের প্রকল্প স্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্কীম তৈরী থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে করে থাকে। প্রকল্পের মূলধন সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থায়ী মালিকানা সকল কিছুই ব্যাংকের নিজের হাতে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর যদি লাভ হয় তবে তার পুরোটাই ব্যাংকের। তেমনি লোকসান হলে তারও পুরোটাই ব্যাংক বহন করে। পৃথিবীর প্রায় সব কটি ইসলামী ব্যাংকের এ ধরণের নিজেস্ব প্রকল্প আছে (৬২)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির গৃহীত প্রকল্পসমূহ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কেননা ইসলামী ব্যাংক এদেশের জনসাধারণের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতি নজর রাখে এবং প্রকৃত সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কতগুলো বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যেমনঃ-

* পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প
* ব্যবসায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প
* ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প
* হাঁস-মুরগী বিনিয়োগ প্রকল্প
* কৃষি-সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প
* গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প
* পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
* ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প
* গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প
* হকার বিনিয়োগ প্রকল্প
* দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প।
* মীরপুর রেশম তাঁতী বিনিয়োগ প্রকল্প।
* ক্ষুদ্র পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প।
* মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বিনিয়োগ প্রকল্প।
* রিয়েল এষ্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প।

Dhaka University Institutional Repository

এসব বিনিয়োগ কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সার্ভিস চার্জের (ফী ও কমিশন) বিনিময়ে যেসব সেবামূলক কাজ করে হালাল ভাবেই উপার্জন করে থাকে। সেগুলি হলোঃ

* স্পট রেটে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়।
* ঋণপত্র খোলা ।
* নিশ্চয়তা প্রদান।
* বাণিজ্যিক দলিলপত্র জামানতের বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী অর্থ সরবরাহ।
* ড্রাফট, চেক, প্রমিসারী নোট, বিল অব লেডিং ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান।
* শেয়ার বিনিয়োগ সার্টিফিকেট, বন্ড প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়।
* নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃষি, রিয়েল এস্টেট ও সেবামূলক প্রকল্পে সহায়তা প্রদান।
* এজেন্ট নিয়োগ করে ও এজেন্ট হিসাবে কাজ করে বানিজ্যিক কার্যক্রম চালানো।
* সম্ভাব্য ঘাটতি পূরনের জন্যে সলিডারিটি ও সিকিউরিটি তহবিল গঠন এবং
* প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইপত্র তৈরী এবং ফাইন্যান্সিয়াল, টেকনিক্যাল অর্থনৈতিক, বিপনন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## (১) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির সঞ্চয় সমাবেশ

### * ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সঞ্চয় সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিম্নলিখিত হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাব চালু রেখেছে।

ক) সাধারণ সঞ্চয় হিসাব

* আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব
* লাভ ক্ষতিতে অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব
* লাভ ক্ষতিতে অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয় হিসাব।
* মুদারাবাহ বিশেষ নোটিশ সঞ্চয় হিসাব
* মুদারাবাহ হজ্ব সঞ্চয় আমানত
* বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব
* মুদারাবাহ সঞ্চয়ী বন্ড স্কীম ৫ বছর বা ৮ বছর মেয়াদী

Dhaka University Institutional Repository

খ) মুদারাবাহ্ বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) স্কীম

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড চলতি হিসাব রক্ষণের ব্যাপারে আল ওয়াদিয়াহ্ হিসাব ও লাভ ক্ষতির শর্তে সঞ্চয় পদ্ধতি গ্রহণ করে যা বিভিন্ন ধরণের মুদারাবাহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ব্যাংক ৭০% বিনিয়োগ আয় তার লাভ ক্ষতির অংশীদার আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করে। মুদারাবাহ্ বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) স্কীম জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস জাগানোর এবং শরীয়াহ ভিত্তিতে যেন জনসাধারণ লাভ গ্রহণ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। যে ওয়েটেজ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এই পদ্ধতিতে তা হচ্ছে ৫ বছরের জন্য ওয়েটেজের হার ১.১০ এবং ১০ বছরের জন্য ওয়েটেজের হার ১.৩০।

লাভ লোকসান বন্টন পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন ধরণের মুদারাবাহ্ আমানত, যেমন মুদারাবাহ্ বিশেষ নোটিশ আমানত, মুদারাবাহ্ সঞ্চয়ী আমানত এবং মুদারাবাহ্ বিভিন্ন মেয়াদী আমানতের গুরুত্ব ও মেয়াদ বিবেচনা করে ব্যাংক একটি ওয়েটেজ পদ্ধতি স্থির করেছে। এসব আমানতের উপর লাভ-লোকসান বন্টন করার সময় উক্ত ওয়েটেজ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাংক এর বিভিন্ন ধরনের মুদারাবাহ্ আমানতের অর্থ খাটিয়ে যে লাভ পায়, প্রথম চুক্তি অনুসারে শতকরা ৬৫ ভাগ বা সম্ভব হলে তার বেশী অংশ মুদারাবাহ্ আমানতকারীদের জন্য পৃথক করে নেয়। অতঃপর নির্ধারিত ওয়েটেজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই অর্থ বিভিন্ন ধরণের মুদারাবাহ্ আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক সাধারণত এর বার্ষিক সম্ভাব্য মুনাফা ধরে তার ভিত্তিতে হিসাব করে সকল প্রকার মুদারাবাহ আমানতকারীদের হিসাবে মুনাফার অংশ জমা করে দেয়। অতঃপর বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব করার পর এবং ব্যাংকের নিয়োগকৃত অডিটরদের দ্বারা যথাযথ অডিট করানোর পর মুদারাবাহ অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রকৃত লাভের অংক নির্ধারণ করা হয় এবং এই লাভের প্রাপ্য অংশ জমাকারীদের মধ্যে বন্টনের মাধ্যমে প্রকৃত ও চূড়ান্ত লাভের হার স্থির করা হয়।

যদি দেখা যায় যে, জমাকারীদের হিসাবে ইতিপূর্বে যে হারে লাভ দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃত ও চূড়ান্ত হারের চেয়ে কম, তাহলে মুনাফার অবশিষ্ট প্রাপ্য অংশ জমাকারীদের হিসাবে জমা করে দেওয়া হয়। আর যদি দেখা যায়, জমাকারীদেরকে প্রভিশনাল ভিত্তিতে প্রদত্ত হার প্রকৃত ও চূড়ান্ত হারের চেয়ে বেশী, তাহলে প্রদত্ত মুনাফার অতিরিক্ত অংশ জমাকারীদের হিসাব থেকে উসুল করা হয়। এভাবে প্রভিশনাল প্রদত্ত মুনাফা প্রকৃত মুনাফার সাথে সমন্বয় করা হয়। যে ওয়েটেজের ভিত্তিতে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করে তা নীচে দেওয়া হলোঃ

| **হিসাব** | **গুরুত্বের হার** |
|---|---|
| ১. মুদারাবাহ হজ্ব আমানত | ১.১০ |
| ২. মুদারাবাহ ৩ বছর মেয়াদী হিসাব | ১.০০ |
| ৩. মুদারাবাহ ২ বছর মেয়াদী হিসাব | ০.৯৮ |
| ৪. মুদারাবাহ ১ বছর মেয়াদী হিসাব | ০.৯৬ |
| ৫. মুদারাবাহ ৬ মাস মেয়াদী হিসাব | ০.৯২ |
| ৬. মুদারাবাহ সঞ্চয়ী হিসাব | ০.৭৫ |
| ৭. মুদারাবাহ বিশেষ নোটিশ হিসাব | ০.৩৫ |

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবাহ আমানত সমূহের অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংকের লোকসান হলে সে লোকসানের সাকুল্য অংশ মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে তাদের জমার স্থিতি অনুপাতে বন্টন করা হয় (৬৩)।

তবে একথা ঠিক যে, ব্যাংকের বিনিয়োগে লোকসান হওয়া স্বাভাবিক নয়। প্রথমতঃ ব্যাংকের বিনিয়োগ থাকে বিভিন্নমুখী ও ব্যাপক। ফলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা খাতে লোকসান হলেও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত লাভ মিলে সার্বিকভাবে লাভ হওয়াই স্বাভাবিক। তবু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ভবিষ্যতের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে প্রতি বছর ব্যাংকের লাভের অংশ থেকে সর্বোচ্চ শতকরা ১৫ ভাগ লাভ সঞ্চয় করে একটি ক্ষতিপূরণ তহবিল গড়ে তুলেছে।

*** আল- বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সঞ্চয় হিসাব**

**আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে।**

* চলতি সঞ্চয়ী হিসাব

* মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

* মুদারাবা মেয়াদী হিসাব

* মুদারাবা স্বল্প মেয়াদী হিসাব

* বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হিসাব

* কিস্তি ভিত্তিতে ভবিষ্যত সঞ্চয় স্কীম

* উচ্চ শিক্ষার্থে সঞ্চয় স্কীম

* বিবাহ সঞ্চয় স্কীম

* ছোট শিশুদের জন্য মাসিক সঞ্চয় স্কীম

সাধারণ সঞ্চয় আমানত স্কীম ছাড়াও আল-বারাকা ব্যাংকের বিশেষ কিছু সঞ্চয় স্কীম রয়েছে। যেমন ১০ বছর মেয়াদী কিস্তি ভিত্তিক ভবিষ্যত সঞ্চয় স্কীম। এটি জনসাধারণের সুন্দর ভবিষ্যত ও দুশ্চিন্তামুক্ত ভবিষ্যত তৈরী করবে বলে আশা করা যায়। এই স্কীমের আওতায়ে কেউ যদি মাসিক ৫০০ টাকা আমানত রাখে দশ বছরে সে পারে মোট ১,০১,৩৪০.০০ টাকা (এখানে আসল আমানত ৬০,০০০.০০ টাকা এবং লাভ ৪১,৩৪০.০০ টাকা) যা তার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করবে।

উল্লেখ্য যে মুদারাবা তিন বছর মেয়াদী হিসাবে যে লাভের অনুপাত দেওয়া হয় তা অপেক্ষা ১.১% লাভের অনুপাত বেশী দেওয়া হয় এই ১০ বছর মেয়াদী কিস্তি ভিত্তিক সঞ্চয় স্কীমে।

উচ্চ শিক্ষা সঞ্চয় স্কীম অব আল-বারাকা ব্যাংক ভবিষ্যত প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করে ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার জন্য গঠিত হয়েছে। যে কেউ এই হিসাবে ১৫ বছর মেয়াদী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চয় স্কীমে মাসিক কিস্তিতে ২০০ টাকা আমানত রাখতে পারে। মুদারাবাহ ৩ বছর মেয়াদী হিসাবে যে লাভের অনুপাত দেওয়া হয় তা অপেক্ষা ১.১% লাভের অনুপাত বেশী কেউ ১৫ বছর মেয়াদী মাসিক ২০০.০০ টাকা

আমানত রাখার পর সে পাবে ৮১,০০০.০০ টাকা। এখানে ৩৬,০০০.০০ তার আমানত এবং ৪৫,০০০.০০ টাকা প্রায় তার মুনাফা।

বিবাহের সময় আর্থিক সুবিধার জন্য আল-বারাকা ব্যাংক ১৫ বছর মেয়াদী বিবাহ সঞ্চয় স্কীম তৈরী করেছে। এই স্কীমের আওতায় কেউ যদি মাসিক ২৫০.০০ টাকা হারে ১৫ বছর মেয়াদী আমানত রাখে তবে সে মোট ১,০১,৩০০.০০ টাকা পাবে যেখানে ৪৫,০০০.০০ টাকা তার আমানত এবং বাকী ৫৬,০০০.০০ টাকা তার মুনাফা। ছোট শিশুদের জন্য মাসিক সঞ্চয় স্কীম রয়েছে আল-বারাকা ব্যাংকে। কেউ তার শিশুর জন্য মাসিক ১০০ টাকা হারে দশ বছর মেয়াদী এই স্কীমে আমানত রাখলে সে মোট ২০,২৬৪.০০ টাকা পাবে যেখানে তার আমানত ১২,০০০.০০ টাকা বাকী তার মুনাফা (৬৪)।

Dhaka University Institutional Repository

## * আল- আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় হিসাব

আল- আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিম্নলিখিত সঞ্চয় আমানত হিসাব রক্ষণ করে।

ক) সাধারণ আমানত হিসাব

* আল-ওয়াদিয়াহ্ হিসাব
* মুদারাবাহ সঞ্চয় আমানত হিসাব
* মুদারাবাহ মেয়াদী আমানত হিসাব
* মুদারাবাহ নোটিশ আমানত হিসাব
* বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব।

খ) বিশেষ আমানত হিসাব

* আল-আরাফাহ্ জুনিয়র হিসাব
* মাসিক মুনাফা লাভের ভিত্তিতে মেয়াদী আমানত হিসাব
* মাসিক আমানত ভিত্তিতে বিবাহ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্কীম
* সঞ্চয় বিনিয়োগ স্কীম।
* আল-আরাফাহ হজ্ব একাউন্ট স্কীম।
* আল-আরাফাহ্ এককালীন হজ্ব সঞ্চয় হিসাব।

আল আরাফাহ্ জুনিয়র একাউন্ট একটি নতুন ও ব্যতিক্রমধর্মী হিসাব যা জুনিয়রদের সঞ্চয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই একাউন্টের লক্ষ্য হচ্ছে তাদের ইসলামের জ্ঞান সমৃদ্ধ করা, ইসলামী জীবন বিধান জানা, ইসলামী ব্যাংকিং এর নিয়ম পদ্ধতি জানা এবং শৈশব থেকেই সঞ্চয়ে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করা মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদী জমা: যে কেউ এই হিসাবে টাকা জমা দিতে পারে। এই প্রকল্পের অধীনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য ১.০০ লাখ, ১.২০ লাখ ও ১.২৫ লাখ টাকা কিংবা তার গুনিতক অংশ জমা গ্রহণ করা হয়। ব্যাংক লাখ প্রতি মাসিক ৯০০ টাকা, ১০০0 টাকা বা ১১৫০ টাকা বা তদুর্ধ জমার জন্য আনুপাতিক হারে মুনাফা প্রদান করে। উপরিউক্ত হার বছর শেষে প্রকৃত মুনাফার সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়(৬৫)।

আল আরাফাহ্ ব্যাংক মাসিক কিস্তি ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করে বিবাহ সঞ্চয় জমা ও বিনিয়োগ প্রকল্প গঠন করেছে যা মুদারাবাহ নীতির উপর ভিত্তি করে চালিত হয়। এই প্রকল্পাধীনে মাসিক কিস্তি ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করা হয়। ৩ বছর, ৫ বছর বা ৮ বছর মেয়াদের জন্য এই প্রকল্পের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সহায়ক জামানত ছাড়া জমাদাতাকে তার জমার দ্বিগুণ পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পাধনে যে কোন ব্যক্তি তাঁর সঞ্চিত টাকা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবসায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে ১ বছর থেকে ২০ বছর সময়ের জন্য এই ব্যাংক মাসিক হজ্ব জমা গ্রহণ করে। হিসাবের মালিক এই ধরণের হিসাবে জমা সঞ্চয় করে লভ্যাংশসহ সঞ্চিত অর্থে হজ্ব পালন করতে পারে। এককালীন হজ্ব জমা: এ প্রকল্পের অধীনে ১টি নির্দিষ্ট অংকের হজ্ব জমা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। নিয়মমাফিক এই

Dhaka University Institutional Repository

জমার সাথে বছর বছর লভ্যাংশ যুক্ত হতে থাকে। যখনই এ ধরণের জমার মেয়াদ পূর্ণ হয় তখন তা দ্বারা জমাদাতা হজ্ব ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। এই প্রকল্পাধীনে অভিভাবকরা তাদের উত্তরাধীকারদের হজ্ব পালনের জন্যও হিসাব খুলতে পারেন। ব্যাংক এই ধরণের জমার উপর সর্বোচ্চ হারে মুনাফা প্রদান করে।

## * সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের সঞ্চয় সেবা

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলির মত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে মুদারাবাহ্ সঞ্চয় হিসাব পরিচালনা করছেঃ

* আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব
* মুদারাবাহ সঞ্চয় জমা
* মুদারাবাহ স্বল্প নোটিশ জমা
* মুদারাবাহ মেয়াদী জমা,

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকে বিশেষ জমা প্রকল্পগুলি হচ্ছেঃ

* মুদারাবাহ মাসিক মুনাফা হিসাব
* মুদারাবাহ হজ্ব ওমরাহ সঞ্চয় হিসাব
* ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট।

মুদারাবাহ মাসিক মুনাফা হিসাব হচ্ছে তাদের জন্য যারা তাদের মাসিক গৃহস্থালী ব্যয় ঐ মুনাফা হতে ব্যয় করে কিন্তু তাদের মূল জমা অবিকৃত থাকে। বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নার যারা বিদেশে থাকেন তারা এ ধরণের একাউন্ট খুলেন যাতে নিয়মিত মাসিক

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফা দিয়ে তাদের পরিবারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয়। পেনশন হোল্ডাররা তাদের পেনশনের টাকা দিয়ে এ ধরণের একাউন্ট খুলতে পারেন। এর মেয়াদ ৫ বছর।

যে কোন মুসলমান মুদারাবাহ নীতির ভিত্তিতে মুদারাবাহ হজ্ব ওমরাহ হিসাব খুলতে পারে। এ প্রকল্প আমানতকারীদের ১ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে হজ্ব ওমরাহ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন সুবিধা দান করে।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের বিশেষ জমা প্রকল্পটি ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রে সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক ব্যাংকিং ইতিহাসে প্রথম নতুন প্রোডাক্টের সূচনা করেছে। জনগণের সঞ্চয়কে কাজে লাগানো এবং অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই প্রকল্পের গাইডলাইন গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ-

- Cash Waqf is an endowment in conformity with shariah. Bank manages the waqf on behalf of the waquif.

- Waqf is done in perpetuity and the A/C is opened in the Title given by the waquif.

- Waquif has the liberty to choose the purpose (s) to be served either from the list of 32 purposes identified by the bank covering (a) Family empowerment credits (b) Human resource development (c) Health and sanitation and social utility services or any other purpose (s) permitted by shariah.

Dhaka University Institutional Repository

- Cash waqf amount earns profit at the highest rate offered by the Bank from time to time.

- Cash waqf amount remain intact and only the profit amount is spent for the purpose (s) specified by the waquif. Unspent profit amount automatically added to waqf amount and earn profit to grow over the time.

- Waquif can also instruct the Bank to spend the entire profit amount for the purpose specified by him / her.

- Waquif has the opportunity to create waqf at a time. Otherwise he / she may declare the amount he/ she intends to build up and may start with a minimum deposit of Tk. 1000 one thousand) only. The subsequent deposits may also be made in thousand or in multiple of thousand.

- Waquif has the right to give standing instruction to the bank for regular realization of cash waqf at a rate specified by him / her from any other a/c maintained with SIBL.

- The denomination of each certificate is Tk. 1,000 (Taka on thousand).

Cash waqf is accepted in specified endowment receipt voucher and a certificate for the entire amount is issued as and when the declared amount is built.

Dhaka University Institutional Repository

Cash waqf - এর অবস্থান ১৯৯৭ সালে এবং ১৯৯৮ সালে নিম্নে দেখান হল ঃ

| | 1997 31st Dec | 1998 31st Dec | 1999 31st May |
|---|---|---|---|
| Nos. of cash waqf Account (opened) | 36 | 1249 | 1931 |
| Amounts (Taka ) | 39,452 | 1,249,523 | 1,941,920 (৬৬) |

### * ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাইরাইন, ই,সি এর সঞ্চয় হিসাব

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন, ই,সি, বাংলাদেশ শাখা, মুদারাবাহ নীতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে জমা হিসাব রক্ষণ করেঃ

* মুদারাবাহ সঞ্চয় জমা
* মুদারাবাহ স্বল্প মেয়াদী জমা
* মুদারাবাহ মেয়াদী জমা ।

Dhaka University Institutional Repository

## * প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের জমা হিসাব

প্রাইম ব্যাংকের দুইটি শাখা তাদের জমা হিসাব মুদারাবাহ নীতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রক্ষণ করছেঃ

* আল ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব
* লাভ ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমা
* লাভ ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা
* লাভ ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মেয়াদী জমা
* লাভ ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদী জমা।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ জমা প্রকল্পগুলি হচ্ছে ঃ

* শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প
* মাসিক কিস্তি ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
* মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংকগুলি যে মুদারাবাহ অনুপাত প্রদান করে তা হচ্ছে ৬৫ থেকে ৭৫ ভাগ, এই অনুপাত বিভিন্ন ব্যাংক অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## (১) বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রকল্প সাফল্য

### * ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ স্বল্প পুঁজির লোকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই সব প্রকল্প গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন ব্যাংকের বিভিন্ন ধরণের মুদারাবা আমানতের অর্থ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ হয়েছে অন্যদিকে দেশে বিদ্যমান ব্যাপক বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ডাক্তার বিনেয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র পরিবহন প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, এসবের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ও গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান, গরীব কৃষক ও বর্গাচাষীদের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদন, মৎস চাষ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, রিক্সাভ্যানসহ বিভিন্ন গ্রামীণ পরিবহন, হস্তচালিত অগভীর নলকূপ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও পশু পালনসহ বিভিন্ন ধরণের আয় বর্ধনমূলক খাতে

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৩ টি আর্থিক কার্যক্রমে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দেশে ১৮টি জেলায় ব্যাংকের ২১টি শাখায় প্রতিটি ১৫ মাইল পরিসীমার মধ্যে এক বা একাধিক গ্রামকে আদর্শ গ্রাম রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়ে এই প্রকল্প কাজ শুরু করেছিল। কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প ও হাঁস মুরগী বিনিয়োগ প্রকল্প এরই পাশাপাশি প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

ক) সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পরপরই সাদাকাহ্ তহবিল নামে একটি দাতব্য তহবিল গঠন করে। এই তহবিল হতে আর্ত মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রমের পরিধির বিস্তৃতি ঘটলে ১৯৯১ সালের মে মাসে সাদাকাহ্ তহবিলকে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করে। "ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" এর সৃষ্টি হয়। সেই থেকে এটি স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে আসছে । এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আর্তমানবতার সেবা, গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা সম্প্রসারণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ, শিল্প- সাহিত্য- সংস্কৃতি- ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে উৎসাহ দান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

**ফাউন্ডেশনের আয়ের উৎস হচ্ছে ঃ**

১। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর নিজস্ব যাকাত

২। ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত যাকাত

৩। ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত অনুদান

Dhaka University Institutional Repository

৪ । শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংকের এমন আয় এবং

৫ । ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রকল্প থেকে আয় (৬৭) ।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বহুমুখী। সেগুলি কয়েকটি বড় গ্রুপে ভাগ করা যায় । যেমন-

**আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম ঃ** এর মধ্যে রয়েছে ভিখারীর হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে রিক্সা, সেলাই মেশিন, হাঁস-মুরগী বিতরণ, গাভী পালন, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ।

**শিক্ষামূলক কার্যক্রম ঃ** অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আমাদের জনগোষ্ঠীকে বিশেষতঃ দরিদ্র জনসাধারণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশন তার সীমিত সামর্থের মধ্যে আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দান, ক্ষেত্র বিশেষে ছাত্র- ছাত্রীদের এককালীন সাহায্য দান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ।

**স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সীমিত সামর্থের মধ্যে ফাউন্ডেশন দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহায়তা দান কর্মসূচী, চিকিৎসার জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান, নলকূপ স্থাপন এবং স্যানিটারী পায়খানা নির্মাণের মতো কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক সাহায্য দান কার্যক্রম ঃ দুঃস্থ ব্যক্তি, যারা খাদ্য বস্ত্র বা সংস্থানের মতো অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা পূরনে অসমর্থ, তাদের তাৎক্ষণিক সম্ভাব্য সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ, কন্যাদায়গ্রস্তদের এককালীন সহায়তা প্রদান এবং ইয়াতীমখানা নির্মাণ ও পরিচালনা এই কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ঃ বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফাউন্ডেশন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণকাজ পরিচালনা করে থাকে। নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দূর্যোগেও ফাউন্ডেশন ত্রাণ তৎপরতা গ্রহণ করে। অধিকন্তু ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল বিভিন্ন সংস্থাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক অনুদান প্রদান করে।

দাওয়াহ্ কার্যক্রমঃ এই কর্মসূচীর আওতায় দেশের বুদ্ধিজীবিমহলসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গবেষণাধর্মী ইসলামী পত্র-পত্রিকা ও বই বিতরণ করা হয়।

মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারে সহায়তা দান, জাতীয় পুনর্গঠন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থায় অনুদান প্রদান এবং অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে দাওয়াহ কার্যক্রমের সম্প্রসারণে সাহায্য করাও এই কর্মসূচীর আওতাভূক্ত।

অর্থাৎ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা, মানবিক সাহায্য দাওয়াহ এবং বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে

আর্থিক সাহায্য প্রদান করার লক্ষ্যেই ইসলামি ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। যথাঃ-

- **ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালঃ** মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত রোগীদের স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঢাকাতে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল চালু করা হয়। এখানে দিবারাত্রি জরুরী সেবা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের সুযোগও ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলাশহরসমূহে এই সেবা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চলছে। রাজশাহী ও খুলনা মহানগরীতেও দুইটি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

- **ইসলামী ব্যাংক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটঃ**

বেকার সমস্যা সমাধান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে এটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে কম্পিউটার ট্রেনিং, সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স, ইলেকট্রোনিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যুয়িং মেশিন অপারেশন, এয়ারকন্ডিশনিং ও রিফ্রিজারেশন, মোটর ড্রাইভিং, রেডিও ও টেলিভিশন রিপেয়ারিং, পেইন্টিং প্রভৃতি ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এই ইনষ্টিটিউটকে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করার কর্মসুচী রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

* মনোরম ঃ মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তাদের ঘরে তৈরী এমব্রয়ডারী করা ও নানা ডিজাইনের পোশাক পরিচ্ছেদ ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং এর আওতায় ইতিমধ্যে ঢাকায় একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিপনী কেন্দ্র চালু রয়েছে।

* ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ঃ আদর্শ নাগরিক হিসাবে ছাত্রদেরকে গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ সালে ঢাকা মহানগরীতে ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে (৬৮)।

ব্যাংক ফাউন্ডেশন ১৯৯২ সালে উপরিউক্ত খাতসমূহে তার তহবিল হতে ব্যয় করেছে ১.০২ কোটি টাকা ১৯৯৩ সালে ১.৯৪ কোটি, ১৯৯৪ সালে ২.৩৯ কোটি টাকা এবং ১৯৯৫ সালে ব্যয় করেছে ৪.৪৫ কোটি টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যয় করেছে ৪.৪৫ কোটি টাকা। নানা ধরণের কল্যাণমূলক কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভের পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ফলে আমাদের সমাজের দরিদ্র ও মন্দভাগ্য লোকদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আজও এ ধরণের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি।

এখানে আর একটু বলা প্রয়োজন যে,১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্গত মানুষের সাহায্যে ফাউন্ডেশন ৭.৪২ মিলিয়ন টাকা খরচ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ইসলামী ব্যাংক ফাইন্ডেশনের কার্যক্রম সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল ।

## ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের জন কল্যাণমূলক কার্যক্রম

## (মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ |
|---|---|---|---|---|
| আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প | ৩.০৭ | ৩.১৪ | ৬.৭১ | ২.০৩ |
| শিক্ষা | ৫.০২ | ৫.৬৫ | ৭.৪৭ | ৯.৭০ |
| স্বাস্থ্য পরিচর্যা | ৩.৯১ | ২.২৬ | ৫.৩৩ | ৪.১৪ |
| মানবিক | ১.৯৫ | ১.৯৯ | ৩.৩৭ | ৪.৬৮ |
| ত্রাণ ও পুনর্বাসন | ৩.০৪ | ১.৯৯ | ৫.২০ | ৭.৪২ |
| দাওয়াহ্ কার্যক্রম | ৪.৪৯ | ৪.২৯ | ৫.২১ | ৯.০০ |
| পরিচালনা ব্যয় | ১.০১ | ১.০৫ | ১.৫১ | ২.১৯ |
| বিশেষ কর্মসুচী | ১.২৫ | ৭.৫৪ | ৯.৬৯ | ১৭.৬৪ |

(৬৯)

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে শিক্ষামূলক কার্যক্রমে ।

Dhaka University Institutional Repository

খ) ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ একদল সুদক্ষ ও সুযোগ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরুর বছরেই প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। উপরন্তু প্রচলিত সুদী ব্যাংক থেকে আগ্রহী, দক্ষ ও সিনিয়র অফিসারদের অনেককেই রিক্রুট করতে হয় সঙ্গত কারনেই। একই সঙ্গে মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণরাও শিক্ষানবীশ অফিসার হিসাবে যোগ দিচ্ছে কর্মী বাহিনীতে। এইসব রিক্রুটকৃত অফিসার ও কর্মীদের ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং বাণিজ্যনতি ও কর্মকৌশল বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নীতি নির্ধারণ এই একাডেমীর মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিন্নধর্মী এই ব্যাংকের জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ট্রেনিং কর্মসূচী, ওয়ার্কশপ, এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ প্রোগামও একাডেমী পরিচালনা করে আসছে। একই সঙ্গে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী তৈরি ও গবেষণার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সযত্ন প্রয়াসও অব্যাহত রয়েছে। (বর্তমানে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোও এধরণের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নিয়েছে।)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ১৯৯৮ সালে একাডেমী ৪৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে যাতে ১৩৫৩ জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমী ১১টি ওয়ার্কশপ, ৫টি এক্সিকিউটিভ ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম, ৮টি সেমিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং বিভাগের শেষ বর্ষের ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পাকিস্তানের ব্যবসা প্রশাসনের স্নাতক শ্রেণীর একজন করে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৮টি ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে (৭০)। ১৯৯৮ সালে বিভিন্ন পর্যায়ের ২১৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশ ইনষ্টিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

### * আল-বারাকা ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প

আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৭ সালে গৃহস্থলী স্থায়ী সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে। এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের গৃহস্থলী আসবাব পত্র কিনতে সাহায্য করা এবং তাদের কন্যাদের বিবাহের সময়ের জন্যও এ প্রকল্প সাহায্য প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

## * আল- আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প

আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডসহ সামাজিক কল্যাণমূলক সকল দিক আওতায় আনার উদ্দেশ্যে নতুন উদ্ভাবনী স্কীমের মাধ্যমে ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ও নিবিড়ভাবে তদারক ও পর্যালোচনা করছে। ব্যাংক ইতিমধ্যেই সীমিত আয়ের লোকজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বর্ধন কর্মকান্ডে অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি চালু করেছে।

- কাঙ্খিত সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প
- মসজিদ মাদ্রাসা ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প
- বিশেষ পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প
- পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প (৭১)

এছাড়াও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যেমন- ক্ষুদ্র যানবাহন প্রকল্প, মৎস চাষ প্রকল্প, কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, আধুনিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট বিনিয়োগ প্রকল্প, সার্ভিস হোল্ডারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প, আত্ম কর্মসংস্থান বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক তাদের সাদাকা তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।এগুলো হচ্ছে- আল -আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, আল-আরাফাহ্ হাসপাতাল আরাফাহ্ ইসলামীক ইউনিভার্সিটি, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

Dhaka University Institutional Repository

কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা এবং ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাগুলির মাধ্যমে যে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, শিশুদের জন্য মক্তব্য প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ইত্যাদি (৭২)।

## * সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ তিনটি সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে দুশ্চিন্তা বিহীন সুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়াসে এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনার মাধ্যমে গরীব জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে। এ লক্ষ্যে এই ব্যাংকের যে প্রকল্পগুলি রয়েছে তা হচ্ছেঃ

• পরিবার শক্তিশালীকরণ, • মসজিদ সম্পত্তি উন্নয়ন প্রকল্প,

• মসজিদ ও ছোট মার্কেট প্রকল্প, • ফিজিও থেরাপী সামগ্রী ক্রয় প্রকল্প, এছাড়া ও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য গৃহস্থলী সামগ্রী প্রকল্প (৭৩)।

Dhaka University Institutional Repository

## * প্রাইম ব্যাংকের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প

প্রাইম ব্যাংক লিঃ কমার্স ক্রেডিট স্কীম শুরু করেছে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য করার জন্য প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের তাদের নিজস্ব সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম রয়েছে। দেশ ও জনসাধারণের আর্থ সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# সপ্তম অধ্যায়

## (১) শরীয়াহ্ বোর্ড

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যই ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক যে ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসারেই পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করছে এই শরীয়াহ্ বোর্ড ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যে সব সন্দেহজনক বিষয়ের মুকাবিলা করে, সেগুলো এ বোর্ডের সম্মুখে পেশ করা হয়। শরীয়াহ্ বোর্ড ইসলামের বিধি বিধানের আলোকে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় এবং রায় দেয়। উপরন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংককে পরামর্শ দেবার দায়িত্ব এ বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ সম্মত ভাবে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত করছে কিনা সে ব্যাপারে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর নিকট প্রতি বছর ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড রিপোর্ট প্রদান করে থাকে।

## (২) বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকগুলির শরীয়াহ্ বোর্ডের গঠন

ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান ইসলামী আইনবিদ, প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী শরীয়তে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড গঠিত। তারা তাকওয়া, পরহেজগারী, খোদাভীরুতা, পান্ডিত্য

Dhaka University Institutional Repository

এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে শুধু ব্যাংক কর্তৃপক্ষেরই নয় দেশবাসীরও আস্থাভাজন।ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন, সেজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

- সদস্যদের কেউই যেন ব্যাংকে কর্মরত না হন এবং কোন ভাবেই যেন ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর অধীনস্থ না হন।
- ব্যাংকের সাধারণ সদস্য সভায় যে ভাবে অডিটর নিযুক্ত হন, সে ভাবেই যেন শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য মনোনীত ও নিযুক্ত হন।
- সাধারণ সভাই যেন তাদের সম্মানী নির্ধারণ করে।
- অডিটরদের ন্যায় শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্যদেরও যেন ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা থাকে।
- এ বোর্ডের সদস্যদের যেন সহজেই পদচ্যুত করা না যায় (৭৪)।

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক তার প্রতিষ্ঠার শুরুতেই গঠন করে ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড। কোন কোন ইসলামী ব্যাংকে এর নাম শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কাউন্সিল। এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচজন হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী থাকেন সুবিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণ। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন এরাই। বাকী দুজনের একজন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও অন্যজন অভিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদ হয়ে থাকেন। এরা শুধু যে ব্যাংককে শরীয়াহসম্মতভাবে চলতে পরামর্শই দেন তা নয়, ব্যাংককে ভুল পথে চলতে চাইলে তাতে বাধা দেবার ক্ষমতাও এই বোর্ডের আছে। ব্যাংকের আর্টিকেলস্ অব এগ্রিমেন্টেই এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা দশ। এদের মধ্যে সাত জনই আলেম/ ফকীহ, একজন প্রবীণ ব্যাংকার, একজন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও একজন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকান্ড বিশেষ করে বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ্ নীতি পরিপালন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের কার্যক্রমে শরীয়াহ্ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ্ কাউন্সিল ব্যাংকের শাখাসমূহ পরিদর্শন করে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের ১২৩নং সেকশনে বলে হয়েছে
"The Board of Directors of the Bank may appoint from time to time Consultative Body or Bodies specialized in Islamic Shariah laws, Economics, Financial and Legal Studies and may determine the terms of reference for such Consultative Bodies."

এভাবে আল বারাকা ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনে বলা হয়েছে, "The Board of Directors may appoint from time to time Consultative or Advisory Body or Bodies of person / persons qualified in Islamic Shariah and for Banking, finance., industry, commerce, economics and other matters relevant for the efficient and effective functioning of the company and may determine the function of such Body or Bodies and the manner in which such function shall be carried out."

Dhaka University Institutional Repository

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১৫৮ নং সেকশনে বলা হয়েছে-

১৫৮.১ "A Shariah Council whose members would be made of muslim religious scholars in the country, shall be established-

a) To advise the company on the operations of its banking business in order to ensure that they do not involve any element which is not approved by the Islamic Shariah.

b) To give their views on any matter referred to it by the Board of Directors or by the Chairman or by the Bank executives.

c) To sit in the meeting of Board of Directors and give their views when requested.

d) To act as arbitrators when so appointed.

e) To impart Islamic training and teaching to the Bank officials.

158.2 The Shariah Council shall have a minimum of three and a maximum of seven members whose appointment shall be made by the Board of Directors for a term not exceeding three years and each member may be eligible for re-appointment.

The remuneration of the members of the Shariah Council shall from time to time be determined by the Board of Directors . The members may also be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings or in connection with the tasks of the council.

Dhaka University Institutional Repository

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, তাদের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের সেকশন ১০৪ নং এ বলেছে "On the licensing of Social Investment Bank Limited, an Islamic Shariah Board shall be constituted with members from Fuquahas. Lawyers and Economists to advise the company on the operation of its business in order to ensure that they do not involve any element which is not approved by Shariah. The Board of Directors will determine the terms of reference for the Shariah Board ".

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড তার শাখা দু'টি ইসলামী শরীয়ার গাইড লাইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য এবং পরামর্শ দেবার জন্য একটি শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠন করেছে।

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই,সি এর বাংলাদেশী ব্রাঞ্চ, তাদের কেন্দ্রীয় সুপারভাইজারী বোর্ড যা বাহরাইনে অবস্থিত দ্বারা মনিটরিং হয়। তারা বাংলাদেশে পৃথক কোন ধর্মীয় সুপারভাইজারী বোর্ড গঠন করে নাই।

## * বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়

বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়ত বোর্ডের মধ্যে তখনই সমন্বয় সাধন সম্ভব, যখন ইসলামী ব্যাংক সমুহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের জন্য উচ্চতর ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড গঠন করা হবে। প্রতিটি ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ডের চেয়ারম্যান এই উচ্চ শরীয়ত বোর্ডের সদস্য হবেন। এছাড়া ইসলামী বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী আইনবিদ ও ফকিহদের মধ্যে থেকেও এ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ড ইসলামী ব্যাংক সমুহের কাজ কারবার পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যও তত্ত্ব সরবরাহ করবে, যেন ইসলামী শরীয়ত সম্মত ভাবে এসব ব্যাংক তাদের দায় দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে। সকল ইসলামী ব্যাংকই এই উচ্চতর ইসলামী শরীয়ত বোর্ডের নির্দেশ, আদেশ ও উপদেশ মেনে চলবে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকগুলির কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই এটি গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে শরীয়াহ্ সুপার ভাইজারী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলির কার্যক্রম, মনিটরিং, সুপারভাইজ ও গাইড দেওয়া সহজ হবে এবং ইসলামী ব্যাংকগুলির শরীয়াহ্ কাউন্সিল ও ট্রেনিং একাডেমীগুলির মধ্যেও সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# অষ্টম অধ্যায়

## (১) ইসলামী ব্যাংকের সমস্যাবলী

দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' প্রতিষ্ঠার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। বহু প্রতিবন্ধকতা, বহু চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে আজ এক প্রতিষ্ঠিত আসন দখল করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

### * প্রাথমিক অবস্থার সমস্যাবলী

বাংলাদেশের জনসমষ্টির শতকরা ৮৮ জন ইসলামের অনুসারী। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ একথা সকলেরই জানা, কিন্তু ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং কার্যক্রম পরিচালনা সহজ কথা নয়। কারণ দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক আইন শরীয়তের উপর নির্ভরশীল নয়।

দ্বিতীয়তঃ পদ্ধতিগত অসুবিধার কথাও উল্লেখ করার সাথে সাথে। কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে যা শরীয়াহ্ অনুমোদিত। সুদী ব্যাংকগুলির সাথে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই কোন্ পদ্ধতিতে মুনাফা নিশ্চিত এবং ঝুঁকি কম তা গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রতিকূল। এদেশের আইন ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থারই কিছুটা সংশোধিত রূপ, বিদ্যমান আইন সুদের স্বপক্ষে এবং ইসলামী ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও বীমার

Dhaka University Institutional Repository

বিপক্ষে। তাই এই আইন কাঠামোর আওতায় ইসলামী আর্থিক বা ফিন্যান্সিয়াল ইন্সষ্টিটিউশন গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত ব্যাংকিং আইন ছিল না।

চতুর্থতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দু'একটি দল ছাড়া প্রায় সকল দলই ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের বিরোধী। সামাজিক সাংস্কৃতিক পর্যায়েও দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তৈরি হওয়া জরুরী, এদেশের অসংখ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অহর্নিশ তার বিরুদ্ধে কাজ করে আগেও চলেছিল এখনও চলেছে। ইসলামী বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নই তাদের লক্ষ্য ছিল এবং এখনও আছে।

পঞ্চমতঃ দক্ষ জনশক্তির অভাব ছিল। ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রকৃত দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব প্রকট ছিল। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই ব্যাংককে অন্যান্য সুদী ব্যাংক থেকে দক্ষ জনশক্তি সংগ্রহ করে কাজ শুরু করতে হয়েছে। তাদেরকে আলাদা করে ইসলামী ব্যাংকের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দক্ষ জনশক্তির সংখ্যাল্পতার কারণে ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নির্বাচন, মনিটরিং, মূল্যায়ন ও শাখা বিস্তার বিঘ্নিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

## * মধ্য অবস্থার সমস্যাবলী

উপযুক্ত লোক, প্রতিষ্ঠান ও মানসিকতার অভাবে মুদারাবা, মুশারাকা ও করযে হাসানা প্রদানের ব্যবস্থা করা এদেশে সম্ভবপর হয় না। ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হলে যে সব কর্মপদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে সে সবের মধ্যে করযে হাসানা প্রদান, মুদারাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজে অভাবী লোকের প্রয়োজন পূরণ এবং কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামের সোনালী যুগেতো বটেই, এমনকি আইয়ামে জাহেলিয়ায়ও মুদারাবা পদ্ধতি চালু ছিল কিন্তু বর্তমানে সুদের সর্বগ্রাসী প্রকোপে এবং ব্যক্তি চরিত্রের নিদারুণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায় না মুদারাবা উদ্যোগ নেওয়া যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলি পর্যন্ত বাংলাদেশে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে ভরসা পাচ্ছেনা, ব্যক্তি চরিত্রের অবনতি ও আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগের অভাবে। মানসিকতার পরিবর্তন ও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরীর ব্যর্থতাই এদেশে এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

- এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও ইসলামী আর্থনীতি বাস্তবায়নে তথা প্রচার ও প্রসারের বিরোধী। মাদ্রাসা শিক্ষাসহ দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ইসলামী অর্থনীতি পড়ানো হয় না। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীর অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পাঠ্যসূচীর কোন পত্রে সামান্য মাত্র ইসলামী ব্যাংকিং, অর্থনীতি চিন্তা ইত্যাদি বিষয় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে পরিহাস ও পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পাঠ্য সূচীতে ইসলামী অর্থনীতির লেশমাত্র নেই, তা আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতি। ঐ অর্থনীতি পড়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বা ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানার কোনও

Dhaka University Institutional Repository

উপায় নেই। আসলেই বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন এ দেশে হয়নি, না পাকিস্তান আমলে না বাংলাদেশ আমলে।

- বাংলাদেশের প্রচার ও গণ সংযোগ মাধ্যম সমূহ ইসলামী ধ্যানধারণা বাস্তবায়নে নিদারুণ বৈরী। বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদসমূহের আচরণ ও নীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ইসলাম বিরোধীতাই এদের ব্রত। খবরের কাগজ ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার অবস্থা তথৈবচঃ। ইসলাম বিরোধীতার পাশাপাশি ইসলামের রীতিনীতি, ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কুৎসিৎ ও কদর্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এদের রীতিবিরুদ্ধ। সরকারের গৃহীত উদার নীতির সুবাদে এ অবস্থা আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি আইনের সহযোগিতা পায় নাই। দেশের প্রচলিত ঋণ আইন ও বিচার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী। আইনের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায়ে ৫ বছর থেকে ১০ বছর কিংবা আরও অধিক সময় দরকার হয়। সুদী ব্যাংকগুলো এ অবস্থায় তবু পুরো সময়ের জন্য সুদ আদায় করার সুযোগ পায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক অতিরিক্ত সময়ের জন্য পণ্যের দাম বাড়াতে পারে না, ফলে ইসলামী ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাঠ্যসূচীতে উপযুক্ত স্থান পায়নি। ফলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরী লোক পাওয়া সম্ভব ছিল না। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নিজস্বভাবে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনশক্তি

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী করে নিতে হয়। যা অত্যন্ত জটিল ও সময় সাপেক্ষ। দক্ষ জনশক্তির অভাবে যে গতিতে শাখা বিস্তার হওয়া উচিত ছিল তা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

## * বর্তমান সমস্যাবলী

### আইনগত কাঠামোগত সমস্যা ঃ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর সাথে প্রচলিত আইন সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক ঠিকমত কাজ করতে পারছেনা। ইসলামী ব্যাংকিং লেনদেনে চুক্তি লংঘিত হলে ইসলামী আইন অনুসারে গঠিত আদালতে তার প্রতিকার থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না।

### বিনিয়োগে ইসলামী পরিবেশের অভাব ঃ

বিনিয়োগ পরিবেশে ইসলামের অনুপস্থিতি ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগ বিমুখ হতে বাধ্য করছে। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী আর্থ সামাজিক কাঠামো ঢেলে সাজানো না হলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সফল হওয়ার আশা কম। এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম এবং মুনাফা প্রাপ্তি নিশ্চিত, ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র সে সব ক্ষেত্রে বড় আকারে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। ফলে অন্যান্য খাত অবহেলিত ও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট-এর অভাব ঃ

শরীয়াহ্ নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণ ও মেয়াদী ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট এর অভাব ইসলামী ব্যাংকিংকে কার্যকর বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন লেনদেনের জন্য ফাইনান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট এর অভাব আর্থিক গতিময়তা সৃষ্টি করবে না। মুদারাবা সার্টিফিকেট, ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট, মুদারাবা বন্ড, পার্টিসিপেশন টার্ম সার্টিফিকেট, ইসলামিক কমার্শিয়াল পেপার, সলিডারিটি বন্ড ইত্যাদি চালু হওয়া প্রয়োজন।

বীমা সুবিধার অভাব ঃ

ইসলামী ব্যাংক তার যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রচলিত আইনে বীমা করার বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে তাকে বীমা করার জন্য সুদভিত্তিক বীমা কোম্পানীর দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ এতদিন সরকার দেশে ইসলামী বীমা গঠনের অনুমতি দেয়নি অথচ ইসলামী ব্যাংকিং যাতে সম্পূর্ণ শরীয়তের ভিত্তিতে চলতে পারে এবং এর গ্রাহকগণ যাতে সুদী বীমা করতে বাধ্য না হয় সেজন্য ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, ২০০০ সালে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলির অনেক দিনের আশা পূরণ হল।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সিকিউরিটি ও বন্ডের অভাব ঃ

সুদী ব্যাংকগুলো সরকারের সুদভিত্তিক সিকিউরিটি ও বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় এবং সুদ অর্জন করে। ইসলামী ব্যাংক এসব সিকিউরিটি ও বন্ড ক্রয় করতে পারেনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের উৎপাদনশীল, লাভজনক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ্ ভিত্তিতে সিকিউরিটি ও বন্ড ছাড়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার অনুরূপ ব্যবস্থা নিলে ইসলামী ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য বিনিয়োগ করে ব্যাংক এর গ্রাহকদের জন্য আরো বেশী মুনাফা অর্জনের সুযোগ লাভ করবে, অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে এবং সরকার লাভবান হবে।

দক্ষ ব্যাংকারের অভাব ঃ

ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠা অর্থনীতির ছাত্র ও শিক্ষকের অভাবে ইসলামী ব্যাংকে যাদের নিয়োগ করা হয় তারা ইসলামের নীতিমালা অনুসারে ইসলামী ব্যাংক চালাতে পারেনা। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাবে তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকের একজন দক্ষ ও সফল ব্যাংকার হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেনা।

এম আজিজুল হক তার Key Note paper : Islamic Banking in Bangladesh, Manpower Development and Establishment of a Regional Training and Research Instute – এ লিখেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"An Islamic Banker must be a practising muslim having strong commitment to establish Islam in all spheres of life, particularly, in the socio-economic field. He should have a developmental and welfare orientation and should have positive concern for the society, particularly, for the poor and the weak. He should have a natural urge to meet people, should be able to earn their confidence and be able to inspire them towards Islamic System. He should be enterprising and be able to promote entrepreneurship.

In the field of knowledge in addition to the banking laws and practices prevalent in the national and international banking he must have knowledge of Islamic ideology, Islamic Economics and Shariah. He must have an intimate knowledge of the society, its problems and he should be able to apply Islam to the solution of those problems" (৭৫).

প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব ঃ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল মহলে ব্যাপক পরিচিতির জন্য বড় ধরণের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না । ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী এবং ইসলামিক ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরোর এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

**কর প্রশাসনে পরিবর্তনের অভাব ঃ**

সরকারের কর ব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালা প্রতিফলিত না হওয়ায় বৈধ পন্থায় অর্জিত টাকাও কালো টাকায় পরিণত হতে পারে যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিয়োজিত না হয়ে অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক ভোগ ব্যয়ে নিয়োজিত হতে পারে বা বিদেশে অর্থ পাচার হতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক নিয়মিতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। এতে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা জনকল্যাণে ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু সুদী ব্যাংকসমূহের এই ব্যয় নাই। বরং এর চেয়ে অনেক কম অর্থ তারা মাঝে মধ্যে সরকারের নিকট ত্রাণমূলক কর্মকান্ডে দান করে একদিকে যেমন সুদ অর্জন করে অন্যদিকে ঐ অর্থ খরচ হিসাবে দেখিয়ে আয়কর মওকুফ পায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যাকাত প্রদান করলেও কর মওকুফের কোন সুবিধা পায় না।

**ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগনের অসততা ও মুনাফা ঃ**

গোপন করার কারণে ব্যাংক সঠিক হিসাব পায়না। ফলে বাৎসরিক ঘোষিত মুনাফার হারও স্বভাবতই কম হয়। পরিণামে সাধারণ মানুষ ব্যাংকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু যারা সাধু-অসাধু উপায় নির্বিশেষে মুনাফা অর্জনকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় তারাও ইসলামী শরীয়াহর কড়াকড়ি অনুশাসনের আওতায় আসতে চায়না।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য গবেষণা কোষের অভাবঃ

১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী অর্থনীতি সেল নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। তবে এ সেলের কার্যক্রম এখন ও সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়নি।

এম আজিজুল হক তার Key Note paper : Islamic Banking in Bangladesh, Manpower Development and Establishment of a Regional Training and Research Institute – এ লিখেছেন ঃ

**Some possible Areas of Research**

- Research on Islamic literature to discover knowledge of Islamic economic, commercial financial and developmental activities . Modern education and training system is poorly equipped with such knowledge.

- Research on local problems to understand their nature and their possible solutions under Islamic perspective. In the absence of official commitment and shortage of Islamic economists and scholars in the concerned bodies such studies are not generally undertaken even in the Islamic countries.

Dhaka University Institutional Repository

- Research on the international situations having bearing on local problems and their solutions such studies from Islamic perspective and urgently needed to enable us to reformulate our internal and external strategies.

- Research on the contemporary experience, of different economies to evaluate the strength and weakness of various strategies used by them so that the emerging Islamic System may benefit from their experiences.

- Action Research and comparative study of different models for establishment rationalization and improvement of various Islamic models,

- Study of the financial, commercial and fiscal laws of individual Islamic countries from an Islamic perspective. Such studies are helpful in defining the areas for legal reforms.

- These are some of the representative areas of research . An exhaustive agenda for research will, however, be much wider and the order of priority will depend on practical needs in each situation (৭৬).

বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যেও বর্তমান বেসরকারী খাতে অন্যান্য সকল ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক অগ্রবর্তী স্থানে অবস্থান করছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সুদী পরিবেশে শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত এ ব্যাংকের সাফল্য কেবল বাংলাদেশেই নয়, দেশের বাইরেও চিন্তাশীলদের মধ্যে নবতর আশার সঞ্চার করেছে। মানব জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলাম সর্বদাই কার্যকরী ব্যবস্থা দিয়ে আসছে। আধুনিক বিশ্বের আর্থিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে ব্যাংকিং সমস্যা সমাধানেও ইসলাম যে সুষ্ঠ ব্যবস্থা দিতে পারে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরোত্তোর অগ্রগতি তার প্রমাণ।

Nabil Nassief তার Key Note paper : Islamic Banking Around the world – এ লিখেছেনঃ

**Problems confronting Islamic Banks**

The Islamic Banks have and continue to face considerable problems in their operations and other matters related to their relations with other banks and institutions ranging from managerial, financial, regulatory to legal extent, such as :

a) Shortage of professionals conversant with Islamic Banking.

b) Total lack of familiarity by international financial and non-financial sector with Islamic products.

c) Severe competition in the financial sector.

d) Economic slow down and political situation in some of the countries .

e) Inadequate track record of Islamic Banking itself in particular and Islamic Banks in general.

f) Lack of a professional image in the market.

g) Absence of infrastructure of Islamic trade financing on international basis.

h) An offshore banking unit status of some of the major Islamic institutions without prospects of doing business in the home market.

i) Non- acceptance by national laws of many countries of the provisions of Sharia, and

j) Relatively under-developed corporate sector and capital market in Islamic countries (৭৭).

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

ইসলামী ব্যাংকিং দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণের পথিকৃৎ ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী। কিন্তু এর জন্য উপযুক্ত কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও সনাতনী ব্যাংকের বিপরীতে সাফল্যের সম্ভাবনা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ এম নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী এবং ডঃ এম উমার চাপরা। এছাড়া আরও কয়েকজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বও তাঁদের মেধা, শ্রম ও প্রভাব দিয়ে সহযোগিতা করে আসছেন বলিষ্ঠভাবে। এদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় মিশরের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ডঃ আহমদ আব্দুল আজীজ আল-নাজ্জারের। তার পরেই রয়েছেন ডঃ যাকী বাদাউয়ী ও ডঃ সামী হাসান হামুদ। তাছাড়া রয়েছেন সউদী আরবের রাজপরিবারের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য প্রিন্স মুহাম্মদ আল-ফয়সাল আল-সউদ এবং দাল্লাহ আল-বারাকা গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ সালেহ আব্দুল্লাহ কামেল। বিশ্বের অন্তত পঁচিশটিরও বেশী দেশে আলাদাভাবে অথবা যুগপৎ প্রিন্স ফয়সাল ও শেখ সালেহ কামেলের প্রচেষ্টায় ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত দুই দশকের বেশী সময় ধরে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামী চেতনা ও জীবনবোধের যে পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় সে সব দেশে সুদের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রত্যক্ষ ও কার্যকর তৎপরতা বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ঐ সব দেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যানসিয়াল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পিছনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক অব্যাহতভাবে আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই পর্যায়ক্রমে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৯৭৯ সালে উন্নয়নধর্মী ও বিশেষ ধরণের ফাইন্যান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশনগুলি এর আওতায় আনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশের মালিকানাধীন ব্যাংকসমুহ ১৯৮১-১৯৮৩ সালের মধ্যে সুদ মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় আসে। সবশেষে তৃতীয় পর্যায়ে বিদেশী মালিকানাধীন ব্যাংকসমুহ এই প্রক্রিয়ার আওতায় আসে। ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার সুদ মুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইরানের সামগ্রিক ব্যাংকিং কাঠামোর ইসলামীকরণ করা হয়েছে ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোরভাবে এর পরিচালনা ও তদারকী করছে। সুদানের ব্যাংকগুলি পরিচালিত হচ্ছে প্রধানতঃ লাভ লোকসানের অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে।

সাফল্যের বিচারে মুসলিম দেশসমুহের ইসলামী ব্যাংকসমুহ নিজ নিজ দেশের সুদী ব্যাংকসমূহের তুলনায় কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। বরং প্রতিযোগিতার কোন কোন ক্ষেত্রে স্ব-স্ব দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে শীর্ষ স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে। বাংলাদেশে এখনও ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য উপযুক্ত ও পৃথক আইন কাঠামো তৈরী না হওয়াতে  ব্যাংককে একদিকে অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে আইনগত জটিলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। ইসলামী ব্যাংকগুলি যে সমস্ত পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে মুরাবাহা, এর পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে বায়-ই-মুয়াজ্জাল। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হায়ার পারচেজ পদ্ধতি। সর্বশেষে সংযোজিত

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক সমূহের পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যোগ্যতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। আমদানী ও রফতানী খাতে ব্যাংকগুলির অংশগ্রহণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে।

সুদী অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইসলামী ব্যাংক তার পরিপূর্ণ দক্ষতামূলক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে পারেনা। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের তাই বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

আজকের সমাজ যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় ভুগছে সেসব সমস্যার সমাধানে ইসলামী অর্থনীতির কৃতিত্ব তখনই পরিপূর্ণ ভাবে দেখা যাবে যখন ইসলামী ব্যাংক সমূহ প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো, প্রশাসন ব্যবস্থা ও ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাংকিং সেবা দক্ষতা প্রদান করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

# তথ্যপঞ্জী

১। শাহ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমানঃ ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ। পৃষ্ঠা ৩-৪

২। Nabil Nassief : Islamic Banking Around the World. Proceedings and papers of International Seminar held in Dhaka, Bangladesh on October 27, 1989.

৩। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানঃ পূর্বে উল্লেখিত। পৃষ্ঠা ১৮

৪। Nabil Nassief : পূর্বে উল্লেখিত।

৫। Institute of Islamic Banking and Insurance London, Module- 11, Lesson -1, History and Evolution of the Islamic Bank.

৬। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা -৮০।

৭। Institute of Islamic Banking and Insurance, London. Module-11, Lesson-1, পূর্বে উল্লেখিত।

৮। প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৯। প্রাগুক্ত

১০। প্রাগুক্ত

১১। প্রাগুক্ত

১২। প্রাগুক্ত

১৩ । আল কুরআন ঃ ২ঃ২৭৫

১৪। আল কুরআন ঃ ২ঃ২৭৮-২৭৯,

১৫। মুসলিম, তিরমিজী, মুসনাদে আহমদ,

১৬। Institute of Islamic Banking and Insurance, London, Module –11 Lesson –1

১৭। প্রাগুক্ত

১৮। প্রাগুক্ত

১৯। প্রাগুক্ত

২০। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা-১৬

২১। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানঃ পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা-৮৪

২২। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা-২৬

২৩। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২৬

Dhaka University Institutional Repository

২৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩১

২৫। Nabil Nassief : পূর্বে উল্লেখিত ।

২৬। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ ইসলামী ব্যাংক কী ও কেন? পৃষ্ঠা ৩৫ ।

২৭। শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৭১-৭২

২৮। Md. Abdul Awwal Sarker: Islamic Banking in Bangladesh, Growth, Structure and Performance, A dissertation Submitted in Lough borough University. পৃষ্ঠা -২০

২৯। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ।

৩০। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ১৩২

৩১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭

৩২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮

৩৩। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮,

৩৪। Md. Abdul Awwal Sarker : পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ২৩-২৪

৩৫। আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ বার্ষিক প্রতিবেদন,১৯৯৮,

৩৬। প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ ডাইরী.

৩৮। Md. Abdul Awwal Sarkar: পূর্বে উল্লেখিত। পৃষ্ঠা -২৭

৩৯। Social Investment Bank Ltd. Annual Report .

৪০। Md. Abdul Awwal Sarker, পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

৪১। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩

৪২। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩

৪৩। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ পূর্বে উল্লেখিত। পৃষ্ঠা ৭৩

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯

৪৯। Muhammad Najatallah Siddiqui : Issues in Islamic Banking (Selected papers).

Islamic Economics Series-4

৫০। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৮০

Dhaka University Institutional Repository

৫১। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা -৭৫

৫২। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনঃ পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা ৮১

৫৩। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানঃ পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা -৭৬

৫৪। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ঃ পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা ৮২

৫৫। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা -৭৬

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৭৭

৫৭। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা- ৮৮

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৯১

৫৯। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৭৮

৬০। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা -৭৯

৬১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৮০

৬২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৮০

৬৩। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২।

৬৪। Md. Abdul Awwal Sarkar. পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৪০

৬৫। প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬৬ । Social Investment Bank Ltd. Annual Report.

৬৭ । শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা -৯৪

৬৮ । ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এনুয়াল রিপোর্ট, ১৯৯৮,

৬৯ । প্রাগুক্ত,

৭০ । প্রাগুক্ত,

৭১ । আল্-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এনুয়াল রিপোর্ট, ১৯৯৮

৭২ । Md. Abdul Awwal Sarker, পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা - ৮৩

৭৩ । Social Investment Bank Ltd. Annual Report, ১৯৯৮.

৭৪ । অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ১০১ । ৭৫ । Md. Azizul Huq. Islamic Banking in Bangladesh. Manpower Development and Establishment of a Regional Training and Research Institute. Proceedings and papers of International Seminar held in Dhaka. Bangladesh on October 27, 1989.

৭৬ । প্রাগুক্ত

৭৭ । Nabil Nassif পূর্বে উল্লেখিত ।

সারণী-১

# ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর
## শাখা পিছু আমানত, বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

| বছর | শাখার সংখ্যা | আমানতের পরিমাণ | শাখা পিছু আমানত | বিনিয়োগের পরিমাণ | শাখা পিছু বিনিয়োগ | মোট আয় | শাখা পিছু আয় | মোট ব্যয় | শাখা পিছু ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৮৩ | ৩ | ১৪.৪ | ৪.৮০ | ৫.৬ | ১.৮৭ | .৩৪ | .১১ | .৫৯ | .১৯ |
| ১৯৮৪ | ৭ | ৬৩.৬ | ৯.০৮ | ৪৫.৮ | ৬.৫৪ | ৪.৫০ | .৬৪ | ৩.৭২ | .৫৩ |
| ১৯৮৫ | ১৩ | ১৫৬.৪ | ১২.০৩ | ৯৪.৮ | ৭.২৩ | ১০.০২ | .৭৭ | ৯.১৩ | .৭০ |
| ১৯৮৬ | ১৮ | ২২৩.০ | ১২.৩৮ | ১৪১.২ | ৭.৮৪ | ১৩.৬৭ | .৭৫ | ১৩.৬৬ | .৭৫ |
| ১৯৮৭ | ২১ | ২৪২.০ | ১১.৫২ | ১৮০.৯ | ৮.৬১ | ১৮.০৭ | .৮৬ | ১৭.৩৪ | .৮২ |
| ১৯৮৮ | ২৭ | ২৮৩.৭ | ১০.৪৬ | ২১৩.২ | ৭.৮১ | ২৩.২৯ | .৮৬ | ২০.২২ | .৭৪ |
| ১৯৮৯ | ৪০ | ৩৪৫.৬ | ৮.৬৪ | ২৩৫.৮ | ৫.৮৯ | ২৮.৫৮ | .৭১ | ২৬.৩২ | .৬৫ |
| ১৯৯০ | ৪৯ | ৪৪৬.৬ | ৯.১০ | ৩২৫.৩ | ৬.৬৪ | ৪৫.২২ | .৯২ | ৩১.১৭ | .৬৩ |
| ১৮৯১ | ৬১ | ৫৬৭.২ | ৯.৩০ | ৪২৮.৩ | ৭.০২ | ৫৪.১৮ | .৮৮ | ৪৩.৬০ | .৭১ |
| ১৮৯২ | ৭১ | ৬৭০.৪ | ৯.৪৪ | ৫১৬.৪ | ৭.২৭ | ৫২.৭০ | .৭৪ | ৫২.৭০ | .৭৪ |
| ১৯৯৩ | ৭৬ | ৮২৬.১ | ১০.৮৬ | ৫৫৪.২ | ৭.৮০ | ৬২.২৮ | .৮২ | ৫৪.২৮ | .৭১ |
| ১৯৯৪ | ৮৬ | ১০২২.৬ | ১২.৩২ | ৮০৭.৬ | ৯.৭৩ | ৮২.৬৫ | .৯৯ | ৬০.৩৯ | .৭২ |
| ১৯৯৫ | ৯০ | ১২৬৬.৯ | ১৪.০৭ | ১১৫৩.২ | ১২.৭৯ | ১০৯.৭৬ | ১.২২ | ৭৮.৬২ | .৮৭ |
| ১৯৯৬ | ৯৫ | ১৪০২.৭ | ১৪.৭৭ | ১৩৫১.৮ | ১৪.২৫ | ১২৩.২৩ | ১.২৯ | ৯৪.৮৮ | .৯৯ |
| ১৯৯৭ | ১০০ | ১৬৫৫.৭ | ১৬.৫৬ | ১৩০৭.৫ | ১৩.০৮ | ১৩৬.৭৭ | ১.৩৬ | ১১৯.৮০ | ১.১৯ |
| ১৯৯৮ | ১০৫ | ১৯৭৫.১ | ১৮.৮১ | ১৩৪৩.৫ | ১২.৮০ | ১৬২.৯৩ | ১.৫৫ | ১৪৮.০২ | ১.৪১ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২

## ইসলামী ব্যাংক ব্যাংলাদেশ লিঃ এ আমানতকারীগণকে প্রদত্ত লাভ।

| আমানতের শ্রেণী | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ |
|---|---|---|---|---|---|
| মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ৮বছর মেয়াদী | | ১১.৮৩% | ১১.২৫% | ১১.৮৩% | ১১.৮৫% |
| মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ৫ বছর মেয়াদী | | ১০.৪১% | ৯.৯০% | ১০.৪১ % | ১০.৪৩ % |
| মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয় জমা | ৯.২০% | ৯.৪৬% | ৯.০০% | ৯.৪৬% | ৯.৪৮% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা ৩৬মাস মেয়াদী | ৯.২০% | ৯.৪৬% | ৯.০০% | ৯.৪৬% | ৯.৪৮% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা ২৪ মাস মেয়াদী | ৮.২০% | ৯.২৭% | ৮.৮২% | ৯.২৭% | ৯.২৯% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা ১২ মাস মেয়াদী | ৭.৮৭% | ৯.০৮% | ৮.৬৪% | ৯.০৮% | ৯.১০% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা ৬ মাস মেয়াদী | ৭.৫৪% | ৮.৭০% | ৮.২৮% | ৮.৭০% | ৮.৭২% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা ৩ মাস মেয়াদী | | ৮.৩২% | | ৮.৩২% | ৮.৩৪% |
| মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা | ৬.১৫% | ৭.৫৭% | ৬.৭৫% | ৭.৫৭% | ৭.৫৯% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা | ২.৮৭% | ৫.২০% | ৪.৯৫% | ৫.২০% | ৫.২১% |
| মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) | | | | | |
| ১০ বছর মেয়াদী | | | | | ১২.৩৩% |
| ৫ বছর মেয়াদী | | | | | ১০.৪৩% |

সারণী-৩

# আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বছর ওয়ারী মুনাফার হার ।

| ক্রমিক নং | জমার ধরণ | ১৯৯৫সালে বন্টিত মুনাফার হার | ১৯৯৬ সালে বন্টিত মুনাফার হার | ১৯৯৭সালে বন্টিত মুনাফার হার | ১৯৯৮সালে বন্টিত মুনাফার হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১। | মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা | ৬.৩২% | ৭.০৩% | ৭.৬৯% | ৭.৯৮% |
| ০২। | ৩ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা | ৬.৬৫% | ৮.২৫% | ৯.০৩% | ৯.৩৫% |
| ০৩। | ৬ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা | ৮.৬২% | ৮.৬২% | ৯.৪৪% | ৯.৭৭% |
| ০৪। | ১২ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা | ৮.১০% | ৯.০০% | ৯.৮৫% | ১০.২০% |
| ০৫। | ২৪ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা | ৮.২০% | ৯.১৯% | ১০.০৫% | ১০.৪০% |
| ০৬। | ৩৬ মাস মেয়াদী মুদারাবাহ্ জমা | ৮.৩০% | ৯.৩৮% | ১০.২৬% | ১০.৬২% |
| ০৭। | মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা | ২.৯৪% | ৩.২৮% | ৩.৫৯% | ৩.৭২% |
| ০৮। | মাসিক কিস্তি ভিত্তিক হজ্ব জমা | ৭.৭৮% | ৯.৯৪% | ১০.৮৭% | ১১.২৭% |
| ০৯। | মাসিক কিস্তি ভিত্তিক মেয়াদী জমা | ৮.৭০% | ৯.৮৫% | ১০.৭৭% | ১১.১৫% |
| ১০। | এককালীন হজ্ব জমা | ৯.১৩% | ১০.৩২% | ১১.৩১% | ১১.৬৮% |
| ১১। | মাসিক সঞ্চয়ী বিনিয়োগ জমা | ৮.১৩% | ৯.১৯% | ১০.১৫% | ১০.৪১% |
| ১২। | মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক মেয়াদী জমা | ৮.৪৫% | ৯.৫৭% | ১০.৪৬% | ১১.৬৮% |

সারণী-৪

# ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর দশ বছরের অগ্রগতির খতিয়ান

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | ১৯৮৮ | ১৯৮৯ | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনুমোদিত মূলধন | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ |
| পরিশোধিত মূলধন | ৭৯.৫০ | ৭৯.৫০ | ১৬০.০০ | ১৬০.০০ | ১৬০.০০ | ১৬০.০০ | ১৬০.০০ | ১৬০.০০ | ৩১৫.৬৯ | ৩১৭.৯৮ | ৩১৭.৯৮ |
| সঞ্চিতি তহবিল | ৫৯.৮২ | ৬৪.১৭ | ৯২.২৮ | ১১৩.৪৩ | ১৩৯.৬৫ | ২০৯.৩৬ | ৩০৩.৫৭ | ৫৩৫.০৮ | ৭৫৯.৩৯ | ৯৩০.১৭ | ১০১১.৮৪ |
| ইকুইটি | | | | | | ৪২০.০৬ | ৫৩৭.৩৫ | ৮১৩.০৯ | ১২৪১.০৫ | ১৪২৯.৮৬ | ১৫১৭.৫৫ |
| জমা | ২৮৩৭.৭৫ | ৩৪৫৫.৫২ | ৪৪৬২.৭১ | ৫৬৭১.৬১ | ৭১৫০.৮০ | ৮২৬১.০৮ | ১০২২৬.৬৬ | ১২৬৬৯.৩৩ | ১৪০২৭.০৮ | ১৬৫৫৭.২৯ | ১৯৭৫০.৯৯ |
| বিনিয়োগ | ২১৩২.৩৮ | ২৩৫৮.৪৩ | ৩২৫২.৪৭ | ৪২৮৩.১২ | ৫১৬৪.১৬ | ৫৫৪২.৫০ | ৮০৭৬.৪৯ | ১১৫৩২.৮২ | ১৩৫৩৯.৩৫ | ১৩০৯৫.৩১ | ১৩৪৩৭.৫৭ |
| আমদানী বাণিজ্য | ২০১৫.৩০ | ৩০৯৪.১০ | ৩৯১৭.৭০ | ৬২০৪.২৭ | ৬৭৭৬.৫১ | ৮৬১২.৭০ | ১৪৬২৩.৪৩ | ২১২১৮.৩৮ | ১৭৮৭৪.৮০ | ১৭৩৭০.০০ | ২০২৩৮.৩০ |
| রফতানী বাণিজ্য | ১৩৪৯.৪০ | ১৫৪৩.৮০ | ২৫৮৮.৩০ | ৩৯৬৬.৫৮ | ৪৯৪৮.৮১ | ৫৮৪১.৬৪ | ৭৭৯০.৪২ | ১১০১৫.৭৫ | ১১৭৬৬.৪০ | ১৪৪৬৯.৬০ | ১৪৮৯৪.৩০ |
| বৈদেশিক রেমিটেন্স | ১,১২৫.১০ | ৯০১.৬০ | ১৩৩৯.৯০ | ১৮১৪.১৩ | ২০২৮.৫৯ | ২৪০২.৫১ | ২৯৪৩.০০ | ২৪৪৭.২১ | ৩৩২৮.৩০ | ৪৮০৬.০০ | ৬৩৬০.৬০ |
| মোট বৈদেশিক বাণিজ্য | | | | | | ১৬৮৫৬.৮৫ | ২৫৩৫৬.৮৫ | ৩৪৬৮১.৩৪ | ৩২৯৬৯.৫০ | ৩৬৬৪৫.৪০ | ৪১৪৯৩.২০ |
| মোট আয় | ২৩২.৮৮ | ২৮৫.৮১ | ৪৫২.২৬ | ৫৪১.৮০ | ৫২৭.০৫ | ৬২২.৮১ | ৮২৬.৫৬ | ১০৯৭.৬১ | ২২৩২.৩৫ | ১৩৬৮.৭৭ | ১৬২৯.৩৮ |
| মোট ব্যয় | ২০২.২১ | ২৬৩.২২ | ৩১১.৭০ | ৪৩৬.০৪ | ৫২৭.০৫ | ৫৪২.৮৯ | ৬০৩.৯৮ | ৭৮৯.২৫ | ৯৪৮.৪৩ | ১১৯৪.০২ | ১৪৮০.২৯ |
| কর পূর্ব মুনাফা | ৩০.৬৭ | ৩২.৫৯ | ১৪০.৫৬ | ১০৫.৭৬ | | ৪০.০০ | ২২২.৫৮ | ৩১১.৩৬ | ২৮৩.৫২ | ১৭০.৭৫ | ১৪৮.৩৯ |
| সরকারকে প্রদান (আয়কর) | ১১.০৫ | ৭.৭৩ | ৮৮.৪০ | ৫৫.৬১ | | ৪০.০০ | ১৩৯.০৭ | ১৬২.৯০ | ১২৭.৫৮ | ৬৮.৩০ | ৫১.৯৪ |
| লভ্যাংশ | ১৫% | ১৩% | ১৫% | ১৫% | | ১৫% | ১৫% | ১৮% | ২০% | ২১% | ২১% |
| মোট সম্পদ | ৪০৩০.২০ | ৫১৮৪.৬৮ | ৬৬৭৭.১৯ | ৯৩৮২.৮৪ | ১১৬৯৫.৭৫ | ১৩৫২৮.৩১ | ১৮৪৯৮.৩১ | ২২৯৯০.৫৯ | ২২৭৪৯.৬৮ | ২৬৮২৬.৬০ | ৩০৮৪৩.৯০ |
| স্থায়ী সম্পদ | ২১.৮১ | ২৫.৮৩ | ৩০.৯৫ | ৩১.৫৮ | ৩৫.০৮ | ৪৪.৭৮ | ৪২.২৭ | ৪১.৯০ | ৮৯.৮২ | ১৪৩.১৯ | ৩৬৩.৪৭ |
| বিদেশী করেসপন্ডেন্ট এর সংখ্যা | ১৪০ | ২০১ | ২৪৮ | ২৯১ | ৩৯৫ | ৪৩৬ | ৪৫০ | ৪৯৫ | ৫২৫ | ৬১০ | ৬৫০ |
| শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা | ৫৬৯১ | ৫৫১৬ | ৫৬৩৬ | ৫৫৪০ | ৫৪৮০ | ৫৩৩৫ | ৫৪৫৩ | ৫৮০৩ | ৫৯২৪ | ৬৮৩৬ | ৬৯৮৯ |
| কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা | ৬৯০ | ৮৪৩ | ৮৪০ | ৯৯১ | ১০৫৭ | ১১৬৯ | ১১৬৬ | ১৩৫০ | ১৭৭৮ | ১৯০৯ | ২১৭১ |
| শাখার সংখ্যা | ২৭ | ৪১ | ৪৯ | ৬১ | ৭১ | ৭৬ | ৮৩ | ৯০ | ৯৫ | ১০০ | ১০৫ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫

# আল বারাকা ইসলামী ব্যাংকের দশ বছরের অগ্রগতির খতিয়ান

(মিলিয়ন টাকা)

| বিবরণ | ১৯৮৮ | ১৯৮৯ | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনুমোদিত মূলধন | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ |
| পরিশোধিত মূলধন | ১৩১.২০ | ১৪৯.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.৫০ | ১৫১.৫০ | ২০৪.০০ | ২৫৯.৫০ | ২৫৯.৫০ | ২৫৯.৫০ | ২৫৯.৫০ |
| সঞ্চিত তহবিল | ৪.২০ | ১৫.৫০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ | ১৫.৯০ |
| জমা | ১৯৬৬.৫০ | ৩৫০০.৮০ | ৩৮৫৭.২০ | ৩০৫৮.৯০ | ৩৪৩৭.৩০ | ৩৮২২.১০ | ৪৭৪৭.৫০ | ৪৭৫৪.৯০ | ৫৮৮০.৬০ | ৬৪০১.৮৬ |
| বিনিয়োগ | ১৪৩৯.৪০ | ৩২৩০.৯০ | ৩৬৫৫.৩০ | ৩০৩০.২০ | ৩৯৮৩.২০ | ৪২৭৬.৫০ | ৪৫৫৬.৭০ | ৪৩৫৯.৯০ | ৪২৭৭.২০ | ৪৯৬৫.০৯ |
| আমদানী বাণিজ্য | ১৬৯১.০০ | ১৮৯১.০০ | ১০৫৩.০০ | ২১৯.৮৭ | ২৩০.৩৮ | ১০৭৪.০ | ২০৯৫.২০ | ১১৮৫.৪০ | ২২৩১.৮৮ | ২৬৯৪.১০ |
| রফতানি বাণিজ্য | ৬৯.৫০ | ১৬৫.৪৬ | ২২৫.০০ | ২১২.৭২ | ১৭১.১৮ | ১৪৫.৩৬ | ১৭২.০২ | ২৫১.৫১ | ২৫৪.৭৮ | ৫৪২.০৮ |
| বৈদেশিক রেমিট্যান্স | | ৩৫৭.১০ | ২৮৪.০০ | ৯৯.৯১ | ৩৩৮.৪৪ | ৪১৩.৩৪ | ২১০.৫৭ | ৪৬৪.৩৪ | ২৪৪.৬৬ | ২৪৫.৬০ |
| মোট আয় | ১৩২.২০ | ৩১১.৭০ | ৪৮৫.১০ | ৪০৯.৭০ | ৩৮২.৭০ | ৩৬৮.২০ | ২৪৮.১০ | ১৯৩.১০ | ২০৩.৫০ | ৩৬৪.০১ |
| মোট ব্যয় | ১০২.৮০ | ২৬২.৭০ | ৪৮৪.২০ | ৫১০.৫০ | ৪৬৬.১০ | ৪১৫.২০ | ৪৩৯.২০ | ৪৩২.৮০ | ৪৭৬.৭৭ | ৫৩০.১৩ |
| করপূর্ব মুনাফা | ২৯.৪০ | ৪৯.০০ | ০.৯০ | (১০০.৮০) | (৮৩.৪০) | (৪৭.০০) | (১৯১.১০) | (২৪৯.৯০) | (২৭৩.২০) | (১৬২.১২) |
| সরকারকে প্রদান (আয়কর) | ১৮.১৮ | ৩৭.৭৮ | ০.৪৯ | | | | | | | |
| লভ্যাংশ | | | | | | | | | | |
| মোট সম্পদ | ২৮১১.৯৫ | ৫৭৩৫.৪০ | ৬১০২.১৮ | ৫৩০৯.৩০ | ৫২৪৬.৯৮ | ৬০৭৬.২৮ | ৬৮৩৩.৪৭ | ৬৩৮৫.১০ | ৭২৮৩.২৪ | ৮০১৫.৩৬ |
| স্থায়ী সম্পদ | ২৪.২৯ | ৪৩.১৬ | ৩৯.১৯ | ৩৬.৬৫ | ৩৭.৯২ | ৩৭.৭১ | ৩৫.৫৬ | ৩৭.৮১ | ৩৯.৭৫ | ৫১.৪৩ |
| বিদেশী করেসপনডেন্টের সংখ্যা | ৯৯ | ১০৭ | ১০৮ | ৯৪ | ৮০ | ৮৩ | ৯০ | ১০৮ | ১০৮ | ১০৮ |
| শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা | ২১ | ১৩৩৫ | ৫৪২৪ | ৩৩৩৭ | ২৬৭৮ | ২৬১২ | ২৫৩৪ | ২২১২ | ২১৬৬ | |
| কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা | ৩৩৪ | ৫৯১ | ৬৭৩ | ৬৬৯ | ৬১৮ | ৬১৮ | ৫৯৮ | ৬০৯ | ৬৩৭ | ৬৩২ |
| শাখার সংখ্যা | ১০ | ১৮ | ২২ | ২৩ | ২৬ | ২৮ | ২৮ | ৩২ | ৩৩ | ৩৩ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬

# অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলির অগ্রগতির খতিয়ান

(মিলিয়ন টাকায়)

| বিবরণ | আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | | | | সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ |
| অনুমোদিত মূলধন | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ |
| পরিশোধিত মূলধন | ১০১.২০ | ১০১.২০ | ১০১.২০ | ২৫৩.০০ | ১১৮.৩৬ | ১১৮.৩৬ | ১২৬.০০ | ১২৬.০০ |
| সঞ্চিতি তহবিল | | .২৫ | .২৬ | ৫৫.৬৬ | | ২.০২ | ৩.৭৭ | ১১.৩২ |
| জমা | ২০১.৪৫ | ১৩০৫.৬৩ | ২২৫৬.৬৫ | ৪৫৩৪.৭৪ | ১২৪.৭৪ | ৪১৭.৮১ | ৬৪৫.৫২ | ২০২৯.০০ |
| বিনিয়োগ | ১২.৪৮ | ৭৯.১৬ | ১৭৪৫.৫৪ | ২২৫৯.৭৬ | . ২১ | ২১১.৫ | ৩৬৮.৩১ | ১১৭১.৪০ |
| আমদানী বাণিজ্য | ১০৯.১০ | ১০৩০.২০ | ৩২২৪.৫৬ | ৫২৭৯.৫০ | | ৩০১.৮ | ৫৩৪.৪৬ | ১৩৬৪.৩৫ |
| রফতানি বাণিজ্য | | ৮৩.৬০ | ৫৯২.১২ | ১১০৩.০১ | | ২০.৮৫ | ৩৮.৬২ | ৪২.৯০ |
| বৈদেশিক রেমিট্যান্স | | | | | | ২০.৩ | ২৬.৪ | ৩৫.০০ |
| মোট আয় | ১.৩৭ | ৫০.৯৮ | ১৯৬.১৭ | ৩২২.৯৮ | ১.৭৩ | ১৯.২৯ | ৫১.৩৮ | ১৭৩.৯৬ |
| মোট ব্যয় | ২.৩৯ | ৪৬.২৯ | ১২০.২৯ | | ৬.১৫ | ৩৮.২৩ | ৫৬.৮৪ | ৯২.৬৪ |
| কর পূর্ব মুনাফা | | ৪.৬৯ | ৬২.৮১ | ৮২.০৬ | -৪.৪২ | -১৮.৯৪ | -৫.৪৬ | ৩১.২৪ |
| সরকারকে প্রদান (আয়কর) | | ১.৭২ | ২৪.০৩ | ২৮.৭২ | | | | |
| লভ্যাংশ | | ২৫% | ১৫% | ১৫% | | | | |
| মোট সম্পদ | ৫২১.৭৮ | ২৪১২.৯১ | ৩৮৩৩.২৫ | ৬৭৪৯.৪৮ | ২৪৭.৮১ | ৬২৫.২৩ | ৯৬৯.৮২ | |
| স্থায়ী সম্পদ | ৫.১২ | ১৯.৮৯ | ৩৭.০৫ | ৪৭.৮৬ | ১০.৩৭ | ২৫.৮ | ২৬.৮৮ | |
| বিদেশী করেসপন্ডেন্টের সংখ্যা | ১০ | ১৪ | ১৪ | | | ১৩ | ১৭ | |
| শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ৭৬০৪ | ৩৮ | ৩৮ | ৩৮ | |
| কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা | ৫৪ | ১৭১ | ৩২০ | ৪২৭ | ৬১ | ১৬৬ | ১৬৭ | ২০৭ |
| শাখার সংখ্যা | ৫ | ১০ | ২০ | ৩০ | ১ | ৫ | ৫ | ১০ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭

# ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিনিয়োগ পদ্ধতি | ১৯৮৮ | ১৯৮৯ | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১। | মুরাবাহা | ১২২৬ | ১১৪০ | ১৩৬০ | ২১৪৩ | ২৭৩৯ | ৩০২০ | ৪৩০৪ | ৬১৬৩ | ৬৭৯৮ | ৫৫৫৯ | ৫৩৯৭ |
| ০২। | মুশারাকা | ৮৩ | ৬৪ | ৭১ | ৯৯ | ১১৭ | ১৯০ | ২৮৩ | ৪৪৫ | ৪৩০ | ৩৪২ | ২৮৯ |
| ০৩। | বাই-মোয়াজ্জাল | ৩৪০ | ৫৮৬ | ৬৬৬ | ৮৯৩ | ১০২৯ | ১১৩১ | ১৪৬৫ | ১৯৮৯ | ২৪৭৯ | ২৬০২ | ২৮২৫ |
| ০৪। | হায়ার পারচেজ | ৯৪ | ৩০৯ | ৪৬৫ | ৬১১ | ৬৪৩ | ৭৬৮ | ১০১৪ | ১৬৭৮ | ২২৫২ | ২৬৮১ | ২৯০৮ |
| ০৫। | কর্জে হাসানা | | | ৪ | ৬ | ১৮৩ | ২২০ | ২৯১ | ৪১০ | ৫৮৩ | ৬২৯ | ৬২৪ |
| ০৬। | পারচেজ ও নেগোসিয়েশন | ২৮০ | ১৪০ | | ৩৬৮ | ৪৩২ | ৫৮৪ | ৬৯৮ | ৮২৭ | ৯৭৬ | ১২৬২ | ১৩৮৯ |
| ০৭। | শেয়ার বিনিয়োগ | ৫৯ | ৫৯ | ৫৯ | ২১ | ২১ | ২১ | ২১ | ২১ | ২১ | ২০ | ২১ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৮

# আল বারাকা ব্যাংকের পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিনিয়োগ পদ্ধতি | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | বাই মুরাবাহা | ১১৭৩.৭৮ | ৬৯৩.৮৯ | ৮৭২.৮৭ | ১১৪৭.৩০ | ১৪১১.২৬ | ১৩৫১.২২ | ১৩৮১.৯৬ | ১৫৭৫.১১ |
| ০২ | মুশারাকা | | | | | | | | |
| ০৩ | বাই- মোয়াজ্জল | ১৭৫৪.১৯ | ১৪৩৬.০৫ | ১৮৭৫.৩৭ | ২০৩৪.৮৫ | ২১৭৬.৩৪ | ২২৮৭.২৭ | ২২৭০.২৬ | ২২৬৭.০৬ |
| ০৪ | হায়ার পারচেজ | ৭৪৬.৪৫ | ১১০৪.৯৭ | ১৫১৮.৩৯ | ১৬১৭.৩০ | ১৭২৮.৫৮ | ১৭৩৮.৫৬ | ১৬৯৯.১৯ | ৭০০.৪৭ |
| ০৫ | কার্জে হাসানা | ৬০.১৪ | ৫১.৫৯ | ৫৩.৬২ | ৪৬.৯৫ | ৯৫.৮৩ | ৮৩.৭৫ | ১১৬.২৫ | ১৮৫.১৬ |
| ০৬ | পারচেজ নেগোসিয়েশন | | | | | | | | |
| ০৭ | অন্যান্য | ৩৪.৩৮ | ১২১.৫০ | ১৯৪.৭৫ | ১৩১.৮২ | ৯৮.৯০ | ৬৮.৫৬ | ৪৭.৬১ | ৪৭৫.২৮ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৯

# আল -আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগ ।

(মিলিয়ন টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিনিয়োগ পদ্ধতি | আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক | | সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ |
| ০১ | বাই মুরাবাহা | ২৬৩.৬০ | ৪৮৫.২৬ | ৭৯.২৬ | ১৯৫.৮৭ |
| ০২ | মুশারাকা | | ২.৫১ | ৪.৫১ | ৩.২১ |
| ০৩ | বাই-মোয়াজ্জাল | ৯৫.৪০ | ১৯১.৬৪ | ৩০.০৬ | ৩৬.৮৯ |
| ০৪ | হায়ার পারচেজ | ২০.০০ | ৫৪.৫৭ | ৬৮.০৪ | ৭৩.৫৭ |
| ০৫ | কর্জে হাসানা | ১৯.৩০ | ১৬১.১৬ | ১৩.৯৬ | ২৬.৮৬ |
| ০৬ | পার্চেজ ও নেগোসিয়েশন | | | | |
| ০৭ | শেয়ার বিনিয়োগ | | ২৮.৩৬ | .০৬ | .০৬ |
| ০৮ | অন্যান্য | ৩৮৪.০০ | ৮৬৭.৩০ | ১০.৪৬ | ৩০.৬৮ |

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১০

# ইসলামী ব্যাংকগুলির লাভের অনুপাত

| ব্যাংকের নাম | ১৯৮৮ | ১৯৮৯ | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ | ১৩.১৮% | ৭.৯০% | ৩১.০৮% | ১৯.৫২% | ০.০০% | ১২.৮৪% | ২৬.৯৩% | ২৮.৩৭% | ২৩.০১% | ১২.৪৭% |
| আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ | ২২.২৩% | ১৫.৭২% | ০.১৮% | (২৪.৬০%) | (২১.৭৯%) | (১২.৭৬%) | (৭৭.০৩%) | (১২৯.৪১%) | (১৩৪.২৫%) | (৪৪.০৫%) |
| আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ | | | | | | | | ৫১.০৪% | ৭.৬১% | ৩১.১০% |
| সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ | | | | | | | | (২.৫৬%) | (৯৮.১৮%) | (১০.৬২%) |
| প্রাইম ব্যাংক লিঃ | | | | | | | | | ১৫.২৯% | ২৩.৪৫% |
| ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহারাইন, ই.সি | | | | | | | | | | (১.৯৬%) |

(ব্র্যাকেটের ভিতর সংখ্যা নিগেটিভ ফিগার)